বিংশ বর্ষ

[চৈত্র, ১৩৩৯]

দ্বাদশ উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার

১৮৩ নং উপন্যাস

প্রচ্ছন্ন আততায়ী

(প্রথম সংস্করণ)

৪৪।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীদীপেন্দ্রকুমার রায় দ্বারা প্রকাশিত
ও
কলিকাতা ৪৪নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটস্থ
কান্তিক প্রেসে
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মূল্য বার আনা ।

নিবেদন

আগামী বার রহস্য লহরীর একবিংশ বর্ষারম্ভে এই উপন্যাস-মালার ৪নং উপন্যাসখানি রবার্ট ব্লেকের উপন্যাস না হইয়া তৎপরিবর্তে অন্য জন বিখ্যাত উপন্যাসিকের উপন্যাস প্রকাশিত হইবে। এই নূতন উপন্যাস 'স্বর্ণচোরা মাণিক' রবার্ট ব্লেকের উপন্যাস অপেক্ষা অধিকতর রোমাঞ্চকর ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ, এবং কৌতূকাবহ, ইহা ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ পাঠকের সমাদৃত উপন্যাস, এবং এই উপন্যাস-লেখক ইয়ুরোপের পাঠক সমাজে সর্ব্বজন সমাদৃত। 'স্বর্ণচোরা মাণিক' বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে, এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই, এবং এই বিশ্বাসেই আমরা 'রহস্য লহরী' উপন্যাস-মালায় এই শ্রেণীর অন্যান্য উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আশা করি আমরা বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের সহানুভূতি ও অনুকম্পায় বঞ্চিত হইব না।

প্রকাশক

প্রচ্ছন্ন আততায়ী

প্রথম কাণ্ড

চলন্ত ট্রেণে নরহত্যা

সিনক্লেয়ার লোরিং মার্কিন ধনকুবের। তিনি বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে 'কুনার্ডার মেগানটিক' নামক জাহাজে স্বদেশ হইতে ইংলণ্ডে আসিতেছিলেন; সঙ্গে ছিল তাঁহার খাস-মুহুরী মিস্ গর্ডন।

জাহাজখানি সাউদাম্টন বন্দরে নঙ্গর করিলে এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা লণ্ডনগামী ট্রেণে উঠিলেন। জাহাজের যাত্রীদের লণ্ডনে লইয়া যাইবার জন্য ট্রেণখানি বন্দরের অদূরে প্রতীক্ষা করিতেছিল। আরোহীদের লইয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। একটি কামরায় মিঃ লোরিং ও মিস্ গর্ডন ভিন্ন অন্য আরোহী ছিল না। সেই কামরার বারান্দা দিয়া অন্যান্য কামরায় যাতায়াত করিতে পারা যাইত; সেই সকল কামরায় অনেক আরোহী ছিল।

ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে মিঃ লোরিং মিস্ গর্ডনকে নিকটে বসাইয়া চিঠি পত্র লিখাইতেছিলেন। মিঃ লোরিং স্থির করিয়াছিলেন, ট্রেণ লণ্ডনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি ট্রেণে বসিয়া কয়েকখানি পত্র শেষ করিবেন; এইজন্যই তিনি চলন্ত ট্রেণে বসিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিতেছিলেন, এবং মিস্ গর্ডন তাঁহার সম্মুখে বসিয়া নত মস্তকে তাহা লিখিতেছিল। কিন্তু পত্র লিখিতে লিখিতে সে অন্যমনস্ক হইতেছিল, এক একবার গাড়ীর বাতায়ন-পথে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল—যেন মুক্ত প্রান্তরের মনোরম দৃশ্য দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল; কিন্তু সে কি করিবে? মনিবের আদেশ

পালন করিবে? না, পত্র লেখা বন্ধ করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করিবে? সে তাহার মানসিক ব্যাকুলতা গোপন করিতে পারিল না।

মিঃ লোরিং তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আর একখানি চিঠি মিস্ গর্ডন, তাহা শেষ হইলে প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনঃসংযোগ করিব। আগে কায, পরে বিশ্রাম। বহুদিন পরে আমি এদেশে আসিলাম, ঐ সকল সুন্দর দৃশ্য কি আমারও ভাল লাগে না?"

পুনর্ব্বার লেখা চলিতে লাগিল। নিউ-ইয়র্কের ওয়াল ষ্ট্রীটে মিঃ লোরিংএর প্রকাণ্ড আফিসে কতকগুলি জরুরি সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন ছিল। কতক সংবাদ তিনি তারে ও বে-তারে পাঠাইয়াছিলেন, অবশিষ্টগুলি ডাকে পাঠাইবার জন্য ঐ সকল পত্র লিখাইতেছিলেন।

মিঃ লোরিং বলিলেন, "মিঃ হ্যাডোকে লেখ,—'কায কর্ম্মের অবস্থা বুঝিয়া, যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান মাসের ২৭এ তারিখে পরামর্শ-সভায় সকলকে যোগদান করিতে—'

মিঃ লোরিং হঠাৎ পার্শ্বস্থ জানালা দিয়া আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! তিনি সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মিস্ গর্ডনকে বলিলেন, "একবার ঐ দিকে চাহিয়া দেখ—কি অদ্ভুত ব্যাপার!"

মিস্ গর্ডন তৎক্ষণাৎ জানালার দিকে মাথা বাড়াইয়া যে দৃশ্য দেখিতে পাইল তাহা নূতন না হইলেও অত্যন্ত বিস্ময়াবহ বলিয়াই তাহার মনে হইল।

ট্রেণ তখন পূর্ণবেগে ছুটিতেছিল; সেই ট্রেণ হইতে প্রায় দেড়শত গজ দূরে, রেলপথের পার্শ্বস্থিত প্রান্তরের প্রায় একশত ফিট ঊর্দ্ধে একখানি সাবেক-ধরণের এরোপ্লেন (an old-type Aeroplane) উড়িয়া যাইতেছিল; কিন্তু সহসা এরোপ্লেনের বেগ হ্রাস হইল, এবং তাহা সেই সময় হইতে ট্রেণের প্রায় সমান বেগেই চলিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর দৃশ্য এই যে, সেই এরোপ্লেনের নীচে একটা দোলনা ঝুলিতেছিল, এবং একটা প্রকাণ্ড বানর সেই দোলনার উপর কখন বসিয়া, কখন দাঁড়াইয়া, কখন বা দোলনাটা এক হাতে ধরিয়া ও দেহের সকল অংশ শূন্যে ঝুলাইয়া নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গি করিতেছিল।

বানরটা সাধারণ বানর নহে; বোর্ণিও দ্বীপে ওরাং-ওটাং জাতীয় যে সকল বানর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জাতীয় অতি বৃহৎ বানর; তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোহিত লোমে আবৃত। এক একবার সে সেই দোলনার নীচে ঝুলিয়া পড়িয়া হেটমুণ্ডে ও উদ্ধপদে এভাবে দুলিতেছিল যে, মুহূর্ত্তমধ্যে সে মাটীতে পড়িবে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইবে, দর্শকগণের এইরূপ আশঙ্কা হইতেছিল।

মামী গর্ডন এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া এরূপ বিস্মিত হইল যে, তাহার মনিব সম্মুখে বসিয়া আছেন, এ কথা সে ভুলিয়াই গেল! সে কাগজ কলম ফেলিয়া জানালার শার্শি নামাইয়া দিল, এবং জানালার বাহিরে মাথা বাড়াইয়া নির্নিমেষ-নেত্রে এরোপ্লেনের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার ভাব দেখিলে মনে হইত তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। অবশেষে এরোপ্লেনখানি যখন ধীরে ধীরে ট্রেণ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, তখন সে আড়চোখে ট্রেণের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, প্রত্যেক গাড়ীর আরোহারা সেই দিকের জানালা খুলিয়া জানালার বাহিরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। ট্রেণের সকল আরোহীই ঐ ভাবে এই বিস্ময়কর দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিল।

কিছু দূরে একটি উচ্চ পাহাড় ছিল। এরোপ্লেনখানি সেই পাহাড়ে বাধা পাইবার আশঙ্কায় অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইল; তাহা অদৃশ্য হইলে মামী গর্ডনের বাহ্যজ্ঞান যেন ফিরিয়া আসিল। সে জানালা হইতে মাথা টানিয়া লইয়া জানালার শার্শি তুলিয়া দিল, এবং পত্রখানি শেষ করিবার জন্য যথাস্থানে আসিয়া বসিল। তাহার মনে হইল মনিবের সম্মুখে এইভাবে বেয়াদবি প্রকাশ করিয়া সে অন্যায় করিয়াছে; এইজন্য সে নতমস্তকে কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "অসঙ্গত কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছি, এজন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার আমি জীবনে কখন দেখি নাই! এই জন্যই আমি—"

হঠাৎ সে মাথা তুলিয়া থামিয়া গেল, এবং সম্মুখে চাহিতেই ভয়ে বিস্ময়ে তাহার দুই চক্ষু যেন কপালে ঠেলিয়া উঠিল! মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল—এ কি ভীষণ ব্যাপার!

মিঃ সিন্‌ক্লেয়ার লোরিং তখন গদীতে পিঠের ঠেস্ দিয়া অবসন্নভাবে বসিয়া-

ছিলেন। তাঁহার মুখবিবর ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত; কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। তাঁহার নির্নিমেষ চক্ষুতে দৃষ্টি ছিল না, যেন ভাবস্পর্শরহিত কাচের চোখ। চক্ষুর উপর অত্যন্ত পাতলা সাদা ছানি পড়িয়াছিল। তাঁহার গণ্ডের স্বাভাবিক শুভ্রতা ম্লান—পাণ্ডুরাভ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ললাট-নিঃসৃত শোণিত-স্রোত গালের উপর দিয়া গলার কলার রঞ্জিত করিয়াছিল।

মিঃ সিনক্লেয়ারের দেহে প্রাণ ছিল না। মিস্ গর্ডন যখন জানালা দিয়া বাহিরে ঝুঁকিয়া স্তম্ভিতভাবে এরোপ্লেনের বিস্ময়াবহ দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিল, সেই সময় কাহারও বন্দুকের গুলী নিঃশব্দে মিঃ সিনক্লেয়ারের ললাট ভেদ করিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছিল! ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। অত্যন্ত রহস্যজনক মৃত্যু; কিন্তু সম্পূর্ণ অতর্কিত, এবং অতীব ভয়াবহ!

মিস্ গর্ডন এই শোচনীয়, হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইলেও সাধারণ নারীর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইল না; সে ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া, কামরা হইতে বাহিরে যাইবার দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিল; এখানে সে সাহায্য প্রার্থনায় দ্বিতীয়বার আর্ত্তনাদ করিয়া আর দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে টলিয়া পড়িল; কিন্তু তাহাকে বারান্দার কাঠের পাটাতনে পড়িতে হইল না। একজন দীর্ঘদেহ, বলবান, যোদ্ধাকৃতি যুবক দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। মিস্ গর্ডনের চীৎকার শুনিয়া তিনি পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে দ্রুতপদে সেই কক্ষের দিকে আসিতেছিলেন। পার্শ্বস্থ কক্ষ ধূমপানের কক্ষ। তিনি সেই কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে অন্য দুইজন আরোহীর সহিত গল্প করিতেছিলেন।

তিনি মিস্ গর্ডনকে সেই অবস্থায় ধরিয়া ধূমপানের কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং তাহাকে সেই কক্ষের গদীর উপর ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? তুমি কি কোন কারণে ভয় পাইয়াছ? কি হইয়াছে?"

মামী গর্ডন বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমাদের কামরায় মিঃ লোরিং খুন হইয়াছেন। আমি জানালা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলাম—সেই

সময় কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে ! হায়, হায়, আমি একাকিনী—এখন এই বিদেশ—" ক্ষোভে দুঃখে তাহার কণ্ঠরোধ হইল।

সৈনিকাকৃতি পুরুষটি সেই কামরার আরোহিদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই মেয়েটির উপর নজর রাখিও, আমি আসিতেছি।"

তিনি তৎক্ষণাৎ বারান্দা দিয়া মিঃ লোরিংএর কামরায় প্রবেশ করিলেন। বিভিন্ন কামরা হইতে আরও কয়েকজন নর নারী সেই কামরায় উপস্থিত হইল। মামী গর্ডনের আর্তনাদ তাহারাও শুনিতে পাইয়াছিল।

বীরপুরুষটি মিঃ লোরিংএর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেন, এবং অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সব শেষ !"

এই সৈনিকাকৃতি বীর পুরুষ আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত কাপ্তেন মিন্‌টো। তিনি ৪৯নং ভারতীয় গুর্খা সৈন্যদলের কাপ্তেন। তিনি দুই বৎসরের ছুটী লইয়া স্বদেশে আসিয়াছিলেন। আমরা 'বিচারক দস্যু' নামক পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৮০ নং উপন্যাসে ইঁহার পরিচয় পাইয়াছি।

কাপ্তেন মিন্‌টো সমাগত নরনারীদের বলিলেন, "হাঁ, ভদ্রলোকটির মৃত্যু হইয়াছে। আপনারা একটু তফাতে থাকুন। গার্ড কোথায় ?—এই যে গার্ড আসিয়াছে দেখিতেছি। এখানে আসিয়া ভালই করিয়াছ। দেখ গার্ড, আমার নাম কাপ্তেন মিন্‌টো; আমি ৪৯নং ভারতীয় গুর্খা রেজিমেণ্টের কাপ্তেন, ছুটী লইয়া দেশে আসিয়াছি। আমি পাশের কামরার আরোহী। এই কামরায় নিহত ভদ্রলোক ও তাঁহার একটি সঙ্গিনী ভিন্ন অন্য আরোহী ছিল না। সেই মহিলাটির আর্তনাদ শুনিয়া আমি তাহাকে পাশের কক্ষে রাখিয়া আসিয়াছি; এখানে আসিয়া যে শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা তুমিও দেখিতে পাইতেছ। স্ত্রীলোকটির মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল। তুমি এই লোকগুলিকে উহাদের কামরায় পাঠাইয়া দাও। এই কামরার কোনও দ্রব্য কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিও না।"

কাপ্তেন মিন্‌টোর কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্ব সুপরিস্ফুট হওয়ায় দর্শকেরা সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। অন্যান্য কামরার আরোহীরা নিঃশব্দে স্ব-স্ব কামরায়

প্রস্থান করিল। গার্ড মিঃ লোরিংএর মৃতদেহের দিকে চাহিয়া বলিল, "গুলীর আঘাতে মৃত্যু হইয়াছে! এ কি আত্মহত্যা মহাশয়?"

ক্যাপ্টেন মিন্‌টো সহানুভূতি ভরে বলিলেন, "ভদ্রলোক মরিয়া কাঠ হইয়া গিয়াছেন। অবস্থা দেখিয়া আত্মহত্যা বলিয়া ত মনে হয় না। না, না, আত্মহত্যা হইতেই পারে না। উঁহার দেহের অবস্থান দেখিয়া মনে হয়—কেহ এই দ্বারের ভিতর দিয়া উঁহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছে।"

কাপ্তেনের মনে হঠাৎ একটা নূতন সন্দেহের উদয় হইল; তিনি গার্ডকে বলিলেন, "কিছুকাল পূর্ব্বে একখানি এরোপ্লেন এই ট্রেণের উপর দিয়া উড়িয়া গিয়াছে, তাহার তলার দোলনা ধরিয়া একটা ওরাং ঝুল খাইতেছিল দেখিয়াছ কি?"

গার্ড বলিল, "কপালে দুটো চোখ থাকিতে আমি কি করিয়া বলি দেখি নাই? চক্ষু দুটি খোলা ছিল, কাযেই তাহা নজরে পড়িয়াছিল।" (Could not help seeing it)

কাপ্তেন বলিলেন,"আমার ধারণা, হত্যাকাণ্ডটা ঠিক সেই সময়েই ঘটিয়াছিল। যে মেয়েটি এই কামরায় ছিল, সে যদি কোন কথা বলিতে পারে, তাহা হইলে তাহার বক্তব্যটা শুনিতে হইবে। হত্যাকারী এই ট্রেণেই আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এখনই ত ট্রেণ ছাড়িবে? তুমি কর্ত্তৃপক্ষকে টেলিফোনে জানাইয়া রাখ—ট্রেণ ওয়াটার্ল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে যেন ট্রেণে কড়া-পাহারার ব্যবস্থা করা হয়; ট্রেণ থামিলে কোন আরোহী তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিয়া যাইতে না পারে। —আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ? কোন আরোহী পরিচয় না দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না। যাও, আমার উপদেশ অনুসারে কায কর। আমি এখন সেই মেয়েটিকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি।"

ট্রেণের গার্ড নিহত লোরিংএর কামরার দরজা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। কাপ্তেন মিন্‌টো সেই কামরার পার্শ্বস্থ ধূমপানের কামরায় প্রবেশ করিয়া মামী গর্ডনকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিলেন। সে তখন উঠিয়া বসিয়াছিল। তাহার চোখের জলে গাল ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহাকে বেঞ্চির উপর অবসন্ন ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, যে দুইজন ভদ্রলোক সেই কক্ষে বসিয়া ধূমপান

করিতেছিলেন, তাঁহাদের একজন তাঁহার ফ্লাস্ক হইতে হুইস্কি পান করাইয়া তাহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই ভদ্রলোকটিও আমেরিকান; বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে তিনিও লণ্ডনে যাইতেছিলেন।

কাপ্তেন মিন্টোর প্রশ্নের উত্তরে মামী গর্ডন বলিল, "আমি জানালার ভিতর দিয়া মাথা বাড়াইয়া এরোপ্লেনের সেই বানরটার লাফালাফি দেখিতেছিলাম; তাহার পর এরোপ্লেন অদৃশ্য হইলে আমি নিজের আসনে আসিয়া বসি। সেই সময় কর্ত্তার দিকে চাহিয়া—"অবশিষ্ট কথাগুলি তাহার গলায় বাধিয়া গেল; সে ফুঁপাইতে আরম্ভ করিল।

রেল-পথের কিয়দংশ একটি সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গের ভিতর প্রসারিত ছিল। ট্রেণ সেই সুড়ঙ্গের মুখে আসিয়া তীব্র হুইস্ল ধ্বনি করিল। পর মুহূর্ত্তেই ট্রেণ 'এমার্জ্জেন্সি ব্রেক' কষিয়া গতিবেগ হ্রাস করিল, এবং সেই ভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সুড়ঙ্গের মধ্যেই থামিয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তে কাপ্তেন মিন্টো এক লম্ফে তাঁহার কামরার বাহিরের বারান্দায় আসিয়া ট্রেণের গার্ডকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শোন গার্ড, হত্যাকারী এই ট্রেণেরই কোন কামরায় আছে; সে এই সুযোগে পলায়নের চেষ্টা করিবে।" (Will try to get off.)

কাপ্তেন এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলিবার জন্য তাহার হাতল ঘুরাইয়া টানাটানি করিলেন,কিন্তু দরজা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল; এজন্য তিনি দরজা খুলিতে পারিলেন না। তিনি জানালার খড়খড়ি নামাইয়া, তাহার ভিতর দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং প্রায় একশত গজ পশ্চাতে একটা 'ডে-লাইটের' আলো দেখিয়া সেই দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সুড়ঙ্গের মুখে আসিয়া পড়িলেন। তিনি সুড়ঙ্গের পার্শ্বস্থ উচ্চ পাড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলেন; সেই স্থানে ঘন-সন্নিবিষ্ট গুল্মরাশি দেখিতে পাইলেন! পাড় ধ্বসিয়া পড়িতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহা মাটীর 'চাবড়া' দিয়া বাঁধাইয়া, মাটী দৃঢ় করিবার জন্য ঐ সকল গুল্ম রোপিত হইয়াছিল। (Had been planted to bind the earth.)

কাপ্তেন মিন্টো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই সকল গুল্মের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হত্যাকারী কোন কৌশলে তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া পলাইয়া গুল্মান্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহার দেহের সংঘর্ষণে গুল্মগুলি আন্দোলিত হইবে; কিন্তু তিনি কোনও গুল্মের শাখা প্রশাখা বিন্দুমাত্র কম্পিত বা আন্দোলিত হইতে দেখিলেন না।

অল্পক্ষণ পরে ট্রেণের গার্ড দ্বিতীয় গার্ডের সহিত ট্রেণের মাথার দিক হইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল; তাহাদের সঙ্গে ট্রেণের ভোজন-কক্ষের একজন আরদালিও সেখানে আসিয়া জুটিল।

কাপ্তেন মিন্টো তাহাদিগকে বলিলেন, "হত্যাকারী যদি এই সুযোগে ট্রেণ হইতে নামিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে হয় পলায়ন করিয়া ঐ ঝোপগুলির ভিতর লুকাইয়াছে; না হয় ওধারে ইঞ্জিনের পাশ দিয়া দৌড়াইয়া সুড়ঙ্গের বাহিরে সরিয়া পড়িয়াছে। সে বোধ হয় শিকল টানিয়া ট্রেণ থামাইয়াছিল?"

দ্বিতীয় গার্ড বলিল, "যে কামরা হইতে শিকল আকর্ষণ করা হইয়াছিল, সেই কামরায় প্রবেশ করিয়া আমি কোন আরোহীকে দেখিতে পাই নাই!"—সে প্রথম গার্ডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এসকল কি ব্যাপার জ্যাক?"

প্রথম গার্ড কাপ্তেন মিন্টোর মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "ব্যাপার হত্যাকাণ্ড! একজন আরোহীকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। আমি খবরটা পাঠাইব বলিয়া দুর্ঘটনার কথা লিখিতেছিলাম, সেই সময় ট্রেণ থামাইতে হইল।"

তাহার পর সে মিন্টোকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এখন আমরা কি করি বলুন। আমরা এখন এই সুড়ঙ্গের সকল অংশ খুঁজিয়া দেখি কিরূপে? বিশেষতঃ, আপনি বলিলেন, সে হয়ত ট্রেণের ইঞ্জিনের পাশ দিয়া সুড়ঙ্গের বাহিরে পলায়ন করিয়াছে। আপনার একথাও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।—কম্পার্টমেণ্টের দরজা কি খোলা ছিল বিল?"

তাহার সহযোগী দ্বিতীয় গার্ড উইলিয়ম বলিল, "হাঁ, খোলা ছিল।"

প্রথম গার্ড বলিল, "সে ঐ পাশ দিয়া ট্রেণ ত্যাগ করিয়াছিল এ কথা

নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সম্ভবতঃ তাহার সঙ্গে গাড়ীর দরজার চাবি ছিল; সুতরাং সে পথের যে কোন স্থানে ইচ্ছা, দরজা খুলিতে পারিত। হয়ত সে ট্রেণ হইতে নামিয়া যায় নাই, গাড়ীর ভিতরেই আছে। সুড়ঙ্গের পাশে যে জঙ্গল আছে তাহার ভিতর হত্যাকারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিলে সেই জঙ্গল ভাঙ্গিতে একপাল কুলীর দরকার। সে ত সহজ কাজ নয়! বিশেষতঃ আমরা এখানে আসিবার পূর্ব্বেই সে যদি ঐ সকল ঝোপের ভিতর দিয়া দূরে পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই নিবিড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়াই বা কি ফল হইবে? সুতরাং আমাদের অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। সম্মুখের ষ্টেশনে ট্রেণ থামাইয়া একটা 'রিপোর্ট' পাঠাইয়া দিই। ইতিমধ্যে কেহ ট্রেণ হইতে নামিয়া যাইতে না পারে সে দিকে আমরা লক্ষ্য রাখিব।"

অতঃপর ট্রেণ ধীরে ধীরে চলিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। ট্রেণের গার্ড ও চাপরাশীরা পথের দুই ধারে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল; কিন্তু কাহাকেও তাহারা দেখিতে পায় নাই।

দ্বিতীয় কাণ্ড

পুনর্ব্বার বান্দুরে কাণ্ড

মিঃ রবার্ট ব্লেক তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে একাকী বসিয়া ভোজন শেষ করিয়াছিলেন। তিনি কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভাবিলেন, সেই অপরাহ্নটা কি ভাবে কাটাইবেন? সে সময় তাঁহার হাতে তেমন কোন জরুরি কায ছিল না। তিনি তাঁহার সহকারী স্মিথকে একটা চুরির তদন্তে ওয়েল্‌সে পাঠাইয়াছিলেন; তাহাতে তেমন জটিলতা না থাকায় তাঁহার চিন্তার কোন কারণ ছিল না। তাহার কোন আকর্ষণও ছিল না। সে কতকগুলি দলিল পরীক্ষার ব্যাপার, এবং অত্যন্ত বিরক্তিকর ও সময়-সাপেক্ষ কায বলিয়া মিঃ ব্লেক সেই ভার স্মিথের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এ অবস্থায় সেই কর্ম্মহীন অপরাহ্নে—

সহসা টেলিফোন ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠায় মিঃ ব্লেকের চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। তিনি উঠিয়া টেলিফোনে সাড়া লইবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন মিণ্টো সশব্দে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া উৎসাহভরে বলিলেন, "একাই ডিস্‌গুলা বেবাক্ খালি করিয়াছেন দেখিতেছি; এদিকে আমি যে ক্ষুধায় মারা যাই! কয়েক টুক্‌রা রুটী, খানিক পনীর, আর সেই সঙ্গে যা হয় কিছু দিতে বলুন; উদর-দেবতাটিকে আগে ঠাণ্ডা করি। হাতে কোন কায নাই বুঝি? কিন্তু একটা প্রকাণ্ড কাযের জোগাড় করিয়া আসিয়াছি যে! জাহাজের আরোহী লইয়া সাউদাম্‌টন হইতে যে ট্রেণ লণ্ডনে আসে, আমি সেই ট্রেণে লণ্ডনে আসিয়াছি; হাঁ, কাল আমাকে সাউদাম্‌টনে যাইতে হইয়াছিল। একটি বন্ধু সাগর-পারে চলিলেন, তাঁহাকে বিদায় দিতে গিয়া [illegible] যে ট্রেণে ফিরিতেছিলাম, সেই ট্রেণে আমার পাশের কামরায় একটা প্রকাণ্ড হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে!—আমার চোখের উপর বলিলেই চলে; কিন্তু তাহা যেমন রহস্যপূর্ণ, সেইরূপ দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার! সব কথা বলিতেছি শুনুন।"

পূর্ব্বদিন ট্রেণের ভিতর মিঃ লোরিং যে ভাবে নিহত হইয়াছিলেন, এবং সেই হত্যাকাণ্ডের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, কাপ্তেন মিন্‌টো সেই সকল বিবরণ মিঃ ব্লেকের নিকট বিবৃত করিলেন। পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম না। কাপ্তেন মিন্‌টো মিঃ ব্লেককে সেই সকল বিবরণ বলিয়া অবশেষে বলিলেন "যথাসময়ে ট্রেণ ওয়াটার্লু ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে আপনার পরম বন্ধু ইন্‌স্পেক্টর হার্কার একদল কনেষ্টেবল লইয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, যেন আমিই সেই হত্যাকাণ্ডের আসামী! হার্কার সেইস্থানেই আমার জবানবন্দী লিখিয়া লইল; মিঃ লোরিংএর সঙ্গিনী সেই যুবতীরও যাহা বলিবার ছিল—সব লিখিয়া লইবার পর হার্কার একটি সন্না হাতে লইয়া ট্রেণের আরোহীদের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! উঃ, কি তাহার উৎসাহ!"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "সন্না?"

কাপ্তেন মিন্‌টো হাসিয়া বলিলেন, "অপরাধীকে ধরিতে পারিলে তাহার লোমগুলি উৎপাটন করিতে হইবে ত? সন্না তাহার হাতে না থাকিলে এই দুষ্কর কার্য্যটি কিরূপে সংসাধিত হইত?"

মিঃ ব্লেক হো-হো শব্দে হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি; হার্কারের বোধ হয় সন্না ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নাই?"

মিন্‌টো বলিলেন, "না; চোর এমন বেকুব নয় যে, ইন্‌স্পেক্টরের হাতে সন্না দেখিয়া সে তাহার দিকে মুখ বাড়াইয়া দিবে, আর হার্কার মহানন্দে তাহার দাড়ি গোঁফ এক এক-গাছা করিয়া উৎপাটন করিয়া কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা কি আর বুঝিতে পারি নাই? দেখ মিন্‌টো, যাহারা এইভাবে নরহত্যা করে, তাহারা পূর্ব্বেই ষড়যন্ত্র করিয়া এরূপ কৌশলে তাহাদের পলায়নের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখে যে, হত্যাকাণ্ডের পর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা দূরের কথা, পুলিশ হত্যাকাণ্ডের সূক্ষ্ম সূত্র পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারে না! দেশের যেখানে যত এরোড্রোম (এরোপ্লেনের আড্ডা) আছে, তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য বে-তারে সংবাদ দেওয়া, এবং ঐ

ধরণের যে সকল মামুলি কায আছে—হার্কার বোধ হয় সেই সকল কর্ম্ম পূর্ব্বেই শেষ করিয়া ট্রেণের প্রতীক্ষায় সদলে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ছিল ? সেই বামুরে এরোপ্লেনের কোন সন্ধান হয় নাই ?"

মিন্‌টো বলিলেন, "আপনার সন্দেহ অমূলক মিঃ ব্লেক ! উইন্‌চেষ্টারের পশ্চাদ্ভাগে যে ময়দান আছে, সেই ময়দান হইতে একখানি এরোপ্লেন আকাশে উঠিতেছিল দেখা গিয়াছে ; সেই এরোপ্লেন উড়িতে উড়িতে সমুদ্রের উপর যায়, এবং সোলেন্টে সমুদ্রের ভিতর নামিয়া পড়ে, সুতরাং—"

মিঃ ব্লেক কাপ্তেনের কথায় বাধা দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সুতরাং যেটুকু প্রমাণ সংগ্রহের আশা ছিল তাহাও ধুইয়া মুছিয়া গেল ! তুমি বলিলে না সেই এরোপ্লেনখানা সাবেক ধরণের ব্রেন্‌টানোপ্লেন ? এই জাতীয় এরোপ্লেনগুলির বিশেষত্ব এই যে, চালকহীন অবস্থায় সেগুলি বহুদূর পর্য্যন্ত অবাধে উড়িয়া যাইতে পারে। আমি বাজি রাখিয়া এ কথা বলিতে পারি যে, যখন তাহা সমুদ্রে পড়িয়াছিল, সে সময় তাহাতে জনপ্রাণীও ছিল না। সেই এরোপ্লেনের চালক তাহার সেই জানোয়ারটি লইয়া কোনও নিরাপদ স্থানে নামিয়া পড়িয়াছিল ; তাহার পর চালকহীন পাখীটিকে ঐ ভাবে উড়াইয়া দিয়াছিল। সুতরাং সেই এরোপ্লেনের সাহায্যে রহস্যভেদের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম ; এখন তোমার আর কিছু বলিবার আছে ?"

কাপ্তেন মিন্‌টো নিরুৎসাহ হইয়া বলিলেন, "আমাকে আপনার কাছে আসিতে দেখিয়াও তাহা কি অনুমান করিতে পারেন নাই ? হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের ভার লইবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। এই রহস্যভেদ আপনাকে করিতেই হইবে। আমি জানি এই প্রকার দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ অপরাধের তদন্ত ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে কখন আপনার আপত্তি হয় না ; কারণ ইহা অন্যের অসাধ্য। একজন প্রকাণ্ড মার্কিণ ধনকুবের, তাঁহার বৈষয়িক কর্ম্মের ব্যবস্থা করিবার জন্য আমেরিকা হইতে এদেশে আসিলেন ; কে তাঁহার শত্রু ছিল, তাঁহার লণ্ডনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কে তাঁহাকে চলন্ত ট্রেণের ভিতর কি কৌশলে চক্ষুর নিমেষে গুলী করিয়া মারিল, কি উদ্দেশ্যেই বা এ কায করিল, সেই বামুরে

এরোপ্লেনের সঙ্গেই বা তাহার সম্বন্ধ কি—এই সকল গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা এদেশে কেবল আপনারই আছে. এবং আপনি এইরূপ অপরাধের তদন্ত-ভার গ্রহণটিকে কাযের মত কায বলিয়া মনে করেন ; এ অবস্থায় আমার অনুরোধ অসঙ্গত, এ কথা আপনি বলিতে পারিবেন না। - ইহা আপনারই যোগ্য কায।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উহা আমার তদন্তের যোগ্য কি অযোগ্য, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে তোমার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল—উহার তদন্তের ভার লইয়াছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ; বিশেষতঃ, আমার পরম বন্ধু হার্কার—যিনি আমাকে পূর্ব্বমুখে যাইতে দেখিলে পশ্চিমমুখে ছুটিবার জন্য ছট্-ফট্ করেন,—তিনি ইতিমধ্যেই তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। এ অবস্থায় আমি নিজে গরজ দেখাইয়া মোড়লী করিতে যাইব, আমার কি এতটুকুও আত্মসম্মান নাই ? এতদ্ভিন্ন, আমাদের এই গোয়েন্দাগিরিতেও পেশাগত শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় ; কারণ যদি—”

মিঃ ব্লেকের মন্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিসেস্ বার্ডেলের বিপুল বপু সেই কক্ষের দ্বারদেশে আবির্ভূত হইল। সে একবার বক্রদৃষ্টিতে কাপ্তেন মিন্টোর মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, “কর্ত্তা, সেই যে এক ছোক্‌রা চীনাম্যান মধ্যে মধ্যে আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে আসে—সেই ছোঁড়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে , আমি তাহাকে সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা—”

মিসেস্ বার্ডেলের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আ-উও তাহার পশ্চাতে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “অপেক্ষা না করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। মিঃ ব্লেক, আপনি আমাকে কিরূপ বিশ্বাস করেন ও ভালবাসেন—তাহা এই স্থূলোদরী সুগুরু-নিতম্বিনীর অজ্ঞাত।”

‘রহস্য-লহরী’র পাঠকগণের অনেকেরই সহিত আ উও পরিচয় আছে। সে ইয়ুরোপীয় ব্যাঙ্কের কায কর্ম্ম শিখিতে ইংলণ্ডে আসিয়া, গোয়েন্দাগিরিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়া মিঃ ব্লেকের প্রীতিভাজন হইয়াছিল ; কয়েকটি তদন্ত-উপলক্ষে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিল। এ জন্য মিঃ ব্লেক প্রয়োজন হইলে তাহাকে কোন কোন কার্য্যের ভার দিতেন। কাপ্তেন মিন্টোর সহিতও তাহার পরিচয়

হইয়াছিল। সে মিন্‌টোকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া আকর্ণবিস্তৃত দশনচ্ছটা বিকাশ করিয়া হাসিল, এবং ব্লেকের ও মিন্‌টোর করমর্দ্দন করিয়া মিন্‌টোর পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

মিন্‌টো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বলিলেন, "খবর কি হে নব-কন্দর্প! তোমার চেহারা দেখিয়া মনে হইতেছে, হুলো বিড়াল এক ভাঁড় দুধ সাবাড় করিয়া ঠোঁঠ চাটিতে চাটিতে গয়লার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে! মতলবটা কি প্রকাশ করিয়া বল; আমাকে দেখিয়া সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই।"—ও-পারের মুরুব্বিরা এ-পারের লোকগুলিকে নাবালক ও তাঁহাদের কৃপার পাত্র মনে করিয়া প্রচুর আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন!

আ-উও চীনে-বাজারের ভাষায় বলিল, "যেমন যে খুব জরুরি কাযের তাড়ায় কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি—তা বলিতে পারি না। একটা বিষয়ে আমার মন চঞ্চল হওয়ায় কিঞ্চিৎ উপদেশের আশায় আসিয়াছি। মনে করুন ভূতত্ত্বের বা খনিজ-বিদ্যার কোন সম্মানিত অধ্যাপক তাঁহার বাসগৃহ হইতে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন; এ অবস্থায় অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কি অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন?—আমার ত মনে হয়, এই ব্যাপারে বিপদের আশঙ্কা করিয়া ছুটাছুটি করিবার প্রয়োজন নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রয়োজন আছে কি নাই—তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করে আ-উও! তবে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়—অধ্যাপকের দল এতই আত্মসমাহিত ও সংযতচেতা যে, কোন বাহ্যিক আকর্ষণে তাহাদের পথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। যাহারা পথ হারায় না, তাহাদের দুই চারি দিন সন্ধান না হইলে ক্ষতি কি? কিন্তু ব্যাপার কি?—কি হইয়াছে খুলিয়া বল।"

আ-উও গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল, "আমার এক পূজনীয় পিতৃব্য সাংহাইয়ে থাকেন, তাঁহার নাম ওয়াং-ফু। তিনি আমার নিকট কয়েকখণ্ড খনিজ প্রস্তর পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, কোনও অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিৎ দ্বারা সেই পাথরগুলির স্বরূপ ও উপাদান পরীক্ষা করাইতে হইবে। আমি কোন ভূতত্ত্ববিৎ অধ্যাপককে চিনিতাম না; কিন্তু সন্ধান লইয়া জানিতে

পারিলাম—অধ্যাপক বিম্যান ভূতত্ত্ববিদ্যার সুপণ্ডিত। আমি অধ্যাপক বিম্যানকে আমার মনের কথা লিখিয়া জানাইলে তিনি আমাকে লিখিলেন, তিনি বিশ্রামের জন্য শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিবেন; তবে যদি আমি তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি—তাহা হইলে তিনি পাথরগুলি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার অভিমত আমাকে জানাইতে পারেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য পূর্ব্বে দিন স্থির করিয়া আজ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে একটি প্রকাণ্ড জোয়ান স্ত্রীলোক—তাহার গৃহকর্ত্রী কি না বলিতে পারি না—আমাকে জানাইল অধ্যাপক গৃহে অনুপস্থিত। তিনি গত রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া একখানি জরুরি চিঠি ডাকে পাঠাইতে বাহিরে গিয়াছিলেন, আর বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন নাই! স্ত্রীলোকটিকে এ জন্য অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত দেখিলাম; কারণ অধ্যাপক মুখের খাবার ফেলিয়া চটি পায়ে দিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন। যিনি চটি পরিয়া বাহিরে যান, তাঁহার শীঘ্রই ফিরিবার কথা; কিন্তু অধ্যাপকের আর দেখা নাই!"

মিঃ ব্লেক মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ একটু সন্দেহেরই কথা বটে; তুমি সেই স্ত্রীলোকটিকে অধ্যাপকের সন্ধান লইবার কথা জিজ্ঞাসা কর নাই?"

আ-উও বলিল, "হাঁ, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তাহার উত্তরে সে বলিল, তাহাদের বাড়ীর টেলিফোন বিকল হওয়ায় সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। টেলিফোন বিকল হওয়াতেই অধ্যাপককে ডাকে চিঠি পাঠাইতে হইয়াছিল। আমি স্ত্রীলোকটিকে তাহাদের টেলিফোন বিকল হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে টেলিফোনের কামরার খোলা জানালার ধারীর উপর একটা গোদা বানরকে বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল; সেই বানরটাই সম্ভবতঃ অন্যের অলক্ষ্যে ঘরে প্রবেশ করিয়া কলটি নষ্ট করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি বলিলে? বানর অধ্যাপকের ঘরের জানালার ধারীর উপর বসিয়া ছিল?"

আ-উও বলিল, "আজ্ঞে, সে কি সাধারণ বানর? এদেশের একজন পণ্ডিত

হিন্দুদের 'রামায়ণ' নামক একখানি আরব্যোপন্যাস-জাতীয় আস্‌মানী গল্প-পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন,—সেই রামায়ণে একটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের বানরের বর্ণনা আছে। রাবণ নামক একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট সীত নামক একটি বুদ্ধিহীনা বালিকাকে অরণ্য হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহার এরোপ্লেনে তুলিয়া লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া, তাঁহার উদ্যান-ভবনে রাখিয়াছিলেন। সম্রাট রাবণের ইচ্ছা ছিল সেই অশিক্ষিতা বনবাসিনী নারীকে সুশিক্ষা-দানে বিদূষী করিবেন; কিন্তু হনুমান নামক একটা বানর সেই তরুণীর অসভ্য নির্ব্বোধ স্বামীর অনুরোধে এক লম্ফে সমুদ্র পার হইয়াছিল! অধ্যাপকের জানালায় যে বানরটি দেখা গিয়াছিল—সে সেই বিরাটকায় বানরের বংশধর হইতে পারে। উহার আকার অতি বৃহৎ; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ লাল লোমে আচ্ছাদিত। তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলে সে ছাদের নালি বহিয়া নামিয়া লাফাইতে লাফাইতে পলায়ন করে।"

মিঃ ব্লেক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কাপ্তেন মিন্‌টোর মুখের দিকে চাহিলেন। মিন্‌টো চক্ষু টিপিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন; তাহার পর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "যোগাযোগটা অদ্ভুত নহে কি? আমি সেই এরোপ্লেনের নিম্নহিত দোলায় যে বানরটাকে নানা ভঙ্গিতে খেলা করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহার আকার অত্যন্ত বৃহৎ, এবং তাহার দেহ লালবর্ণ লোমে আবৃত ছিল। এই প্রকার বানর এদেশে আর কখন দেখা গিয়াছে কি না জানি না; পশুশালায় দুই একটি থাকিতে পারে, কিন্তু অধিক নাই।—আপনার অনুমান কি?"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "আমার অনুমান?—এই ব্যাপারের সন্ধান লইতে হইবে, এবং অতি শীঘ্র। হাঁ, উভয় ব্যাপারের মধ্যে একটা যোগ-সূত্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট; তাহা উপেক্ষা করা যায় না। আ-উও! তোমার সেই অধ্যাপক কোথায় বাস করেন?"—মিঃ ব্লেক উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আ-উও বলিল, "ইলিং প্রান্তরের অদূরে মর্ডণ্ট রোড নামক একটা রাস্তা আছে—সেই রাস্তার ধারে একখান পুরাতন অট্টালিকায় তাঁহার বাস। আমি আপনাদিগকে সেই বাড়ীতে লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কাপ্তেন যে

জানোয়ারটার কথা বলিলেন, তাহার ঐ রকম কোন কীর্ত্তির কথা জানিতে পারা গিয়াছে কি ?”

মিঃ ব্লেক আর বিলম্ব না করিয়া কাপ্তেন মিণ্টো ও আ-উওকে সঙ্গে লইয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিলেন। ট্যাক্সি ইলিং অভিমুখে ধাবিত হইলে মিন্‌টো আ-উওকে তাঁহার অভিজ্ঞতা-সংক্রান্ত সকল কথাই বলিলেন ; তাহা শুনিয়া আ উওর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল।

আ-উও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, “আমি শুনিয়াছি দুষ্ট লোকেরা এই জাতীয় বানরগুলিকে নরহত্যার কৌশল শিখাইয়া ছাড়িয়া দেয়। বানরগুলা তাহাদের ইঙ্গিতে নির্দ্দিষ্ট লোককে আক্রমণ করিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরে, এবং শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে। আমার ধারণা, সেই বানরটা কোন সুযোগে অধ্যাপককে আক্রমণ করিয়া ঐ ভাবে হত্যা করিয়াছে। বানরটা অধ্যাপকের বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে চিনিয়া গিয়াছিল, এবং কোন দুষ্ট লোক তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিল ; কিন্তু সে কে ?—তাহার উদ্দেশ্য কি ?”

ট্যাক্সি একখানি অট্টালিকার অদূরে থাকিতেই আ-উও ট্যাক্সি থামাইয়া বলিল, “আমরা এখানেই নামিব। ঐ যে অধ্যাপকের বাড়ী দেখা যাইতেছে।”

অট্টালিকাটি পুরাতন, জীর্ণ, তাহা একটি বাগানের ভিতর অবস্থিত ; বাগানটি যত্নের অভাবে পারিপাট্যরহিত। নিকটে আর কোন বাড়ী ছিল না। অট্টালিকার সম্মুখের দেওয়াল আইভি ও অন্যান্য লতায় আচ্ছাদিত। মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকা অভিমুখে কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া টেলিফোনের তার দেখিতে পাইলেন। তারটি সেই শাখার উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। মিঃ ব্লেক তৎপ্রতি সঙ্গীদ্বয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিলেন, “উহা না ছিঁড়িলে ঐ ভাবে ঝুলিয়া পড়িত না। সেই বানরটাই উহা ছিঁড়িয়া রাখিয়াছিল।—দেখ দেখ, একটা লোক ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; উহার ভাবভঙ্গি সন্দেহজনক !”

তাঁহারা একটি ক্ষীণকায় মলিন পরিচ্ছদধারী লোককে সেই বাড়ীর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া লোকটা ত্রস্তভাবে দ্বারের দিকে সরিয়া গেল। তাঁহারা তাহাকে না ডাকিয়া অট্টালিকার সম্মুখের দরজায় ধাক্কা

দিলেন ; মুহূর্ত্তপরে একটি স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া দিল। স্ত্রীলোকটি দীর্ঘাঙ্গী, দেহের অস্থি স্থূল ; গঠন পালোয়ানের মত। তাহার দেহে যথেষ্ট বল ছিল, তাহা তাহার চেহারা দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। সেই সময় পূর্ব্বোক্ত লোকটি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলে, সেই আগন্তুকই তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি অধ্যাপক বিম্যানের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি ; আমি পূর্ব্বেও এখানে আসিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে মিসেস্ প্ল্যাসেট !"

তাহার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল না দেখিয়া আগন্তুক তাহাকে বলিল, "আমার নাম কারুথার্স, অধ্যাপক বিম্যান আমার বহুকালের বন্ধু ; আজ সকালে আমি তাঁহার একখানি পত্র পাইয়াছিলাম ; সেই পত্রে তিনি আমাকে এখানে আসিতে লিখিয়াছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।—তিনি কি এখন বাড়ীতে নাই ?"

মিসেস্ প্ল্যাসেট গম্ভীর স্বরে বলিল, "না। কাল রাত্রে তিনি বাহিরে গিয়াছেন, তাহার পর আর ফিরিয়া আসেন নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তিনি কি অবস্থায় অদৃশ্য হইয়াছেন, তাহা তদন্ত করিবার জন্যই আমাদিগকে এখানে আসিতে হইয়াছে। এই দেখ আমার নাম ও পরিচয়ের কার্ড। শুনিয়াছি অধ্যাপক চিঠি ডাকে দিতে গিয়াছিলেন ; টেলিফোনের কল বিকল হওয়াতেই না কি তাঁহার সেই চিঠি ডাকে পাঠাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল ?"—তাহার পর তিনি কারুথার্সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি তাঁহার যে পত্রের কথা বলিলেন, বোধ হয় সেই পত্রই তিনি ডাকে দিতে গিয়াছিলেন ?"

আগন্তুক বলিল, "আপনার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে ; কারণ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন তাঁহার টেলিফোনের কল অচল হইয়াছে ; অথচ কোন জরুরি বিষয়ের পরামর্শের জন্য আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা না করিলেই নয় ! আশা করি তাঁহার বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।"

মিঃ ব্লেক তাহাকে কোন কথা না বলিয়া মিসেস্ প্ল্যাসেটকে বলিলেন, "আমার আশঙ্কা, তাঁহার ভয়ঙ্কর অনিষ্ট ঘটিয়াছে। শুনিলাম কাল সন্ধ্যাকালে একটা প্রকাণ্ড বানরকে তোমাদের জানালার ধারীর উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলে ?"

মিসেস্ প্ল্যাসেট ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল; "হাঁ, মহাশয়! আপনি সত্য কথাই শুনিয়াছেন। সেই জানোয়ারটার চেহারা দেখিয়া আমি আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছিলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল; আমি কর্ত্তার পাঠ-কক্ষের জানালা বন্ধ করিতে দোতালায় গিয়াছিলাম। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র ঝণ্-ঝণ্ শব্দ শুনিতে পাইলাম; মনে হইল জানালার শার্শি ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িল! ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি সেই জানালার নিকটে যাইতেই সেই আলো-অন্ধকারে জানালার ধারীর উপর দেখিলাম—ওরে বাবা! সে কি বিকট মূর্ত্তি! তেমন ভয়ঙ্কর চেহারা জীবনে কখন দেখি নাই। আমি সেই বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া সরিয়া যাইতেই জানোয়ারটা আমার দিকে চাহিয়া 'হ্যাক্-হ্যাক্' শব্দে মুখভঙ্গি করিল, এবং পর-মুহূর্ত্তেই ধারী হইতে লাফাইয়া দেওয়ালের গা-নালি ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার পর আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই। জানোয়ারটা চলিয়া গিয়াছে বুঝিয়া আমি জানালা বন্ধ করিলাম; দেখিলাম শার্শির একখানি কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমি রাত্রে সেই কক্ষে শয়ন করি; কিন্তু কাল রাত্রে সেই কক্ষে একাকী থাকিতে সাহস হইল না। এইজন্য জেনকে আমার কাছে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। রাত্রে আমরা উভয়েই সেই কক্ষে শয়ন করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জানোয়ারটাকে জানালার ধারীর উপর বসিয়া-থাকিতে দেখিয়াছিলে; সে কি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল? ঘরের কোন জিনিস-পত্র ওলট্-পালট্ করিয়াছিল কি ?"

পরিচারিকা বলিল, "আমি তাহা লক্ষ্য করি নাই; সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার মনিব বাড়ী ফিরিয়া আসিলে ঐ সকল কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলে কি ?"

পরিচারিকা বলিল, "সে কথা বলিবার সুযোগ পাইলাম কৈ ? তিনি বাড়ী ফিরিয়াই তাঁহার মোটর-বাইক এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া দোতালায় উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার খানা দেওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। তিনি যখন বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। তাঁহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল কোন কারণে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন ; দোতালায় উঠিবার সময় তিনি ফুর্ত্তির সঙ্গে শিষ দিতেছিলেন। তাহার পর আমি তাঁহার খানা-প্রস্তুতের জন্য ব্যস্ত থাকায় আর দোতালায় যাইতে পারি নাই। তিনি আহারের পূর্ব্বে হঠাৎ দোতালা হইতে নামিয়া আসিলেন। সেই সময় তাঁহার গায়ে একটা পুরাতন কোট, পায়ে চটিজুতা, এবং হাতে একখান চিঠি দেখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'টেলিফোনটা বিকল হইয়া গিয়াছে ; একখান জরুরি চিঠি আছে, তাহা ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসি। তুমি তাড়াতাড়ি আমার খানা লইয়া যাও। আমার ফিরিতে পাঁচ মিনিটের বেশী বিলম্ব হইবে না। এক বোতল পুরানো ক্ল্যারেট বাহির করিয়া খানার টেবিলে রাখিয়া দিও।'— তিনি আর না দাঁড়াইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না!"—পরিচারিকা চক্ষু মুছিল।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি অধ্যাপকের পাঠ-কক্ষটি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। যদি রহস্য-ভেদের কোন ব্যবস্থা করিতে পারি—এই উদ্দেশ্যেই এ কথা বলিতেছি ; সুতরাং তোমার আপত্তি না হওয়াই উচিত।"—তাহার পর তিনি অন্য আগন্তুকটিকে বলিলেন, "মিঃ কারুথার্স, আপনি অধ্যাপকের যে পত্র পাইয়াছিলেন বলিলেন, সেই পত্রে তিনি কি লিখিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলিবেন কি ?"

পত্রখানি কারুথার্সের সঙ্গেই ছিল ; সে তাহা পকেট হইতে বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিলে ব্লেক তাহা নিঃশব্দে পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল,—

"শোন প্রিয় বন্ধু, এবার আমার জয় সুনিশ্চিত! বিপুল ধন সম্পদ, সঙ্গে সঙ্গে

অসাম গবেষণার অপূর্ব্ব সুযোগ এত দিনে সত্যই আমার আয়ত্তাধীন। তুমি আগামী কল্য অপরাহ্ণে আসিতে ভুলিও না। এখানে আসিলে সকল কথাই শুনিতে পাইবে। আমি তোমাকে যাহা দেওয়ার প্রস্তাব করিব, আশা করি, তাহা তোমার শ্রমের অযোগ্য হইবে না।—ভবদীয় হর্ষ-পুলকিত এডোয়ার্ড বিম্যান।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি মনে মনে দুইবার পাঠ করিয়া কারুথার্সকে বলিলেন, "অধ্যাপক কোন্ বিষয়ের প্রসঙ্গে এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই? তাহা ধারণা করা কি আপনার অসাধ্য?"

কারুথার্স বলিল, "তাঁহার মনের কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। পত্রে তিনি মানসিক উল্লাস গোপন করেন নাই; কিন্তু তিনি কোন্ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়া এইরূপ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাহা আমি আদৌ ধারণা করিতে পারি নাই। তিনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী লোক, মনের কথা গোপন রাখেন; তবে আমার মনে হয় খনিজতত্ত্ব-সংক্রান্ত কোন নূতন তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হওয়াতেই তাঁহার এই আনন্দ। সম্ভবতঃ সহজে ও অল্পব্যয়ে খনির অভ্যন্তরস্থ ভূ-স্তর হইতে স্বর্ণাদি মূল্যবান ধাতু নিষ্কাষণের কোন উপায় আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া তিনি এতদূর উৎফুল্ল হইয়াছেন যে, অত্যন্ত চাপা লোক হইলেও সেই আনন্দ আমার নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আমি জানি গত দুই বৎসর হইতে তিনি ভূ-গর্ভস্থ বিভিন্ন খনির মৃত্তিকাস্তর লইয়া গবেষণায় রত ছিলেন। তিনি তাঁহার গবেষণায় সাফল্য লাভ করায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারা বিপন্ন হইয়াছেন কি না বুঝিতে পারিতেছি না; এই ব্যাপারের সহিত তাঁহার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সম্বন্ধ থাকিতেও পারে। তাহা যে অসম্ভব, এরূপ আমার মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার এই পত্র হইতে তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার উপায় না থাকিলেও পত্রখানি যে যথেষ্ট মূল্যবান, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে; তবে তাঁহার পাঠ-কক্ষ পরীক্ষা করিয়া হয়ত নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র আবিষ্কার করা অসাধ্য হইবে না। মিসেস্ প্ল্যাসেট, অবিলম্বে আমাদিগকে তাঁহার পাঠ-কক্ষে লইয়া চল।"

পরিচারিকা বুঝিতে পারিল মিঃ ব্লেকের স্থায় প্রতিষ্ঠাপন্ন ও অভিজ্ঞ ডিটেক্‌টিভের সাহায্যে নির্ভর করিলে তাহার আশা পূর্ণ হইতেও পারে ; সুতরাং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়া সে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দোতালায় চলিল। মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা পরিচারিকার অনুসরণ করিলেন।

মিসেস্ প্ল্যাসেট সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "আপনারা কর্ত্তার পাঠ-কক্ষের জিনিস-পত্র পরীক্ষা করিবেন বটে, কিন্তু কর্ত্তা যে জিনিস যেখানে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ঠিক সেইস্থানেই থাকিবে ; আমি কোন জিনিস ওলট্-পালট্ করিতে দিব না। আমি আজ সারাদিনের মধ্যে একবারও সেই কক্ষে প্রবেশ করি নাই। আমি—"

এই কথা বলিতে বলিতে সে অধ্যাপকের পাঠ-কক্ষের দ্বার খুলিয়া দ্বারপ্রান্তে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার মুখের কথা শেষ করিতে পারিল না। সে আতঙ্ক বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই কক্ষের জিনিস-পত্র নিরীক্ষণ করিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ কি হইযাছে ? এমন কাণ্ড কে করিল ?"—তাহার দীর্ঘ দেহ ভয়ে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন—সেই কক্ষের সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড ভাবে চারি দিকে বিক্ষিপ্ত, যেন একদল ভূত সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সকল জিনিস লইয়া ফুটবল খেলিয়া গিয়াছে !

তৃতীয় কাণ্ড

মুণ্ডহীন শকটচালক

অধ্যাপকের পাঠ-কক্ষটি সুপ্রশস্ত। তাহাতে দুইটি বাতায়ন ছিল, একটি বাতায়নের সম্মুখে একখানি টেবিল ছিল; সেই টেবিলের উপর গ্লাস, চীনামাটীর ডিস, কাচের নল, নানাপ্রকার আরোকপূর্ণ বোতল, হামানদিস্তা এবং যন্ত্রাদি সন্নিবিষ্ট ছিল। সেগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত—অধ্যাপক খনিগর্ভস্থ ভূ-স্তর লইয়া সেখানে তাহার উপাদানের রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত থাকেন।

কিন্তু তাঁহারা সেই টেবিলের কোন দ্রব্য নষ্ট বা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অন্য স্থানে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন না; তবে অন্য বাতায়নের নিকট যে ডেস্ক ছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন কেহ কোন সামগ্রীর অনুসন্ধানে ডেস্কের সকল জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছে; একদিকের দেরাজগুলি খুলিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং দেরাজের কাগজপত্রগুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ছিল।

মিঃ ব্লেক তাহা লক্ষ্য করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হুম্! এ কি ব্যাপার, জানিবার জন্য কৌতূহল হয় বটে! আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক বিম্যান তাঁহার দেরাজের কাগজ-পত্র স্বয়ং এভাবে ছড়াইয়া যান নাই।"

পরিচারিকা বলিল, "না মহাশয়, এ কায তিনি কেন করিবেন? তাঁহার সকল কাযই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; তিনি কোথাও একটি কুটা পড়িয়া থাকা দেখিতে পারেন না। যদি তিনি এখন আসিয়া ঘরের এই অবস্থা দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার মূর্চ্ছা হইত। জিনিস-পত্রগুলি এখনই আমাকে গুছাইয়া রাখিতে হইবে।"

পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া কয়েকখানি বিক্ষিপ্ত কাগজ কুড়াইয়া লইতে উদ্যত হইলে মিঃ ব্লেক তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "থামো। কোন জিনিস স্পর্শ করিও না। আমার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া

এই সমস্ত জিনিস ওলট্-পালট্ করিয়াছিল, সে সম্ভবতঃ কোন জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু সে তাহা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। বোধ হয় সে তাহা সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই কোন রকমে বাধা পাইয়াছিল।"

মিন্‌টো মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনার এরূপ অনুমানের কারণ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ দেরাজগুলি খোলা পড়িয়া আছে দেখিতেছ, উহার জিনিসপত্র হাতড়াইয়া দেখা হইয়াছিল ; কিন্তু দেরাজ চাবি দিয়া বন্ধ করা ছিল না। সে যাহা খুঁজিতেছিল তাহা ঐ দেরাজগুলিতে না পাওয়ায় ওধারের দেরাজ খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু ঐ দেরাজ চাবি-বন্ধ থাকায় সে খুলিতে না পারায়, শেষে ছুরীর ডগার সাহায্যে খুলিতে গিয়াছিল—চাবির ঘরে ছুরীর দাগ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তাই ত, ছুরীর পাতলা ডগা যে চাবির ঘরের ভিতর ভাঙ্গিয়া আট্‌কাইয়া আছে দেখিতেছি !"

মিঃ ব্লেকের দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ; তিনি ডেস্কের দেরাজের সেই চাবির ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়াই ছুরীর ভাঙ্গা-ফলাটুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি সেখানে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া নিজের ছুরীর ডগা দিয়া ডেস্কের কলের চাবির ঘর হইতে ছুরীর ভাঙ্গা ডগাটুকু বাহির করিয়া লইলেন ; তিনি তাহা তাঁহার নোট-বহির ভাঁজের ভিতর রাখিয়া মিসেস্ প্ল্যাসেটকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই দিকের দেরাজ খুলিতে না পারায় সে আর অনুসন্ধানে অগ্রসর হয় নাই ; মিসেস্ প্ল্যাসেট, তুমি ইহার কারণ বলিতে পার কি ? তুমি কি হঠাৎ সে সময় দোতালায় উঠিয়া আসিয়াছিলে ? না, অধ্যাপক বিম্যান বাহিরে যাইবার পর অন্য কেহ এ বাড়ীতে আসিয়াছিল ?"

পরিচারিকা মিসেস্ প্ল্যাসেট বলিল, "হাঁ, একজন আসিয়াছিল, মহাশয় ! সে জেনের প্রণয়ী, পুলিশের লোক। অধ্যাপক তাহার সহিত জেনের ঘনিষ্ঠতার কথা জানিতেন ; কিন্তু উহাদের ঐরূপ ঘনিষ্ঠতায় তাঁহার আপত্তি ছিল না। সে আসিলে কর্ত্তা তাহাকে চুরুট পাঠাইতেন। সে এখানে আসিয়া বিয়ার পান করিত, তাহাও তিনি জানিতেন। এই সকল বিষয়ে কর্ত্তার উদারতা সত্যই প্রশংসনীয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা ত বটেই।—অধ্যাপক কাল সন্ধ্যার পর তাঁহার চিঠি ডাকে দেওয়ার জন্য বাহিরে যাইবার অল্প কাল পরে সেই পুলিশম্যান এই বাড়ীতে আসিয়াছিল কি?"

মিসেস্ প্ল্যাসেট বলিল, "হাঁ, কর্ত্তা বাহিরে যাইবার প্রায় পনের মিনিট পরে সে আসিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "হুম্! আগন্তুকই বল, আর চোরই বল—আমাদের সেই বন্ধুটি এই দেরাজ খুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইল পুলিশের টুপি-মাথায় একটা লোক এই বাড়ীতেই আসিতেছে! তখন সে বুঝিতে পারিল আর এখানে অপেক্ষা করিলে বিপদ ঘটিতে পারে; সুতরাং হাতের কায ফেলিয়া-রাখিয়া সে তৎক্ষণাৎ চম্পট দান করিয়াছিল। কিন্তু সে কোন্ পথে পলাইয়াছিল? এখানে সে আসিয়াছিলই বা কোন্ পথে?"

মিঃ ব্লেক জানালার অর্গল পরীক্ষা করিলেন। তাহা চাবি-বন্ধ ছিল; তিনি তাহা ভাঙ্গিবার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, "আমি ইহার পশ্চাতের কক্ষগুলি দেখিতে চাই।"

পাঠ-কক্ষের পশ্চাতে অধ্যাপকের শয়ন-কক্ষ। পরিচারিকা তাঁহাদিগকে সেই কক্ষে লইয়া গেল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে পরিচ্ছদের টেবিলের পাশে একজোড়া ভারী বুট জুতা দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই বুট-জোড়াটার উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইতেই তাহার অদূরে বড় একটি সুট-কেস দেখিলেন; তাহা জলপ্রবেশ-রোধক (water-proof) যে আবরণ-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাহার নানা স্থানে কাদার দাগ লাগিয়া ছিল।

মিঃ ব্লেক পরিচারিকাকে বলিলেন, "অধ্যাপক যখন বাড়ী আসিয়াছিলেন তখন কি ঐ বুট-জোড়াটা তাঁহার পায়ে ছিল? যখন তিনি তাঁহার কাযে বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন কি এই সুট-কেসটা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন?"

পরিচারিকা বলিল, "হাঁ মহাশয়, তিনি কায শেষ করিয়া বাড়ী আসিয়া বুট-

জোড়াটা ঐ স্থানে খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং হাতের সুট-কেসটাও ঐখানে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বুট ও সুট-কেস যেখানে রাখিয়াছিলেন, তাহা ঠিক সেই স্থানেই আছে।"

মিঃ ব্লেক অতঃপর গরাদেহীন খোলা জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই জানালার বাহিরে একটি ছোট বারান্দার ছাদ দেখিতে পাইলেন ; ইষ্টক-নির্ম্মিত স্তম্ভের উপর সেই ছাদ অবস্থিত। কতকগুলি লতা স্তম্ভগুলি বহিয়া সেই ছাদে উঠিয়া আলিসা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। নীচের তালার একটি ঘরের বারান্দার ছাদের সহিত সেই আলিসার যোগ ছিল। মিঃ ব্লেক জানালার ছিট্‌কিনি পরীক্ষা করিয়া আলিসার লতাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; লতা-গুলি পদদলিত হওয়ায় স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখানে চুরি করিতে আসা অত্যন্ত সহজ ; বালকেও ঐ দিক দিয়া এখানে আসিতে পারে। আমাদের তত্ত্বানুসন্ধী বন্ধুটি এই পথ দিয়াই এখানে প্রবেশ করিয়াছিল। মিঃ কারুথার্স, অধ্যাপক বিম্যান আপনার বন্ধুজন ; অধ্যাপক কোথায় গিয়াছিলেন তাহা আপনি জানেন কি ?"

কারুথার্স বলিল, "না, আমি তাহা জানি না। আমি এই মাত্র জানি তিনি কিছুকাল হইতে একটি তথ্যাবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। হাঁ, গত পাঁচ ছয় মাস হইতে তাঁহার এই চেষ্টা চলিতেছিল ; কিন্তু সেই তথ্যের প্রকৃতি আমার অজ্ঞাত। তিনি কোথায় তাঁহার অনুসন্ধান-কার্য্যে রত ছিলেন, তাহাও আমি জানি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—"তাঁহার এই বুট-জোড়াটার কাদা পরীক্ষা করিলে কিছু জানা যাইতেও পারে। আপনি সুট-কেসের আবরণটি পরীক্ষা করিলে উহাতে যে কাদার ছিটা দেখিতে পাইবেন, তাহা এক স্থানের বা এক রকমের কাদা নহে। ঐ আবরণটিতে পাঁচ ছয় রকমের কাদা লাগিয়া আছে।—কিন্তু আগে জুতা পরীক্ষা করিয়া দেখি।"

তিনি একপাটি বুট হাতে তুলিয়া লইয়া সেই জুতা-সংলগ্ন কাদা ছুরী দিয়া চাঁচিয়া অধ্যাপকের পরিচ্ছদের টেবিলের উপর সঞ্চিত করিতে লাগিলেন।

পালিশকরা সুপরিচ্ছন্ন টেবিলের উপর তাঁহাকে জুতার কাদা রাখিতে দেখিয়া মিসেস্ প্ল্যাসেটের যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইল!

মিঃ ব্লেক সেই কর্দ্দমের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "একালে মোটর-সাইক্ল আবিষ্কৃত হওয়ায় দেশ কালের দূরত্ব মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে; এই জন্যই এই বুটে কয়েকটি জেলার মাটীর চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। ঐ লাল্‌চে মাটী কোন্ জেলার নিজস্ব জিনিস—জান? উনি ডেভনের ধরাতল সুশোভিত করেন; আর ঐ শুভ্র কর্দ্দম কোথা হইতে আসিয়াছেন তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছেন মিঃ কারুথার্স! ইনি 'কাওলিন'—যাহা চীনামাটীর বাসন প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়, এবং কেবল কর্ণওয়াল জেলাতেই পাওয়া যায়। বুটের গোড়ালীর ফাঁকে যে কাদা লুকাইয়া আছে—তদ্দ্বারা অন্য কর্দ্দমের নমুনা ঢাকিয়া গিয়াছে; সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে অধ্যাপক সকলের শেষে কর্ণওয়ালে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখন আমি এই সুট-কেস খুলিয়া পরীক্ষা করিব; তাহার পর ডেস্কের ঐ রুদ্ধ দেরাজটি খুলিতে চাই। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে এরূপ কার্য্য শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হইলেও এ অবস্থায় অপরিহার্য্য বলিয়াই ইহা করিতে হইবে; তবে যদি তোমাদের মনে হয় পুলিশের সাক্ষাতে ইহা খুলিলেই ভাল হয়, তাহা হইলে এখনই পুলিশ ডাকিতেও আমার আপত্তি নাই।"

কারুথার্স বলিল, "মিঃ ব্লেক, গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্য কেহ ইহা খুলিতে চাহিলে হয় ত পুলিশের সাক্ষাতে ডেস্ক খোলাইবার জন্য আমাদের আগ্রহ হইত; কিন্তু আপনার ন্যায় দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি উহা খুলিতে চাহিলে পুলিশ ডাকিয়া তাহাদিগকে সাক্ষী রাখিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি অধ্যাপক বিগ্যানের বহুদিনের বন্ধু। আমার বিশ্বাস, আপনি তাঁহার অনুকূলে যে কায করিবেন, আমরা অনায়াসে তাহার সমর্থন করিতে পারি।—কি বল মিসেস্ প্ল্যাসেট?"

পরিচারিকা কারুথার্সের উক্তির সমর্থন করিল।

মিঃ ব্লেক সুট-কেসটির বহিরাবরণের ফিতা খুলিয়া তাহা অপসারিত করিয়াই

গভীর বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তিনি দেখিলেন তীক্ষ্ণধার ছুরী বা ক্ষুরের সাহায্যে সুট-কেসের এক ধার বিদীর্ণ করা হইয়াছিল; তাহার ভিতর ফাঁক!

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ব্যাপার ক্রমশঃ অধিকতর জটিল হইয়া উঠিতেছে!"

তিনি সুট-কেশের চাবি বন্ধ দেখিয়া তাহার কলের ছিদ্রে একটি সূক্ষ্ম তার প্রবেশ করাইয়া অল্প চেষ্টাতেই তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। সুট-কেসের ভিতর কয়েকটি সার্ট, মোজা, রুমাল, কলার প্রভৃতি এলোমেলো ভাবে বিক্ষিপ্ত ছিল,—বাক্সের জিনিস-পত্র ব্যস্তভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিলে তাহাদের অবস্থা যেরূপ হয়—তাহাদের অবস্থাও সেইরূপ লক্ষিত হইল।

মিঃ ব্লেক সুট-কেশের অভ্যন্তরস্থ সকল সামগ্রী পরীক্ষা করিয়া তাহার এক কোণে ফাঁসের ভিতর এক-টুক্‌রা কাগজ বাধিয়া থাকিতে দেখিলেন। তিনি তাহা সতর্কভাবে খুলিয়া লইলেন। তাহার পর সঙ্গীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। অধ্যাপক তাঁহার জিনিস-পত্র রাখিয়া সুট-কেসটি বন্ধ করিলে তাঁহার কোন হিতৈষী বন্ধু ইহার এই কোণটি বিদীর্ণ করিয়া ইহার ভিতর হইতে কাগজপত্র সমস্তই টানিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে; কেবল এই কাগজটুকু এক কোণে বাধিয়া ছিল। ইহা কোন হোটেলের বিলের অংশমাত্র। কোন্ স্থানের হোটেল, তাহাও ঠিক জানিবার উপায় নাই; কারণ স্থানের নামটির 'ষ্টন' এই অংশটুকু ভিন্ন আর সকল অংশই ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তবে আমার বিশ্বাস, সেই স্থানটির নাম 'হেলষ্টন'। সুট-কেস পরীক্ষা করিয়া ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার উপায় নাই। এইবার ডেস্কের দেরাজ পরীক্ষা করিয়া দেখি।"

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার একটি কঠিন সরু তারের সাহায্যে ডেস্কের দেরাজের কল খুলিয়া দেরাজ টানিয়া বাহির করিলেন। তিনি দেরাজের ভিতর কাগজ-পত্রগুলির মাথায় একখানি সুদীর্ঘ ও পুরু লেফাপা দেখিতে পাইলেন; তাহাতে 'এ ক্লারুথার্স' এই নামটি লেখা ছিল। লেফাপা খুলিয়া একখানি দলিল পাওয়া

গেল, তাহা উইল। অধ্যাপক সেই উইল দ্বারা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার প্রিয় বন্ধু কারুথার্স কে দান করিয়া গিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক উইলখানি পাঠ করিয়া কারুথার্স কে বলিলেন, "এই উইলের বলে আপনার বৈধ অধিকার অক্ষুন্ন মনে করিতে পারেন।"

কারুথার্স উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, "তাহা হইলে কি আপনার ধারণা আমার বন্ধুকে আর ফিরিয়া পাইবার আশা নাই? সব শেষ হইয়া গিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন; "সেই রকমই ত আশঙ্কা করিতেছি। অন্ততঃ সেজন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে"—তিনি একখানি পত্র খুলিয়া তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়া কথাটা আর শেষ করিতে পারিলেন না; সঙ্গে সঙ্গে মিন্‌টোকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ মিন্‌টো, অধ্যাপক এই পত্র সিন্‌ক্লেয়ার লোরিংএর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন; ইহাতে আগামী কল্য মিলান হোটেলে অধ্যাপককে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে; কিন্তু পত্রে যে তারিখ আছে তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি একমাস পূর্ব্বে এই পত্র লেখা হইয়াছিল। মিঃ কারুথার্স, কথাটা আপনার নিকট গোপন করিয়া লাভ নাই; অধ্যাপক বিম্যানকে আর যে জীবিত দেখিব, এ আশা ত্যাগ করিতে হইল। আমার বিশ্বাস, সিন্‌ক্লেয়ারের সহিত তাঁহার সাক্ষাতে বাধা দানের জন্যই তাঁহাকে ইহ-লোক হইতে অপসারিত করা হইয়াছে; এবং সিন্‌ক্লেয়ার লোরিংও সাউদাম্‌টন হইতে লণ্ডনে আসিবার সময় কাল সকালে পথিমধ্যে চলন্ত ট্রেণেই নিহত হইয়াছেন। এই রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের সহিত একটি বানর যে বিজড়িত ছিল, তাহা—"

তিনি কথা শেষ না করিয়াই সেই দেরাজের অবশিষ্ট কাগজ-পত্রগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই সকল কাগজ-পত্র পাঠ করিয়া হত্যা-রহস্যের কোনও সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

অতঃপর কাহারও মুখে কথা ফুটিল না; সকলেই নিস্তব্ধ, ম্লান। মিসেস্ প্ল্যাসেট শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে চক্ষু মুছিল। কারুথার্স শূন্য দৃষ্টিতে বাতায়নের বাহিরে চাহিয়া রহিল।

তাহার হাত পায়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু কাল মুসলধারে বৃষ্টি হওয়ায় সেই সকল চিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ, কোন বানর মাটীর উপর দিয়া চলিয়া যাইলে মাটীতে তাহার হাত পায়ের চিহ্ন পড়ে না। বাগানে অনেক গাছ আছে,—সে ঐ সকল গাছের উপর দিয়া আসিয়া প্রাচীরের মাথায় লাফাইয়া পড়িয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে; বরং তাহাই স্বাভাবিক।"

মিন্‌টো ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি কি মনে করেন শিক্ষিত ওরাংকে আদেশ করিলে—সে সেই আদেশের মর্ম্ম বুঝিয়া টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িতে পারে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, যদি তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়—তাহা হইলে সে ইঙ্গিতানুসারে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। শুনিয়াছি বোর্ণিও এবং জাভা দ্বীপে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া তাহাদের সাহায্যে অনেক সাংসারিক কায করাইয়া লওয়া হয়; তবে এই জনশ্রুতির মূলে কোন সত্য আছে কি না তাহা আমার অজ্ঞাত। এখানে টেলিফোনের তার ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে—ইহা ত প্রত্যক্ষ ব্যাপার; সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অধ্যাপক বিন্যান বাড়ী আসিয়া টেলিফোনে যে কথা বলিতে পারিতেন, তাহা যাহাতে বলিতে না পারেন, তাঁহাকে চিঠি লইয়া ডাক-বাক্সে ফেলিতে বাড়ীর বাহির যাইতে হয়, এই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ রাত্রে তাঁহাকে বাড়ীর বাহিরে যাইতে বাধ্য করিবার জন্যই টেলিফোনের তার নষ্ট করা হইয়াছিল, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। কেহ টেলিফোনের সাহায্য না পাইলে সে অগত্যা টেলিগ্রাফের সাহায্য লইতে বাধ্য হয়, না হয় পত্রযোগে সংবাদ পাঠায়।—অধ্যাপককে এই শেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।"

মিন্‌টো বলিলেন, "যাহার আদেশে বা ইঙ্গিতে টেলিফোনের তার ছিঁড়িয়া সংবাদ-প্রেরণের পথ বন্ধ করা হইয়াছিল, তাহার ত এ কথাও মনে হইতে পারিত যে, অধ্যাপক স্বয়ং বাহিরে না গিয়া মিসেস প্ল্যাসেট বা জেনকে সেই

কার্য্যে পাঠাইতে পারেন; কিংবা মিসেস্ প্ল্যাসেট তাড়াতাড়ি তার মেরামতেরও ব্যবস্থা করিতে পারে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমাদের দেশের টেলিফোন-সার্ভিসের বর্ত্তমান অবস্থায় গৃহস্থ নিজের চেষ্টায় অতি অল্প সময়ে ঐ ভাবে তার মেরামত করিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, অধ্যাপক তাঁহার পরিচারিকাদ্বয়ের কাহাকেও যদি বাহিরে পাঠাইতেন—তাহা হইলে তাহাকেও হঠাৎ এ ভাবে বিপন্ন হইতে হইত যে, অধ্যাপককে বাহিরে যাইতেই হইত। যে ব্যক্তি অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে সে জানিত অধ্যাপক বাড়ী ফিরিয়াই কাহারও নিকট কোন সংবাদ পাঠাইবার জন্য উৎসুক হইবেন। তিনি বাড়ীর বাহিরে যাইলে তাঁহাকে কি ভাবে বিপন্ন করিতে হইবে তাহাও স্থির করিয়া সে ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। আ-উও বলিতেছিল পুলিশের নিকট একবার সন্ধান লওয়া প্রয়োজন, আমরা এখন তাহার এই উপদেশ অনুসারে কায করিব।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া আ-উও খুসী হইয়া মনের আনন্দে শুভ্র দন্তশ্রেণী উদঘাটিত করিল।

মিঃ ব্লেক মিন্‌টো ও আ-উও সহ বাগান হইতে অধ্যাপকের বাড়ীতে ফিরিয়া পরিচারিকাতে আর এক বার স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের স্থানান্তরে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। তাহার পর তিনি কারুথার্সকে বলিলেন তিনি অধ্যাপকের সন্ধান লইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না; তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহা হয় ত শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। তাহার পর তিনি তাঁহার ট্যাক্সিতে তাহাকে তাহার বাসায় পাঠাইলেন। ডাকের বাক্সটি কোথায় ছিল তাহা দেখিবার জন্য মিঃ ব্লেকের আগ্রহ হওয়ায় তিনি তাহা দেখিতে চলিলেন। সেই সময় মিন্‌টো এবং আ-উও তাঁহার দুই পাশে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইল না; কারণ ডাকের বাক্সটি পথের মোড়ে স্থাপিত ছিল, দুই মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

মিন্‌টো বলিলেন, “অধ্যাপক এই বাক্সে চিঠি ফেলিয়া যখন বাড়ীর দিকে

ফিরিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার গতিরোধ করিয়া তাঁহাকে অপসারিত করা হইয়াছিল বলিয়াই মনে হইতেছে! তাঁহার মস্তকে পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিয়া তাঁহার চেতনা নষ্ট করা হইয়াছিল; তাহার পর তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া মোটর-কারে নিক্ষেপ করা হয়। স্থানটি যেরূপ নির্জ্জন, তাহাতে সন্ধ্যার পর ষড়যন্ত্রকারীরা নির্ব্বিঘ্নে সঙ্কল্পসিদ্ধি করিয়াছিল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তিনি কাহারও সাহায্য লাভের আশায় চিৎকার করিতে পারেন নাই; আর তখন প্রতিবেশীরা আহারাদি শেষ করিয়া শয়নের আয়োজন করিতেছিল; অনেকে থিয়েটারে গিয়াছিল। বৃক্ষশাখার ছায়ায় পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহার উপর রাত্রি কাল। আততায়ীদের কোন অসুবিধা হয় নাই। মিঃ ব্লেক, আমার আশঙ্কা, আপনি কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিবেন না।"

নীল পরিচ্ছদধারী কন্‌ষ্টেবলকে রোঁদে বাহির হইয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; মিঃ ব্লেক অল্প কথায় তাহাকে অধ্যাপক বিম্যানের নিরুদ্দেশের সংবাদ জানাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে অধ্যাপকের গতিবিধি সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারে কি না?

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কন্‌ষ্টেবল মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, আমি অধ্যাপক বিম্যান সম্বন্ধে কোন কথা আপনাদিগকে বলিতে পারিব না; এ সপ্তাহে আমি ইতিপূর্ব্বে কোন দিন রাত্রিকালে রোঁদে বাহির হই নাই। আজই প্রথম বাহির হইয়াছি। কাল রাত্রে কন্‌ষ্টেবল সাইমের উপর রোঁদের ভার ছিল। সে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে কি না জানি না। ভদ্রলোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন, এ রকম ব্যাপার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; খুব বিচিত্র বটে! কিন্তু আমি একটা খবর শুনিয়াছি—এই ব্যাপারের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু সে ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। সাইম বলিতেছিল কাল রাত্রে সে রোঁদে বাহির হইয়া একজন মাতালকে পথের ধারে বসিয়া মাতলামি করিতে দেখিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই লোকটা নেশায় পাগল হইয়াছিল; একবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল, আবার তখনই হী-হী

করিয়া হাসিতেছিল। তাহাকে ঐ রকম করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিয়াছিল সে একখান ট্যাক্সি দেখিয়াছে, সেই ট্যাক্সিচালকের ঘাড়ে মাথা ছিল না! ট্যাক্সির ড্রাইভারটার মুণ্ড কাটা!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ট্যাক্সি-চালকের মাথা ছিল না, অথচ সে দিব্যি ট্যাক্সি চালাইতেছিল? সেই রকম মুণ্ডহীন ট্যাক্সিচালককে গ্রেপ্তার করিতে পার—তোমাদের পুলিশের আইনে এ রকম কোন বিধান নাই বুঝি? সেই পাগলটার কি হইল? মাতলামির জন্য তাহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করা হইয়াছিল?”

কনষ্টেবল বলিল,“না মহাশয়, কনষ্টেবল সাইমের সে চেনা লোক; বিশেষতঃ, যদি কোন মাতাল নেশায় বে-সামাল হইয়া পথে বেলেল্লাগিরি না করে, তাহা হইলে তাহাকে শান্তিভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া ফৌজদারী সোপরদ্দ করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে মুক্তিদান করিয়া আমাদেরই লইয়া টানাটানি করেন! সে এক ফ্যাসাদ! এইজন্য সাইম তাহাকে থানায় চালান না করিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছিল। তাহার বাড়ী নিকটেই। সাইম আমাদের দুই একজনের কাছে গল্পটা বলিয়াছিল; কারণ সে অনেক রকম মাতাল দেখিয়াছে, মাতালের মুখে নানারকম প্রলাপও শুনিয়াছে; কিন্তু মুণ্ডহীন ড্রাইভারকে ট্যাক্সি চালাইতে দেখিয়াছে—এ রকম গুলিখুরী গল্প সে আর কখন কোন মাতালের মুখে শুনিতে পায় নাই।”

মিঃ ব্লেক পাহারাওয়ালাকে বলিলেন, “সেই কনষ্টেবলকে এখন থানায় পাওয়া যাইবে?”

সে তখনও থানায় ছিল শুনিয়া মিঃ ব্লেক সঙ্গীদ্বয়সহ দ্রুতবেগে থানায় চলিলেন।

মিনটো ব্লেককে বলিলেন, “আপনি কি আশা করেন—এই ব্যাপারের সহিত মিঃ বিম্যা[illegible] অন্তর্দ্ধানের কোন সম্বন্ধ আছে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না থাকাই সম্ভব; তবে কনষ্টেবলটাকে জেরা করায় ক্ষতি কি? কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া অনেক সময় সাপও বাহির হয় ত।”

তাঁহারা থানায় আসিলে কনষ্টেবল সাইম্ তাঁহাদের অনুরোধ শুনিয়া

বলিল, "সেই মাতালটাকে আমি ভাল রকমই জানি। তাহার নাম প্যাণ্টন, সে কোন কায কর্ম্ম করে না, অথচ নির্ভাবনায় সংসার চালায়; মদেও টাকা উড়ায়! সুতরাং নিষ্কর্ম্মা হইলেও তাহার আর্থিক সংস্থান বেশ ভাল বলিয়াই মনে হয়। তবে সে যে খুব বেশী নেশা করে—তাহা মনে হয় না; কিন্তু মাসে দুই একবার খুব বেশী মদ খাইয়া তাহাকে বে-সামাল হইতে দেখা যায়। আমি যখন তাহাকে পথের ধারে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম তখন রাত্রি স-দশটা। সে তখন নেশায় চূর হইয়া আবোল-তাবোল বকিতেছিল। সে আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, সে মাঠের পাশ দিয়া চলিবার সময় সেই ট্যাক্সিখান দেখিতে পাইয়াছিল; তাহা মরডণ্ট রোড হইতে বাহির হইয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে তখন একটা আলোক-স্তম্ভের নিকটে থাকায় সেই আলোকে ট্যাক্সিখানার ড্রাইভারকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার দেহ পুরু কোটে আবৃত ছিল। তাহার মাথার পরিবর্ত্তে সেইস্থানে লাল পশমী মফ্‌লারের আবরণ ছিল। মাথার চিহ্নমাত্র ছিল না! মাতালটা বলিল, তাহার চোখের দোষ নাই, এবং সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে তাহার ভুল হয় নাই। সে সেই ট্যাক্সি-চালকের ঐ অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিল। ট্যাক্সিখান কিছু দূরে গিয়া হঠাৎ থামিয়াছিল, তাহার পর পুনর্ব্বার সবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল অতিরিক্ত নেশা করিয়া তাহার মাথা খারাপ হইয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরে তাহার হাসি কান্না শুনিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার সেই অদ্ভুত গল্পটি শুনিয়া তোমার কিরূপ ধারণা হইয়াছিল?"

কনষ্টেবল সাইম বলিল, "আমার ধারণা? আমার ধারণা হইয়াছিল সে মদের নেশায় চূর হইয়া যাহা দেখিয়াছিল তাহা তাহার দৃষ্টির বিভ্রম। মদ ঠুকিয়া মাথা ঠিক রাখিতে না পারিলে ঐ রকম মতিভ্রম হওয়া সম্পূর্ণ [illegible]বিক। কিন্তু সে ঐ রকম মাতাল হইলেও শান্তি ভঙ্গ করে নাই, আমার সঙ্গে কোন রকম অসৎ ব্যবহারও করে নাই; এইজন্য তাহাকে গ্রেপ্তার না করিয়া তাহার বাড়ীতে

পৌঁছাইয়া দিলাম। আমার বিশ্বাস সে এখন বাড়ীতেই আছে, এবং তাহার নেশা কাটিয়াছে; তবে এখন সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছে কি না বলিতে পারি না।"

মিঃ ব্লেক সাইমের নিকট প্যান্‌টনের বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া সদলে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। প্যান্‌টনের সহিত তাঁহাদের দেখা হইলে তাঁহারা তাহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তাকুল দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক কোন রকম ভূমিকা না করিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি কন্‌ষ্টেবল সাইমকে বলিয়াছিলে, কাল রাত্রে মাঠের ধারে একখান চলন্ত ট্যাক্সি দেখিয়াছিলে; সেই ট্যাক্সির ড্রাইভারের না কি মাথা ছিল না? মুণ্ডহীন ড্রাইভার সেই ট্যাক্সি চালাইতেছিল—এ কথা কি সত্য? এ সম্বন্ধে তুমি যাহা জান, সকল কথাই খুলিয়া বল।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া প্যাণ্টন যেন আকস্মিক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, এবং তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত হতাশ ও বিপন্ন বলিয়া মনে হইল।

সে ক্ষণকাল শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "আ-আমার এখন ধা-ধা-ধারণা হইয়াছে, আমি যা-যাহা দে-দে-দেখিয়াছিলাম, সে মি-মিথ্যা, ফ-ফ-ফক্কিকার। আ-আমি কা-কাল রাত্রে খু-খু-খুবই বেশী র-রকম ঠু-ঠু-ঠুকিয়াছিলাম, তা-তাই ন-নজরের একটু দো-দোষ ঘ-ঘ-ঘটিয়াছিল; কি-কিন্তু যা দেখিয়াছিলাম তা বে-বেশ মনে আছে। ল-লম্বা কোটে ড্রা-ড্রাইভারটার সর্ব্বাঙ্গ ঢা-ঢাকা ছিল। তা-তাহার কাঁধের উপর মা-মাথা ছিল না; সেই যা-যায়গাটা প-পশমী ক-ক-কম্‌ফরটার দিয়া ঢা-ঢাকা ছিল। দে-দেখিয়া আ-আমার দে-দেহের রক্ত ঠা-ঠাণ্ডা হইয়াছিল; অ-অবসাঙ্গ হইয়াছিলাম। তা-তাহার পর প্র-প্র-প্রতিজ্ঞা করি ম-মদ আর স্পর্শ ক-করিব না। এ এ-একদম্ নয়।"

মিঃ ব্লেক ব[illegible], "খুব ভাল কথা। এখন মন স্থির করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তো[illegible]ামি বন্ধ রাখ। সেই কম্‌ফরটারের রঙ্গ কি গাঢ় লাল?"

প্যাণ্টন প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "হাঁ, তাই বটে; তাহা দিয়া কোটের গলার সমস্তটাই ঢাকা ছিল। ট্যাক্সি চালাইবার গোল চাকাখানার উপর সে ঝুঁকিয়া

পড়িয়াছিল। তাহার দেহের উপর পথের আলো পড়ায় আমি সুস্পষ্টরূপে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আর কিছু দেখিয়াছিলে ? অর্থাৎ ট্যাক্সির রঙ, ট্যাক্সির সম্মুখ ভাগের আকার প্রভৃতি ?"

প্যাণ্টন বলিল, "হল্‌দে রঙের ট্যাক্সি। সম্মুখভাগের আকার সাধারণ ট্যাক্সির মত। ট্যাক্সির নম্বরটাও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু প্রথম সংখ্যাটা কত স্মরণ নাই ; তাহার পরে তিনটি 'শূন্যি' ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম ; আর কিছু ?"

প্যাণ্টন বলিল, "ট্যাক্সিখানা আমার সম্মুখ দিয়া বন্‌-বন্‌ করিয়া ছুটিয়া গেল, কিন্তু একটু দূরে গিয়াই হঠাৎ থামিল ; তাহার পর আবার ছুটিতে লাগিল—যেন নক্ষত্র-বেগে ! হাঁ, গনার্সবারী লেনের কাছে গিয়াই ঐ ভাবে থামিয়াছিল। সে সময় সেখানে জনপ্রাণীও ছিল বলিয়া মনে হয় না ; নিকটে কোন ঘর বাড়ীও ছিল না। ট্যাক্সি থামিলেও ঘস্‌-ঘস্‌ করিয়া শব্দ হইতেছিল। তাহার পর তাহা পূর্ণ বেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি যাহা দেখিয়াছিলে তাহা সমস্তই বলিলে, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। যাহা হউক, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আশা করি তাহা ভুলিবে না।"

মিন্‌টো ও আ-উও মিঃ ব্লেকের সঙ্গে প্যাণ্টনের সম্মুখে না গিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন ; মিঃ ব্লেক তাঁহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি প্যাণ্টনের নিকট যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। তাহার পর মিন্‌টোকে বলিলেন, "যতটুকু সূত্র পাইলাম, আপাততঃ তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেছি। ইহার সাহায্যে তদন্তে প্রবৃত্ত হইতে পারিব। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্যে গাড়ীখানা আবিষ্কার [illegible]তে হইবে। অন্য কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আহারের প্রয়োজন[illegible] অনাহারে রাত্রি জাগরণের সুবিধা হইবে না। চল, আগে খাইয়া আসি।"

চতুর্থ কাণ্ড

অগ্নিকাণ্ডে পাহারা পণ্ড

মিঃ ব্লেক অধ্যাপক এডোয়ার্ড বিষ্যানের অট্টালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগানের প্রাচীরের মাথায় দাঁড়াইয়া তাহার অপর পার্শ্বস্থ যে সঙ্কীর্ণ গলি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি কাপ্তেন মিণ্টো সহ মরডণ্ট রোডের সন্নিহিত সেই গলির ভিতর যখন প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। তাঁহারা সেই গলি ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, জনবিরল পল্লীর কোন গৃহস্থের কণ্ঠস্বর তাঁহারা শুনিতে পাইলেন না; সন্ধ্যার বায়ুপ্রবাহে দূরস্থ রাজপথ হইতে ট্রাম গাড়ীর ঝন্-ঝন্ শব্দ মাত্র তাঁহাদের কর্ণগোচর হইতেছিল। কয়েক মিনিট পরে কোন প্রতিবেশীর গৃহ হইতে পিয়েনোর বাদ্যধ্বনি ও নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত-লহরী বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক সেই প্রাচীরমূলে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাঁহার হাতের বিজলিবাতির সাহায্যে সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া মিন্‌টোকে বলিলেন, "বোধ হইতেছে কেহই এখানে আসে নাই; চল, প্রাচীর পার হইয়া ভিতরে যাই।"

দুই এক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা অধ্যাপকের শয়ন-কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দার নিম্নস্থিত থামগুলির পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঘরের ভিতর হইতে কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না, দীপালোকও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন মিসেস্ প্ল্যাসেট গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

মিঃ ব্লেক একটি সূচ্যগ্র যন্ত্রের সাহায্যে দ্বার খুলিয়া ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিন্‌টো তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা এখন এখানেই অপেক্ষা করিব; যদি বাহিরের কোন লোক এই বাড়ীতে

প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে লতার সিঁড়ি বহিয়া দোতালায় উঠিবার চেষ্টা করিবে। সেই সময় আমরা তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইব।”

মিন্‌টো বলিলেন, “কেহ আসিয়া লতা বহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে আমরা তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইব বটে, কিন্তু যদি কেহ না আসে? আজ আমরা এখানে আসিয়া দীর্ঘকাল কাটাইয়া গিয়াছি—ইহা অনেকেই জানিতে পারিয়াছে; এইজন্য মনে হয় আজ রাত্রে কেহ এখানে আসিতে সাহস করিবে না। কেহ না আসিলে আমরা কি করিব?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা এখনও স্থির করি নাই। আমার বিশ্বাস, যাহারা অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহারা যত শীঘ্র সম্ভব, অধ্যাপকের কার্য্য-পদ্ধতির যে কিছু প্রমাণ বর্ত্তমান, তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। গত রাত্রে যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, সে তাহার কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল; সুতরাং আজ রাত্রে সে তাহার অসমাপ্ত কার্য্য শেষ করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিবে বলিয়াই মনে হয়। যদি সে না আসে, তাহা হইলে আমরা বেকার ষ্ট্রীটে ফিরিয়া যাইব, সেখানে আ-উওর প্রতীক্ষা করিব; আশা করি সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে সেই হল্‌দে ট্যাক্সি সম্বন্ধে কোন একটা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইবে।”

মিন্‌টো ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “সেই মুণ্ডকাটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কথা শুনিয়া সে সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা হইয়াছে বলিবেন কি?”

মিঃ ব্লেক মৃদুস্বরে বলিলেন, “বিষয়টি তেমন জটিল বলিয়া মনে হয় নাই। আমার বিশ্বাস, সেই শিক্ষিত ওরাং-ওটাংটা সেই ট্যাক্সি চালাইতেছিল। তাহাকে সেই ট্যাক্সি চালাইতে দেওয়া হইয়াছিল, কাষটা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই; কিন্তু একটা প্রকাণ্ড বানরকে ট্যাক্সি চালাইতে দেখিলে [illegible]র প্রতি পথিক-গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে—এই আশঙ্কায় সুদীর্ঘ কোটে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। তাহার মাথার লোহিতবর্ণ লোমগুলিই লাল কম্ফরটার বলিয়া সেই মাতালটার ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু কোটের বোতামের

পাশ দিয়া যে ফাঁক রাখা হইয়াছিল, সেই ফাঁক দিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সে ট্যাক্সি পরিচালিত করিতেছিল। কিছুদূর ট্যাক্সি চালাইয়া সে গাড়ী থামাইয়াছিল; সেই সময় সে কোটটা মাথা হইতে টানিয়া গলার নীচে নামাইয়া অন্যান্য ড্রাইভারের মত স্বাভাবিকভাবে গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।"

মিন্‌টো ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সেই ওরাংটাকে আপনি কি আসল বানর বলিয়া মনে করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আসল বানর? না, আমার বিশ্বাস—সেটা নকল বানর। আমার এই ধারণা মিথ্যা নহে মিন্‌টো! এ রকম লোক কেহই নাই যে, ঐ রকম একটা বানরের খেয়ালে নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত বা আস্থাসম্পন্ন হইবে। তুমি এরোপ্লেনের নিম্নে দোদুল্যমান সমান্তরাল লৌহদণ্ডে যে ওরাং-ওটাংটাকে নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলে, এবং অধ্যাপকের পরিচারিকা মিসেস্ প্ল্যাসেট অধ্যাপকের জানালায় যে ওয়াংটাকে বসিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিতে দেখিয়াছিল—তাহারা উভয়েই অভিন্ন প্রাণী, কিন্তু ওরাং নহে। সে দৃঢ় মাংসপেশীর অধিকারী একটি খর্ব্বকায় মনু-বংশধর; তাহার সর্ব্বাঙ্গ ওরাংএর নিখুঁত চর্ম্মে আবৃত থাকায় তাহাকে দেখিয়া ওয়াং বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। এই দৃশ্য নূতন নহে; নাচ-ঘরের রঙ্গমঞ্চে আমরা এই প্রকার বানর-বেশী নরকে নানাপ্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া রঙ্গ করিতে দেখিয়াছি।"

মিন্‌টো সবিস্ময়ে বলিলেন, "মানুষ!—যদি সে মানুষই হইবে, তাহা হইলে তাহার বানর সাজিয়া আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ যে অতি চমৎকার ছদ্মবেশ; অথচ ইচ্ছা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ছদ্মবেশ ত্যাগ করা যায়। বানরের চামড়া খসাইয়া ফেলিলে তাহাকে সনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন।"

মিন্‌টো বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু এই ওরাংটাকে অধ্যাপকের জানালায় বসিয়া থাকিতে দেখিবার অব্যবহিত পরে অধ্যাপক নিরুদ্দেশ হইলেন, আবার আর একটা ওরাংকে এরোপ্লেনের তলায় যখন লাফালাফি করিতে দেখা গিয়াছিল—প্রায় সেই সময়েই চলন্ত ট্রেণে লোরিং নিহত হইয়া-

ছিলেন,—এই উভয় দুর্ঘটনার সহিত একই ওরাংএর সম্বন্ধ থাকিতে পারে এরূপ সন্দেহ অত্যন্ত স্বাভাবিক—ইহা কি ষড়যন্ত্রকারীদের চিন্তা করিবার অবসর হয় নাই ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অধ্যাপকের জানালায় উপবিষ্ট ওরাংটাকে মিসেস্ প্ল্যাসেট হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছিল; কিন্তু ইহা চক্রান্তকারীদের ভ্রমের ফল বলিয়াই মনে হয়। সে মিসেস্ প্ল্যাসেটের নজরে পড়িবে—ইহা তাহারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। ডিটেক্‌টিভেরা অপরাধীর এইরূপ অসতর্কতাতেই গুপ্ত রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করিয়া রহস্যভেদে কৃতকার্য্য হয়। অপরাধীরা যদি অভ্রান্ত হইত, তাহা হইলে ডিটেক্‌টিভদের রুজি মারা যাইত; সুতরাং তাহাদিগকে অন্ন সংস্থানের জন্য অপরাধে লিপ্ত হইতে হইত। যাহা হউক, এখন আমাদের মৌনভাবে অপেক্ষা করাই উচিত। এ গল্প করিবার স্থান নয়।”

মিন্‌টো নীরব হইলেন। উভয়েই স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। সহসা বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল।

মিন্‌টো বলিলেন, “অধ্যাপকের কোন পরিচিত ভদ্রলোক বোধ হয়।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না। লোকটা নিঃশব্দে আসিয়াছে; তাহার পদশব্দ শুনিতে পাই নাই। সতর্কভাবে অপেক্ষা কর।”

তৃতীয় বার ঘণ্টাধ্বনির পর বাহিরের দরজা খুলিয়া কেহ ধীরে ধীরে হল-ঘরে প্রবেশ করিল। বাঘ নদীর জলে মুখ নামাইয়া জলপানের সময় জিহ্বার যেরূপ শব্দ করে—সেইরূপ শব্দ মিঃ ব্লেক ও মিন্‌টোর কর্ণগোচর হইল।

কাপ্তেন মিন্‌টো ভারতীয় গুর্খা সৈন্যদলের সাহসী নায়ক। যিনি অসম-সাহসী নির্ভীক গুর্খা-বাহিনী পরিচালিত করিতেন, সেই অন্ধকার-রাত্রে নির্জ্জন গৃহ-কক্ষে আগন্তুকের কণ্ঠ-নিঃসৃত অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া তাঁহারও বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল; তিনি বুকের পকেটে হাত দিয়া পিস্তলটা চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্ত্ত পরে কোন একটা জানোয়ার অতি ভীষণ, অতি অদ্ভুত গর্জ্জন-ধ্বনি করিয়া মিঃ ব্লেক ও মিন্‌টোর দেহ লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপকের ভোজন-কক্ষে লাফাইয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক সেই অদৃশ্য আততায়ীর দেহের ভারে মেঝের উপর চিৎ হইয়া

পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হস্তস্থিত বিজলি-বাতির সুইচ টিপিলেন।—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার উজ্জ্বল আলোকরশ্মি একটা ভীষণদর্শন লোহিত-কেশ বিকটাকার প্রকাণ্ড ওরাং-ওটাংএর উন্মুক্ত মুখে ও সুতীক্ষ্ণ শুভ্র দশনশ্রেণীতে প্রতিফলিত হইল।—জানোয়ারটা আসল ওরাং-ওটাং—ইহা মিঃ ব্লেক তাহার চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন।

ওরাংটা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় থাবা বাড়াইয়া মিঃ ব্লেকের দুই কাঁধ দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর তীক্ষ্ণ দন্তে তাঁহার ঘাড় বিদীর্ণ করিবার জন্য ঘাড়ের কাছে মুখ নামাইল; কিন্তু তাহার দন্ত ব্লেকের ঘাড় স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই মিন্‌টো তাঁহার হাতের পিস্তলের নল সেই জানোয়ারের লোমশ বক্ষঃস্থলে প্রায় স্পর্শ করিয়া (almost touching the things hairy chest) ঘোড়া টিপিলেন।

জানোয়ারটা সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেককে ছাড়িয়া ঘুরিয়া পড়িল; কিন্তু মুহূর্ত্তে সাম্‌লাইয়া লইয়া মিন্‌টোর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার বাম বাহু আক্রমণ করিল; মিন্‌টোর রিভলবার উপর্য্যুপরি তিনবার গর্জ্জন করিতেই ওরাংটা তাঁহার পাশে ঢলিয়া-পড়িয়া মৃত্যু-যন্ত্রণায় গজরাইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের বিজলি-বাতির আলোকে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিক দেখিয়া-লইয়া সম্মুখের হল-ঘরে লাফাইয়া পড়িলেন। মিন্‌টোও সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেই সময় হল-ঘরের দ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হল-ঘরের মেঝের উপর অগ্নিরাশির লোহিত জিহ্বা দপ্‌-দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া চতুর্দ্দিক অগ্নিময় করিল! সেই কক্ষে দুইটি গোলাকার চোঙ্‌ পড়িয়া ছিল, তাহার ভিতর হইতে যেন গলিত লাভাপ্রবাহ সবেগে নিঃসারিত হইতে লাগিল!

উহা কি পদার্থ তাহা কাপ্তেন মিন্‌টোর অজ্ঞাত ছিল না; মহাযুদ্ধের সময় জর্ম্মান বীরেরা শত্রুদমনের জন্য ঐ সাংঘাতিক সামগ্রী ব্যবহার করিত। উহা রাসায়নিক উপাদানে নির্ম্মিত সহজদাহ্য চূর্ণ, অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া উঠিলে সহজে নির্ব্বাপিত হয় না। উহা দ্বারা যে কোন ঘর বাড়ী বিধ্বস্ত হইতে পারে; কাঠের কড়ি বরগা, দ্বার জানালা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জ্বলিয়া উঠে।

মিঃ ব্লেক দেখিতে পাইয়াছিলেন—একটি লোক সেই চোঙ্ দুইটিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া হল-ঘর হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিল। সেই অগ্নিতে হল-ঘর ও সিঁড়ি অবিলম্বে অগ্নিময় হইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক সেই অগ্নিজিহ্বা উল্লঙ্ঘন করিয়া হল-ঘরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং অতি কষ্টে রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিলেন। আগন্তুক সেই অগ্নিতে মিঃ ব্লেক ও মিন্‌টোকে দগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক মিন্‌টোকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন, এবং আঙ্গিনার পথ দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু আততায়ী পলায়নের অবসর পাইয়াছিল। তিনি তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি পথে আসিয়া একখানি মোটর-গাড়ীর পশ্চাতের আলো দেখিতে পাইলেন; অদূরবর্ত্তী মাঠের পাশ দিয়া তাহা দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে অধ্যাপকের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং অগ্নিজিহ্বা অতিক্রম করিয়া হল-ঘরে পুনঃ-প্রবেশ করিলেন। হল-ঘর তখন অগ্নিরাশিতে ও ধূমে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। মিন্‌টো একখানি মাদুর জড়াইয়া-লইয়া তাহার আঘাতে হল-ঘরের মেঝের আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মিঃ ব্লেকও আর একখানি মাদুর সেই ভাবে জড়াইয়া-লইয়া তদ্দ্বারা মেঝের আগুনে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের চেষ্টায় মেঝের আগুন নিবিয়া গেল। তখন তাঁহাদের কথা কহিবার অবসর হইল।

মিন্‌টো বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য নহে মিঃ ব্লেক! ওটা আসল ওরাং, ওরাংএর চর্ম্মধারী মানুষ নহে। কে জানিত হঠাৎ এরকম সঙ্কটে পড়িতে হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জানোয়ারটাকে বধ করায় একটা জঞ্জাল দূর হইল; এজন্য তুমি ধন্যবাদের পাত্র। ওটা এক লাফে আমাকেই প্রথমে আক্রমণ করিয়াছিল। ওটা ছদ্মবেশী মানুষ নহে, আসল ওরাং, এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নাই। আমি ভুল করিয়াছিলাম, তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক; কিন্তু ওরাং মানুষের মত ট্যাক্সি চালাইতে পারে—ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এইজন্য আমার ধারণা

হইয়াছিল, মানুষেই ওরাংএর চর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ট্যাক্সি চালাইতেছিল। এখন নিহত জানোয়ারটার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।"

জানোয়ারটা মিন্‌টোর রিভলভার-নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে নিহত হইয়া ভোজন-কক্ষে পড়িয়া ছিল। তাহার সুতীক্ষ্ণ দন্তশ্রেণী উদ্‌ঘাটিত। সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া অদূরবর্ত্তী একখানি চেয়ারের পায়া দুই হাতে ধরিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল। সেই ভাঙ্গা পায়াখানি তখন পর্য্যন্ত তাহার মুঠা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

মিন্‌টো ওরাংটার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমরা উহার আক্রমণে আহত হই নাই। ওরাংটা সুযোগ পাইলে আমাদের গলার হাড় ম্যাচ-বাক্সের মত অবলীলাক্রমে চূর্ণ করিয়া আমাদিগকে হত্যা করিতে পারিত। উহার দেহে আমাদের মত তিনজন জোয়ানের অপেক্ষাও অধিক বল ছিল। আমার বিশ্বাস, এই প্রকার শক্রতার অন্তরালে কোন একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র প্রচ্ছন্ন আছে; তুচ্ছ বিষয়ের জন্য কেহ এরূপ বিরাট আয়োজন করে না; কিন্তু কাহারা কি উদ্দেশ্যে কি রকম ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া তর্ক-বিতর্কে সময় নষ্ট করিলে আমরা কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিব না; সুতরাং এখন এই স্থান ত্যাগ করাই আমাদের উচিত।"

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে সেই নিহত ওরাংটাকে টানিয়া তুলিয়া সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগানে ফেলিয়া রাখিলেন, এবং গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া পথে আসিলেন। তাঁহারা আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া বেকার ষ্ট্রীটে যাত্রা করিলেন।

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন মিন্‌টোকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার গৃহকর্ত্রী মিসেস্ বার্ডেল তাঁহাকে বলিল, "কর্ত্তা, আপনার সেই চীনাম্যান সাকরেদ মিঃ আ-উও আপনার জন্য একখান পত্র রাখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছে। আপনি বাড়ী ফিরিবামাত্র পত্রখানি আপনার হাতে দিতে আমাকে অনুরোধ

করিয়াছিল। পত্রখানি আপনার পড়িবার ঘরে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছি। নানা কাযে ব্যস্ত থাকি, যদি পত্রখান আপনাকে দিতে ভুলিয়া যাই, এই ভয়ে তাহা নিজের কাছে রাখি নাই। আ-উও চলিয়া যাইবার সময় আমাকে বলিয়াছিল—জীবনটা ত পদ্মপত্রের জলের মত ক্ষণস্থায়ী ; কে জানে কর্ত্তার সঙ্গে আবার দেখা হইবে কি না! হঠাৎ তাহার মনে এ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার কারণ কি, তাহা সে আমাকে বলিয়া যায় নাই ; তবে তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলের বক্তৃতায় কর্ণপাত না করিয়া পত্রখানি টেবিলের উপর হইতে ব্যগ্রভাবে তুলিয়া লইলেন এবং তাহা খুলিয়া মিন্‌টোকে বলিলেন, "আ-উও কি লিখিয়াছে শোন,—"

"মাননীয় মহাশয়, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সেইরূপ কোন ট্যাক্সির সন্ধান পাওয়া যায় নাই ; ট্যাক্সি সমূহের তালিকাতেও ঐরূপ ট্যাক্সির উল্লেখ নাই। এজন্য আমি লণ্ডনের সকল ঘাটিতে ঐরূপ ট্যাক্সির সন্ধান লইবার জন্য টেলিফোনে সংবাদ দিয়াছি। আমার বিশ্বাস, এ অবস্থায় আপনিও ঠিক ঐরূপই করিতেন। আমি স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি ঐ ধরণের একখানি পুরাতন ট্যাক্সি নিউচ্যাপেল-কর্ণারে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এইজন্য আমি সেইস্থানে তদন্ত করিতে চলিলাম। সেইস্থানে তাহা দেখিতে না পাইলে তাহার সন্ধানে আরও দূরে যাইবার ইচ্ছা আছে। আমার তদন্তের ফল টেলিফোনে আপনাকে জানাইব। আমার সঙ্কল্প—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন, "ছোকরার এইরকম জিদ প্রশংসার যোগ্য। সে প্রথমে নিউচ্যাপেল-কর্ণারে যাইবে লিখিয়াছে। ঐ পথ দিয়া পূর্ব্ব-গ্রীণষ্টেড, টন্‌ব্রীজ, ওয়েল্‌স, লিউয়েস, পূর্ব্ববোর্ণ, এবং হেষ্টিংস প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। যদি সেই ট্যাক্সি ঐ পথে গিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার লক্ষ্য কি সমুদ্র-তট? যাহা হউক, তাহার আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন। আপাততঃ আমাকে এখনই একবার টেলিফোনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে লণ্ডনের পূর্ব্ব-পল্লীর একটি নম্বর ধরিয়া বার্ণি নামক একটি লোকের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন।

মিন্‌টো এই ব্যক্তির পরিচয় জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে মিঃ ব্লেক তাঁহাকে বলিলেন, "এই ব্যক্তি নানাপ্রকার জানোয়ারের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। কে কোন্ জানোয়ার পোষে তাহা তাহার সুবিদিত।"

মিঃ ব্লেক বার্ণির সাড়া পাইলে তাহাকে বলিলেন, "আজকাল লণ্ডনে একটা প্রকাণ্ড ওরাংএর আমদানী হইয়াছে শুনিয়াছি ; তাহার সম্বন্ধে তুমি কিছু জান? ওরাংটার আকার অতি বৃহৎ।—কি বলিলে? হাঁ, উহা কোন লোকের পোষা জানোয়ার ; কোন পশুশালার পশু নহে। সন্ধান না লইলে বলিতে পারিবে না? বেশ, তবে যেরূপে পার চারি দিকে সন্ধান করিয়া সংবাদ লও—দুই চারি দিনের মধ্যে কে এইরূপ প্রকাণ্ড জানোয়ার আমদানী করিয়াছে। হাঁ, সংবাদটা অত্যন্ত জরুরী। আমি খুব তাড়াতাড়ি এ সংবাদ চাই। না, তোমাকে এজন্য ব্যাগার খাটিতে হইবে না ; এই সংবাদ সংগ্রহের জন্য অনেক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। তুমি ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে সেই পুরস্কার পাইবে। আমার এই অঙ্গীকারে তুমি অনায়াসে নির্ভর করিতে পার বার্ণি! এ সম্বন্ধে যে সংবাদ দিতে পারিবে তাহাই আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। তোমার পরিশ্রমের বিষয় বিবেচনা করা হইবে—ইহা স্মরণ রাখিয়া উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া পড়।"

মিঃ ব্লেক রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া মিন্‌টোকে বলিলেন, "এদেশে কোন দুষ্প্রাপ্য নূতন জানোয়ার আমদানী হইলে এই সকল পশু-ব্যবসায়ীরা সেই সংবাদ অবিলম্বে জানিতে পারে। এ বিষয়ে ইহাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! বিশেষতঃ, এদেশে ওরাংএর সংখ্যা এতই অল্প যে, নূতন ওরাং আমদানী হইলে সে সংবাদ উহারা সর্ব্বাগ্রে জানিতে পারে। এদেশের জল বায়ু ওরাংএর স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে, এজন্য এদেশে আসিয়া ঐ জানোয়ারগুলি দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না ; সুতরাং এদেশে ওরাংএর সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়া নূতন ওরাংএর আমদানী হইলে সেই সংবাদ ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জানিতে পারে। যাহা

হউক, চল আগে আহার শেষ করি—তাহার পর অন্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।"

আহারের পর ধূমপান করিতে করিতে তাঁহারা নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু গল্প করিতে করিতে মিঃ ব্লেক মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইতেছিলেন,—যেন তাঁহার মন কোন দুর্ভেদ্য রহস্যের অন্ধকারে ঘূরিয়া কোন দিকে পথের সন্ধান পাইতেছিল না। মধ্যরাত্রে তাঁহারা শয়ন করিতে চলিলেন। মিঃ ব্লেক দীর্ঘকাল পরে নিদ্রামগ্ন হইলেন বটে, কিন্তু রাত্রি তিনটার সময় হঠাৎ টেলিফোনের ঝন্-ঝনিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিতেই উত্তর পাইলেন, "আমি আ-উও, আপনাকে কথা বলিতেছি। আমি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলাম; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছি—তাহা মূল্যবান বলিয়াই আপনার মনে হইবে। আমি কোথা হইতে আপনাকে কথা বলিতেছি জানেন? এই স্থানটির নাম ঈষ্টডীন, ইহা বীচিহেডের অদূরে অবস্থিত। স্থানটি ছোট; এখানে আমি একজন সম্মানিত ডাক্তারের ঘর হইতে আপনার সঙ্গে আলাপ করিতেছি। আমি এখনই মোটর-বাইকে পুনর্ব্বার অনুসন্ধানে যাত্রা করিব।" "শুনুন, ডাক্তার মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে অনেকগুলি নীল কাগজের টুকরা দিতেছেন। আমি তাহাই ঝুলিতে পুরিয়া-লইয়া আমার গন্তব্য পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইব। আপনি ইচ্ছা করিলে সেই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আমার অনুসরণ করিতে পারেন। আমার বিশ্বাস, আমি শীঘ্রই সেই ট্যাক্সির সন্ধান পাইব। এখন আমি আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিলাম, সম্মানিত মহাশয়!"

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে বলিলেন,"আ-উও, শোন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

কিন্তু মিঃ ব্লেক আর তাহার সাড়া পাইলেন না; সে তাহার কথা শেষ করিয়াই রিসিভার নামাইয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া সেই মুড়ার টেলিফোনের এক্সচেঞ্জের সাহায্যে ঈষ্টবোর্ণের এক্সচেঞ্জের নিকট ঈষ্টডীনের সেই ডাক্তারের বাড়ীর নম্বরটি

সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন ঈষ্টডীনে দুইজন ডাক্তার আছেন। তিনি কাহার নম্বর চাহেন—ঈষ্টবোর্ণের এক্সচেঞ্জের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্লেক দুইজন ডাক্তারেরই নম্বর জানিয়া লইলেন।

সেই গভীর রাত্রে প্রথম ডাক্তারটির নিদ্রাভঙ্গ করিলে তিনি একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া মিঃ ব্লেককে জানাইলেন, কোন চীনাম্যান সেই গভীর নিশীথে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার টেলিফোন ব্যবহার করে নাই। অগত্যা তিনি টেলিফোনে অন্য ডাক্তারটিকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন; কয়েক মিনিট পরে সেই ডাক্তারের বাড়ীর কোন লোক সংবাদ দিল—ডাক্তার কিছু কাল পূর্ব্বে রোগী দেখিতে বাহিরে গিয়াছেন, সকালে তাঁহার বাড়ী ফিরিবার সম্ভাবনা আছে। কোন চীনাম্যান ডাক্তারের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার টেলিফোন ব্যবহার করিয়াছিল কি না তাহা তাহার অজ্ঞাত।

মিঃ ব্লেক মিন্‌টোর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। পরিশ্রান্ত মিন্‌টো তৎক্ষণাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "এই ত সবে চক্ষু মুদিয়া একটু ঘুমাইবার আয়োজন করিতেছিলাম; কোন নূতন সংবাদ আছে না কি—এই শেষ রাত্রে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঘুমাইবার আর অবসর কোথায়? এখনই পথে বাহির হইতে হইবে, উঠিয়া এস।"

মিন্‌টো তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া মিঃ ব্লেকের সঙ্গে তাঁহার গ্যারেজে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির করিয়া মিন্‌টো সহ ঈষ্টডীন অভিমুখে শকট পরিচালিত করিলেন।

পঞ্চম কাণ্ড

বীচিহেডের রহস্য

আ-উও ব্যাঙ্কের কায শিখিতে লণ্ডনে আসিয়া গোয়েন্দাগিরির প্রতি পক্ষপাত-বশতঃ মিঃ ব্লেকের সাক্‌রেদী আরম্ভ করিয়াছিল। মিঃ ব্লেকের সুযোগ্য সহকারী স্মিথ তাঁহার আদেশে কোন তদন্ত-উপলক্ষ্যে লণ্ডনের বাহিরে গমন করিলে আ-উও মিঃ ব্লেকের সহকারীরূপে তাঁহার অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিত। সে মিঃ ব্লেকের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল মিঃ ব্লেক কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে অসাধ্যসাধন করিতেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণ অনুভূতি, অবিচল নিষ্ঠা, এবং রহস্য-ভেদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টার ফলে তিনি সাধারণ বুদ্ধির অগোচর অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতেন। তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং আত্মনির্ভরতাই তাঁহাকে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইত। আ-উও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া যখন শুনিতে পাইল পূর্ব্বোক্ত হলদে ট্যাক্সির কোন সন্ধান হয় নাই, তখন সে মিঃ ব্লেকের কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণে তদন্ত আরম্ভ করিয়া জানিতে পারিল একখানি বহু পুরাতন হলদে ট্যাক্সি সমুদ্র-তটের দিকে ধাবিত হইয়াছে। আ-উও মিঃ ব্লেকের নিকট তাহার কার্য্যদক্ষতা সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করিয়া বুনো হাঁসের সন্ধানে ধাবিত হইল।

সে ব্লেকের সহিত সাক্ষাতের জন্য বা সম্মতির-প্রতীক্ষায় বিলম্ব না করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া মিসেস্ বার্ডেলের নিকট রাখিয়া গেল। তাহার পর বেকার ষ্ট্রীটের অদূরবর্ত্তী গ্যারেজে আসিয়া একখানি মোটর-সাইকেল ভাড়া করিল। সে সেই সাইকেলে আরোহণ করিয়া ঈষ্ট গ্রীন-ষ্টেডের পথে অগ্রসর হইল। পূর্ব্বে সে একটি তদন্ত উপলক্ষ্যে মিঃ ব্লেকের সহিত সসেক্স জেলায় গিয়াছিল; এইজন্য এই পথ তাহার পরিচিত ছিল।

আ-উও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পথপ্রান্তে একজন পুলিশ-প্রহরীর নিকট সংবাদ পাইল—সেই প্রহরী সেই পথ দিয়া একখানি পুরাতন হল্‌দে ট্যাক্সিকে অতি প্রত্যুষে যাইতে দেখিয়াছিল। এইভাবে সন্ধান লইয়া চলিতে চলিতে সে জানিতে পারিল সেই দিন অপরাহ্ণে সেই ট্যাক্সিখানি লিউইসে দেখা গিয়াছিল।

তখন আর অধিক বেলা ছিল না; কিন্তু সন্ধ্যা-সমাগমের আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিয়াও আ উওর উৎসাহ শিথিল হইল না। সে নৈশ ভোজনের জন্য রুটি ও পনীর সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে চলিতে চলিতে সে যখন লিউইসে উপস্থিত হইল, তখন গভীর রাত্রি। নগরবাসীরা সকলেই নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু পথের মোড়ে দুই একজন পুলিশ-প্রহরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল; আ-উও তাহাদের নিকট জানিতে পারিল একখানি পুরাতন হল্‌দে ট্যাক্সি দ্রুতবেগে নিউ-হ্যাভেন অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। আ-উও এই সংবাদ পাইয়া সেই দিকে ছুটিল।

কিন্তু এইবার একটি আশঙ্কায় তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। সে জানিত নিউ-হ্যাভেন সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর, এবং সেই বন্দর হইতে বহু যাত্রী প্রতিনিয়ত ষ্টীমারসমূহে উপসাগর পার হইয়া থাকে। আ-উও ভাবিল সেই হল্‌দে ট্যাক্সির আরোহীরা যদি নিউ-হ্যাভেনের বন্দরে আসিয়া কোন ষ্টীমারের সাহায্যে সাগর পার হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমুদ্র-পথে সেই ত্রিশ মাইলের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সে কিরূপে তাহাদের সন্ধান লইবে?

সে হঠাৎ কিছুই স্থির করিতে পারিল না; কিন্তু দীর্ঘপথ পর্য্যটনে সে ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিল, এজন্য সে পথের ধারে নামিয়া পনীরের সহিত রুটি চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিল; তাহার পর কি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

আ-উও আহারান্তে পথের ধারে বসিয়া ভাবিল, "সেই ট্যাক্সির আরোহীরা অত্যন্ত চতুর লোক সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ট্যাক্সি সহজেই পাহারাওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহারা এরূপ পুরাতন ট্যাক্সিতে এই সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিতেছিল; ইহার কারণ কি? কারণ যাহাই হউক, আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস,

এদেশে উহাদের যে কায আছে তাহা এখনও উহারা শেষ করিতে পারে নাই; সম্ভবতঃ, মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার জন্য দূরে পলায়ন করিতেছে। যদি উহারা ষ্টীমারে সাগর পার হয়—তাহা হইলে এদেশে উহাদের যে কায আছে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; বিশেষতঃ, যদি বানর সঙ্গে লইয়া ষ্টীমারে সাগর পারে যাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে বহু দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। যাহারা গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, তাহারা ঐরূপ কার্য্য করিতে পারে না; এইজন্য আমার বিশ্বাস, তাহারা ষ্টীমারে সাগর পার হইবার চেষ্টা না করিয়া নিউ-হ্যাভেন হইতে অন্য দিকে পলায়ন করিয়াছে; অতএব তাহাদের অনুসরণের চেষ্টা করাই এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য।"

অতঃপর সে নিউ-হ্যাভেনে উপস্থিত হইল; কিন্তু স্থানীয় কোন প্রহরী তাহাকে সেই ট্যাক্সির সন্ধান দিতে পারিল না। তখন সে চিন্তিতভাবে অদূরবর্ত্তী নদী পার হইল, এবং নদীর পরপারে যে পথ পাইল তাহা সুগম না হইলেও সেই পথে সাইকেল চালাইতে লাগিল। সে স্থির করিল, সেই পথে যত দূর যাওয়া যাইতে পারে তত দূর সে যাইবে।

কিছুদূর চলিয়া সে সম্মুখে একটা লাল আলো দেখিতে পাইল; তখন সে অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে সে দেখিল সেই পথের সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হওয়ায় পথিকগণকে সতর্ক করিবার জন্য পথের ভিতর লাল আলো স্থাপিত হইয়াছিল। আ-উও অতিকষ্টে সেই অসমান দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, পথের ধারে একটি আলোকিত স্থানে ত্রিপলের চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত একটি অস্থায়ী বস্ত্রাবাস দেখিতে পাইল। আ-উও চলিতে চলিতে সেই স্থানে আসিয়া এরূপ তাড়াতাড়ি গাড়ী থামাইল যে, সেই অসমান স্থানে ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে না পারায় গাড়ী হইতে পড়িতে পড়িতে অতিকষ্টে সাম্‌লাইয়া লইল। সে গাড়ী হইতে নামিয়া, সেই বস্ত্রাবাসের ভিতর একটি লোককে কয়েকখানি বস্তার উপর শায়িত দেখিল। লোকটি প্রসারিত বস্তাগুলির উপর শয়ন করিয়া ধূমপান করিতেছিল।

আ-উও তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে বলিল, "পাহারাদার

মহাশয়, আমি একখান ট্যাক্সির সন্ধানে আসিয়াছি। ট্যাক্সিখানি পুরাতন, তাহার রং হল্‌দে—এবং যাহাকে রোনণ্ট গাড়ী বলে, উহা সেই রকম গাড়ী। আমি—”

‘পাহারাদার মহাশয়’ আ-উওকে তাহার মুখের কথা শেষ করিতে না দিয়া অত্যন্ত উগ্রস্বরে বলিলেন, “থামো হে ছোক্‌রা! কার কাছে ও সকল কথা বলিতেছ? আমি পিপাসার যন্ত্রণায় ছট্‌-ফট্‌ করিতেছি; আমার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। আমি তোমার অত কথার জবাব দিই—সে রকম আমার শক্তি আছে কি?”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই লোকটা বস্তার উপর উঠিয়া বসিল, এবং পথের আলোকে তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “তা হবে না বাপু! কথা কহিতে পরিশ্রম হয়, তাহা কি তুমি জান না? যে সকল পথিক এই পথে যাইবার সময় আমাকে কোন প্রশ্ন করে, তাহারা উত্তর পাইবার জন্য আমার পরিশ্রমের মূল্য দিয়া থাকে। হুঁ, সকলের কাছেই আমি কিছু কিছু পাই। তাহারা আমার গলা ভিজাইবার ব্যবস্থা করিয়া যায় বলিয়াই আমি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। তুমি আমাকে তৃষাতুর ক্যানারী পাখীর সহিত তুলনা করিতে পার; আগে আমার ঠোট ভিজাও, তাহার পর আমার গান শুনিতে পাইবে।”

তাহার অদ্ভুত কথা শুনিয়া আ-উও বলিল, “আপনি অতি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন পাহারাদার মহাশয়, যদি আমাকে ঐ সংবাদ বলিয়া সুখী করেন, তাহা হইলে আমি আপনার বাক্যব্যয়ের ক্ষতি পূরণ করিব। আপনাকে যে কষ্ট দিলাম, আমার সাহায্যে আপনার সেই কষ্টেরও লাঘব হইবে।—যদি আমার অঙ্গীকারে আপনার বিশ্বাস না হয় ত এই চক্‌চকে আধুলীটি দেখুন, ইহা টাঁকশাল হইতে নূতন বাহির হইয়াছে; ইহাতে আপনার গলা ভিজিয়া সরস হইবে। একখান পুরাণো জীর্ণ ট্যাক্সি রঙ্‌টি তার ডগ্‌ডগে হল্‌দে, (of a bright yellow) আর—”সে একটি আধুলী দুই আঙ্গুলে লোকটার সম্মুখে উচু করিয়া ধরিল।

এই প্রলোভনে আশ্চর্য্য ফল হইল। সেই ভাঙ্গা পথের পাহারাদারটি

চক্‌চকে আধুলীটা দেখিবামাত্র আ-উও্রের মুখের কথা কাড়িয়া বলিল "আর বলিতে হইবে না ; হল্‌দে বাবা, সেই ট্যাক্সির রঙ তোমার মুখের চেয়েও অনেক বেশী হল্‌দে। এক বেটা 'নিগার' সেই ট্যাক্সি চালাইতেছিল। নিগারটার চেহারা দেখিয়া আমার ঐ কোদাল দিয়া তার গর্দ্দান লইবার জন্য আমার হাত নিশ্‌পিস্‌ করিতেছিল ; কিন্তু পিপাসায় আমার গলা কাঠ, তাই বেটা বাঁচিয়া গেল ! হাঁ, সন্ধ্যাকালে আমি যখন আলো জ্বালি—সেই সময় সেই ভাঙ্গা ট্যাক্সি এখানে হাজির ! ঠিক সময়ে ভাঙ্গা ব্রেক বাঁধিতে না পারায় ট্যাক্সিখানা আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল বলিলেই চলে ! অথচ বেটা আমার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটা পেনীও দিয়া গেল না ! বেটা হতভাগা নিগার।"

আ উও বলিল, "সে কোন্‌ পথে গেল ?"

পাহারাদার বলিল, "পথ কি দশটা আছে যে, কোন্‌ পথে গেল—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ ? সম্মুখে ঐ যে পথ দেখিতেছ—ঐ পথ ভিন্ন আর কোন্‌ চুলোয় যাইবে ? তা, তুমি কি তার দোস্ত ?"

আ-উও বলিল, "দোস্ত ? না, আমি তাহার দোস্ত-টোস্ত নহি ; তবে যদি তাহার জবরদস্ত দুষ্‌মন মনে করিলে তুমি খুসী হও, তাহা হইলে তোমাকে খুসী করিতে আমার আপত্তি নাই। তুমি বলিলে সে ঐ পথে গিয়াছে, কিন্তু আমার কাছে এই অঞ্চলের যে নক্সা আছে, সেই নক্‌সায় দেখিতেছি, এই পথ বীচিহেডে গিয়াছে।"

পাহারাদার বলিল, "এ রাস্তা ইষ্টডীন পর্য্যন্ত গিয়াছে। তুমি কি বীচি-হেডে যাইতে চাও ? সেখানে যাইতে হইলে একটু আগে গিয়া তোমাকে ডাইনের পথ ধরিয়া সোজা যাইতে হইবে ; কিন্তু সেই ভাঙ্গা ট্যাক্‌সি সেই পথে চলিতে পারিয়াছে কি না তাহা অনুমান করা কঠিন।"

আ-উও বলিল, "কঠিন কি সহজ, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব। ও রাস্তায় তেমন বেশী মাল-পত্রের আমদানী নাই বুঝি ?"

পাহারাদার বলিল, "পথটার অবস্থা আজ কাল ভাল নাই, এ জন্য ও-পথে মাল-পত্রের চলাচল কমিয়া গিয়াছে।"

আ-উও বলিল, "সেই হল্‌দে ট্যাক্সি ঐ পথে যাওয়ার পর আর কোন গাড়ী ওদিকে গিয়াছে কি না বলিতে পার ?"

পাহারাদার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না ; সেখানার পর আর কোন গাড়ী যায় নাই।"

আ-উও আধুলীটা পূর্ব্বেই তাহাকে দিয়াছিল ; লোকটা তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহাকে খুসী করায় সে আর একটা আধুলী বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "তুমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, এটি তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার।"

আ-উও পাহারাদারের নিকট বিদায় লইয়া পুনর্ব্বার তাহার সাইকেলে উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে আরম্ভ করিল। এই পথে সে ট্যাক্সির টায়ারের চিহ্ন দেখিয়া উৎসাহিত হইল, এবং তাহারই অনুসরণ করিল। সে দেখিল টায়ারের চিহ্ন ঈষ্টডীনের দিকে গিয়াছে ; এই জন্য সে প্রথমে ঈষ্টডীনে উপস্থিত হইল, তাহার পর বীচিহেড্‌ অভিমুখে যাইবার সঙ্কল্প করিল।

এইবার সে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিল। তাহার সঙ্গে একখানি-মাত্র অস্ত্র ছিল ; তাহা চীনদেশীয় তীক্ষ্ণধার ছোরা। সে জানিত, যদি কেহ তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহার আত্মরক্ষার পক্ষে সেই ছোরাই যথেষ্ট ; কিন্তু যদি কোন আততায়ী দূর হইতে তাহাকে গুলী করে—তাহা হইলে সেই ছোরা তাহার নিকট থাকা না থাকা সমান ! সে যে ট্যাক্সির অনুসরণ করিতেছিল, তাহার আরোহী যদি দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া গুলী করে—তাহা হইলে তাহাকে নিহত হইয়া পথিপ্রান্তে পড়িয়া থাকিতে হইবে। সেই পথ যেরূপ দুর্গম ও নির্জ্জন, তাহাতে তাহার মৃত্যুর কত দিন পরে তাহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইবে—তাহা অনুমান করা অসাধ্য ! এই সকল কথা চিন্তা করিয়া সে এই স্থান হইতেই মিঃ ব্লেককে তাহার সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করা আবশ্যক মনে করিল।

কিন্তু কিরূপে তাঁহাকে সংবাদ দিবে তাহা সে হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। সে পথের ধারে টেলিফোনের তার দেখিতে পাইল ; সে কিছুদূর পর্য্যন্ত

সেই তারের অনুসরণ করিয়া দেখিল তারটি একটি অট্টালিকার সহিত সংযুক্ত ছিল। সে সেই বাড়ীর দরজায় একখানি পিত্তল-ফলকে একটি নাম খোদিত দেখিয়া, তাহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিল—তাহা কোন ডাক্তারের বাড়ী। আ-উও ভাবিল লোকটি যখন ডাক্তার, তখন সেই গভীর রাত্রে তাঁহাকে ডাকাডাকি করিলে তিনি মনে করিবেন কোন রোগীর বাড়ী হইতে কেহ কোন সম্বাদ আনিয়াছে; সুতরাং তাহার আহ্বানে তাঁহাকে সাড়া দিতেই হইবে। রাত্রিকালে কেহ কোন ডাক্তারকে আহ্বান করিলে তিনি সেই আহ্বান উপেক্ষা করেন না। আ-উওর পক্ষে তখন ডাক্তারের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহাকে না ডাকিলে তাহার এরূপ বিপদের আশঙ্কা ছিল যে, পরে তাঁহার সহায়তা গ্রহণ তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত; সুতরাং সে সঙ্কল্প স্থির করিয়া ডাক্তারের ঘরের বারান্দায় উঠিল, এবং ঘণ্টাধ্বনি করিল। কয়েক মিনিট পরে সে বাহিরের দরজা খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইল।

একজন প্রৌঢ় লাল ড্রেসিং-গাউনে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দ্বারের বাহিরে আসিলেন; তাঁহার হাতে একটি জ্বলন্ত বাতি। তিনি সেই বাতিটা আ-উওর মুখের কাছে উচু করিয়া ধরিয়া এ রকম তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন যে, তাহার আশঙ্কা হইল—সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাহার ঘাড় ধরিয়া বারান্দা হইতে নামাইয়া দিবেন।

ডাক্তার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "একটু অসময় হইয়াছে; কিন্তু আপত্তি করিবার উপায় নাই। কোথায় যাইতে হইবে? ট্যাক্সি আনিয়াছ?"

আ-উও বিনীত স্বরে বলিল, "মাননীয় ডাক্তার মহাশয়, অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া আপনার ফোনটি ব্যবহার করিতে চাহিতেছি; এ জন্য নির্দ্দিষ্ট ফির তিনগুণ অর্থ দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি ইহাতে অসম্মত হইলে একজনের সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কা আছে।"

ডাক্তার নীরস স্বরে বলিলেন, "কে সেই একজন? তাহার পরিচয় কি?"

আ-উও বক্ষঃস্থলে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া কাতরভাবে বলিল, "এই হতভাগাই সেই

লোক। আমি ডিটেক্‌টিভ, একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভের সহকারী! আমি যদি এখন টেলিফোনে কর্ত্তাকে আমার গতিবিধির সংবাদ না জানাই, তাহা হইলে আমি কোথায় আসিয়াছি বা কোথায় যাইতেছি, তাহা তিনি জানিতে পারিবেন না। কাল প্রভাতে আমার মৃতদেহ হয়ত সমুদ্র-তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইবে, এবং আমার হত্যাকাণ্ডের কথা কেহই জানিতে পারিবে না। টেলিফোনের ফি আমি এখনই দিতেছি।"—সে তৎক্ষণাৎ এক পাউণ্ডের একখানি নোট বাহির করিয়া ডাক্তারের সম্মুখে ধরিল।

ডাক্তার দেখিলেন—তত রাত্রে পরিশ্রম করিয়া রোগী দেখিতে যাইলে যে দর্শনী মিলিত, তাহা তিনি রোগী না দেখিয়া ঘরে বসিয়াই পাইতেছেন; এতদ্ভিন্ন একটি বিদেশী ডিটেক্‌টিভ যুবক বিপন্ন হইয়া তাঁহার টেলিফোনটি ব্যবহার করিতে চাহিতেছে, তাহাতে আপত্তিরও কোন কারণ ছিল না। ডাক্তার তাহার নিকট হইতে নোটখানি গ্রহণ করিয়া তাহাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং টেলি-ফোন দেখাইয়া দিলেন।

আ-উও কাহাকে কি বলে তাহা শুনিবার জন্য ডাক্তারের কৌতূহল হওয়ায় তিনি তাহার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আ-উওর যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা বলিল। মিঃ ব্লেক তাহার প্রেরিত সংবাদ পাইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। ডাক্তার সকল কথা শুনিয়া আ-উওকে বলিলেন,"তুমি ত টেলিফোনে সংবাদ দিলে; কিন্তু তোমার কর্ত্তা এখানে আসিয়া কিরূপে জানিবেন তুমি কোথায়, কত দূরে গিয়াছ? তিনি তোমার অনুসরণ করিতে না পারিলে কি উপায়ে তোমার সন্ধান পাইবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

আ-উও বলিল, "মহামান্য মহাশয়, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কাগজ ছিঁড়িয়া খেলা করে, আমিও তাহাদের মত কাগজ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পথ দিয়া চলিয়া যাইব; পথে সেই ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রাগুলি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মহামান্য রবার্ট ব্লেক আমার অনুসরণে সমর্থ হইবেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "রবার্ট ব্লেক? তুমি কি বলিতে চাও লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ

ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেকের তুমি সহকারী ? তাঁহারই আদেশে তুমি গোয়েন্দাগিরি করিতে বাহির হইয়াছ ? একথা তুমি আমাকে আগে বল নাই কেন ? (why did n't you say so before ?) পথে কাগজের টুক্‌রা ফেলিতে ফেলিতে যাইবে, সেই কাগজ দেখিয়া তিনি তোমার অনুসরণ করিবেন ? এ ত ভারী মজার ফন্দী ! আমি কতকগুলি কাগজ তোমাকে ছিঁড়িয়া দিতেছি ; সেগুলি লইয়া যাইবার জন্য একটি ঝুলিও তোমাকে দিতে পারিব। প্রথমেই তোমার বলা উচিত ছিল তুমি ব্লেকের সহকারী। আমি যখন লণ্ডনের হাসপাতালে চিকিৎসা করিতাম, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। আমি তোমাকে কতকগুলি নীল কাগজ ছিঁড়িয়া দিতেছি।”

ডাক্তার কাগজ ছিঁড়িতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলে স্মিথ টেলিফোনে মিঃ ব্লেককে জানাইল, পথে সে নীল কাগজের টুক্‌রা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যাইবে।

ডাক্তার একটি থলিতে কতকগুলি নীল কাগজের টুক্‌রা দিয়া আ-উওকে বলিলেন, “এই টুক্‌রাগুলির অতিরিক্ত কয়েকখানি নীল কাগজও তোমাকে দিতেছি ; যদি টুক্‌রাগুলিতে না কুলায় তাহা হইলে আস্ত কাগজগুলি ছিঁড়িয়া টুক্‌রা করিও। এখন তুমি যাও, আর আমার ঘুমের ব্যাঘাত করিও না। সারাদিন ঘুরিয়া আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ; এজন্য তাড়াতাড়ি তোমাকে বিদায় করিতে বাধ্য হইলাম। ব্লেকের সঙ্গে তোমার দেখা হইলে তাঁহাকে আমার কথা বলিও।”

আ-উও ডাক্তারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে আসিল, এবং ট্যাক্সির টায়ারের চিহ্ন দেখিয়া সেই পথে সাইকেল চালাইতে লাগিল ; কিন্তু সে বুঝিতে পারিল সে যাহার অনুসরণ করিতেছিল সে কোন হিংস্র আরণ্য জন্তু অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ হইতে পারে।

আ-উও তাহার মোটর-সাইকেলের ল্যাম্পের আলোকে তাহার অগ্রগামী ট্যাক্সির চক্র-চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিল সেই ট্যাক্সি সমভূমি অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়াছিল, এবং ঢালু পথ দিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিয়াছিল। সে সেই পথে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল ; কিন্তু

পাহাড়ের নীচেই সমুদ্র। আ-উঙের আশঙ্কা হইল অন্ধকারে তাহার সাইকেল হঠাৎ পথ হইতে স্খলিত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ নৈশ শিশির-পাতে সেই পাহাড়ে' পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, আরও একটা আশঙ্কার কারণ ছিল। আ-উঙ যে ট্যাক্সির অনুসরণ করিয়াছিল, তাহার আরোহীরা সেই পাহাড়ের উপর কোন স্থানে লুকাইয়া থাকিলে অন্ধকারে সে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না; কিন্তু তাহার সাইকেলের মাথার ল্যাম্পের আলোকে তাহাকে দেখিয়া গুলী করিলে সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না; সুতরাং সে তাহার মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ করিল, এবং গাড়ীর আলো নিবাইয়া প্রভাতের প্রতীক্ষায় পথের ধারে বসিয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘকাল পথশ্রমে ক্ষুধা হওয়ায় অবশিষ্ট রুটি ও পনীরে উদর পূর্ণ করিয়া একটা সিগারেট মুখে গুঁজিল, এবং শীতে সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হওয়ায় সে বসিয়া না থাকিয়া অবশেষে সেই অন্ধকারেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু সময় আর কাটে না; এ রকম কষ্টের রাত্রি সহজে কাটিতে চায় না। তথাপি রাত্রির অবসান হইল। ঊষালোকে চারি দিক সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইল। পাহাড়ের উপর অসমতল পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল; সেই পথ নৈশ শিশিরে সিক্ত হইলেও আ-উঙ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া পথের বুকে ট্যাক্সির টায়ারের চিহ্ন দেখিতে পাইল। সে বুঝিতে পারিল পথ আরও দূরে গিয়া শৃঙ্গান্তরালে অদৃশ্য হইয়াছিল।

আ-উঙ কোন দিকে জনমানবের সাড়া শব্দ পাইল না। পর্ব্বতের উপর একখানিও কুটীর ছিল না। সে তাহার ছোরা খাপ হইতে খুলিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিল; তাহার পর ট্যাক্সির টায়ারের চিহ্নের অনুসরণ করিল। সে সারা পথ সেই নীল কাগজ ছড়াইতে ছড়াইতে আসিয়াছিল। এখানেও সে ডাক্তার-প্রদত্ত থলি হইতে নীল কাগজের টুক্‌রাগুলি বাহির করিয়া তাহা পথে ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রসর হইল; কিন্তু সে সাইকেলে গিরিপথের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াও ট্যাক্সির সন্ধান পাইল না।

আ-উঙ তাহার সাইকেল হইতে নামিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিল।

সে বুঝিতে পারিল ট্যাক্সি সেই পথে আসিয়াছিল, কিন্তু ফিরিবার কোন চিহ্ন সে দেখিতে পাইল না। অন্য দিকেও ট্যাক্সি চালাইবার পথ ছিল না; তবে ট্যাক্সি কোথায় গিয়াছে? কিছু দূরে পাহাড়ের প্রান্তসীমা সমুদ্রের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়াছিল। ট্যাক্সি নৈশ অন্ধকারে সেই স্থানে আসিয়া ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া পিছ্‌লাইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল কি না কে বলিবে? পথের পাহারাদারের নিকট সে শুনিয়াছিল ট্যাক্সির ব্রেকের দোষে ট্যাক্সিচালক ট্যাক্সি থামাইতে না পারায় তাহাকে চাপা দেওয়ার উপক্রম করিয়াছিল। ব্রেকের দোষে ট্যাক্সি নির্দ্দিষ্ট স্থানে না থামিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। আ-উও ট্যাক্সির সন্ধান পাইল না; অথচ তাহা পাহাড়ের উচ্চতম অংশে আরোহণ করিয়াছিল, ইহার অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান।

আ-উও স্পন্দিত বক্ষে পাহাড়ের কিনারায় উপুড় হইয়া পড়িয়া বহু নিম্নে গিরি-পাদমূলে সমুদ্র-তরঙ্গের অশ্রান্ত লীলা-রঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সে দেখিল ফেনমুকুটিত তরঙ্গরাশি সবেগে গিরি-পাদমূলে প্রতিহত হইয়া দূরে সরিয়া যাইতেছিল; আবার উদ্দাম নৃত্যে ফিরিয়া আসিতেছিল।

আ-উও সেই ফেনোর্ম্মিমুখর উদ্বেলিত সাগর-বারির উদ্দাম নৃত্য সন্দর্শন করিবার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই ক্রমনিম্ন গিরি-অঙ্গের বিভিন্ন অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে এক প্রান্তে অনতিপ্রশস্ত একটি সুদীর্ঘ ঝিঁক দেখিতে পাইল। সেই ঝিঁকটি কিছুদূর ব্যাপিয়া ধারীর মত গিরি-অঙ্গে সংলগ্ন ছিল। আ-উও লক্ষ্য করিয়া দেখিল পাহাড়ের প্রান্তস্থিত এক অংশ ঢালু হইয়া বক্রভাবে সেই ঝিঁকের ঊর্দ্ধে প্রসারিত ছিল। সেই ঝিঁকের উপর সে একখানি জীর্ণ, ভগ্ন, পুরাতন হল্‌দে ট্যাক্সি দেখিতে পাইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া ব্যবহারের নিতান্ত অযোগ্য মনে হইলেও উহা যে ট্যাক্সি—ইহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

আ-উও উঠিয়া সেই স্থানের চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিল; কিন্তু ট্যাক্সি কিরূপে সেই দুর্গম অংশে নীত হইয়াছিল, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। সে তাহার গন্তব্য পথের চিহ্ন রাখিবার জন্য কাগজ ছড়াইতে ছড়াইতে পাহাড়ের

প্রান্তস্থিত পূর্ব্বোক্ত ঢালু অংশ দিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিল, সম্মুখে আর পথ নাই! সে বুঝিতে পারিল ট্যাক্সিখানি সবেগে সেই ঝিঁকের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐভাবে চূর্ণ হইয়াছিল, এবং ঝিঁকের কাঁধায় বাধিয়া থাকায় তাহা গড়াইয়া সমুদ্রে পড়ে নাই; কিন্তু ট্যাক্সির চালক কোথায়? ট্যাক্সির সহিত সে সেখানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল কি না, আ-উও তাহা বুঝিতে পারিল না।

ট্যাক্সির নিকট উপস্থিত হইবার জন্য তাহার আগ্রহ প্রবল হইল; কিন্তু সেই স্থানে নামিবার কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই স্থানটি পরীক্ষা করিয়া, পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি গুল্ম দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইল সেই সকল গুল্ম অবলম্বন করিয়া, ও সতর্কভাবে নিম্নস্থিত প্রস্তরখণ্ডে পা রাখিয়া, অতিকষ্টে সেখানে নামিতে পারা যায় বটে, কিন্তু দৈবাৎ হাত পা ফস্‌কাইলে আর রক্ষা নাই: সেই ঝিঁকের উপর পড়িয়া দেহ চূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও আ-উও নিরুৎসাহ বা চেষ্টায় প্রতিনিবৃত্ত হইল না। সে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া গুল্মরাশি দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া, সেই ভাঙ্গা ট্যাক্সির নিকট উপস্থিত হইল। সে মনে মনে বলিল, "ট্যাক্সি-ড্রাইভার কোথায় কি উপায়ে সরিয়া পড়িল, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! সে কি পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া গিয়াছে, না, কোন এরোপ্লেনের সাহায্যে উদ্ধার লাভ করিয়াছে?—এই দুইটি উপায়ই তাহার আয়ত্তের অতীত বলিয়া মনে হয়।"

দীর্ঘকালের চেষ্টায় সে সেই ঝিঁকের উপর নামিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া গাড়ীখানা পরীক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ীতে যে সকল কাচ ছিল তাহা চূর্ণ হইয়াছিল, এবং লোহার পাতগুলি বাঁকিয়া 'তুবড়াইয়া গিয়াছিল। ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ খণ্ড খণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সে গাড়ীর ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল ট্যাক্সির পরিচালন-চক্রের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া একজন লোকের উদরের ভিতর প্রবেশ করায় সেই লোকটিকে টানিয়া সেই স্থান হইতে সরাইবার উপায় ছিল না; সেই ভাঙ্গা হুইলের সঙ্গে সে গাঁথিয়া গিয়াছিল! লোকটি কৃষ্ণাঙ্গ। তাহার মুখ চূর্ণ

হওয়ায় আ-উও তাহার মুখের গঠন দেখিতে পাইল না। তাহার মাথার চুল-গুলি দেখিতে পশমের মত, তাহা কোঁকড়া, এবং রক্তে তাহা রাঙা হইয়া গিয়াছিল।

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। লোকটা যখন বুঝিতে পারিয়াছিল গাড়ী আর রক্ষা করিবার উপায় নাই, গাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য, তখন সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল না কেন, আ-উও তাহা বুঝিতে পারিল না।

আ-উও অস্ফুট স্বরে বলিল, "হতভাগাটা লাফাইয়া পড়িলেই ভাল করিত; হয়ত তাহাকে খোঁড়া হইতে হইত, কিন্তু এভাবে পেট ফুটা হইয়া, মাথা ভাঙ্গিয়া মরিতে হইত না। অদ্ভুত ব্যাপার বটে! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; মিঃ ব্লেক এখানে আসিলে তিনি মাথা ঘামাইবার একটা জিনিস পাইবেন। হয়ত তিনি এই রহস্য—"

কিন্তু সে কথাটা শেষ করিতে পারিল না; তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোল-ধ্বনিতে সে অন্য কোন শব্দ শুনিতে না পাইলেও হঠাৎ তাহার মনে হইল তাহার কি একটা ভীষণ বিপদ আসন্নপ্রায়! সে কিরূপ বিপদ, এবং তাহা কোন্ দিক হইতে কি ভাবে আসিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে আতঙ্কবিহ্বল নেত্রে সেই ঝিঁকের উভয় দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিল সেই ঝিঁকুটির দুই মুড়া ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পাহাড়ের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু ঝিঁকের কোন দিক হইতেই সে কোন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিল না। অতঃপর ঊর্দ্ধে গিরিশিখরে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল! সে দেখিল গিরিচূড়ার পাঁচ সাত হাত নীচে কতকগুলি আল্‌গা প্রস্তরস্তূপের মধ্যস্থলে স্থাপিত একটি স্তূপে উপবিষ্ট ভীষণাকৃতি একটি অদ্ভুত জানোয়ার তাহার দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া দাঁত মুখের বিকট ভঙ্গি করিতেছিল! তাহার সুগোল চক্ষুদুটি অগ্নিময় ভাঁটার মত জ্বল্-জ্বল্ করিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোহিতবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত। তাহার শুভ্র দন্তশ্রেণী দীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ। আ-উও দেখিল—সেই জানোয়ারটা তাহার পদপ্রান্তবর্ত্তী একখণ্ড বৃহৎ

আল্‌গা পাথর গড়াইয়া দিয়া তাহার আঘাতে তাহাকে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ করিবার জন্য দুই হাতে সেই পাথরখানি ঠেলিতেছিল!

আ-উও সেই পাথরখানি দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিল জানোয়ারটা যেরূপ বলবান, তাহাতে সেই আল্‌গা পাথরখানি দুই হাতে ঠেলিয়া তাহা নীচে গড়াইয়া দেওয়া তাহার অসাধ্য হইবে না; সে যেখানে দাড়াইয়া ছিল, তাহা ঠিক সেই স্থানে আসিয়া পড়িবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে চক্ষুর নিমেষে বিড়ালের মত লাফাইয়া কয়েক গজ দূরে সরিয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পাথরখানি সবেগে গড়াইয়া আসিয়া সশব্দে ঝিকের উপর পড়িল।

আ-উও আর একটু দূরে সরিয়া-দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই বিশালকায় জানোয়ারটাকে দেখিতে লাগিল। ঐ জাতীয় জানোয়ার সে পশুশালায় পূর্ব্বেও দেখিয়াছিল; এইজন্য সে চিনিতে পারিল—উহা ওরাং-ওটাং। ওরাং-ওটাং যে ঐরূপ বৃহৎ হয়, ইহা সে পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারে নাই। অধ্যাপক বিম্যানের অন্তর্দ্ধানের সহিত তাহার গৃহে একটি বৃহৎ ওরাং-ওটাংএর আবির্ভাবের সম্বন্ধ ছিল—ইহা সে জানিত; এইজন্য তাহার অনুমান হইল সেই জানোয়ারটাই কোন উপায়ে সেখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। আ-উও ওরাং-ওটাংটার সর্ব্বাঙ্গ সুস্পষ্টরূপে দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সমুদ্র-বক্ষ হইতে উৎক্ষিপ্ত কুজ্ঝটিকারাশি ক্রমশঃ গাঢ় হওয়ায় তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। সেই সময় আর একখানি পাথর ওরাং-ওটাংটার পদপ্রান্ত হইতে গড়াইয়া আসিতে দেখিয়া আ-উও লাফাইয়া একটু বেশী দূরে সরিয়া গেল; কিন্তু তখনও সে নিরাপদ হইতে পারিল না। তৃতীয় বার আর একখান পাথর সেইভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার দেহের কয়েক ইঞ্চিমাত্র দূরে পড়িল।

আ-উওকে ঐভাবে সরিয়া যাইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ ওরাং-ওটাং 'খ্যাক্‌-খ্যাক্‌' করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিল; তাহার পর আ-উও পাহাড়ের নিম্নস্থ ঝিকের যে পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই পার্শ্বে সরিয়া আসিয়া কয়েক গজ নিম্নে নামিল, এবং একখান পাথরের উপর বসিয়া আরও দুই একবার ঐরূপ শব্দ করিল। আ-উওর মাথায় নিক্ষেপের জন্য নিকটে কোথাও কোন আল্‌গা পাথর

আছে কি-না সে মাথা ঘুরাইয়া আশে পাশে চাহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল।

ওরাংটা তখন এত নীচে নামিয়াছিল যে, আ-উওর আশঙ্কা হইল—সেটা হয়ত সেই স্থান হইতে আর একটি লাফ দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িবে; এইজন্য আ-উও আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে তাহার ছোরাখান কোষমুক্ত করিল। ছোরাখান অতি ভীষণ অস্ত্র। তাহার ফলা আট ইঞ্চি দীর্ঘ; তাহার বিস্তার দুই ইঞ্চিরও অধিক, এবং তাহা ক্ষুর অপেক্ষাও তীক্ষ্ণধার। তাহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় তাহা ঝক্-মক্ করিতে লাগিল।

আ-উও সেই ছোরা আস্ফালন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওরে নচ্ছার বানর! দেখি তোর কত সাহস—একবার নামিয়া আয়। আমি তোর সর্ব্বাঙ্গ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিব। তোর মাংসে হাঙ্গরের পেট ভরিবে।"

ওরাংটা তাহার কথা বুঝিতে না পারুক, তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে সেই সাংঘাতিক ছোরার দিকে চাহিয়া আ-উওর কাছে আসিতে সাহস করিল না। দুই এক মিনিট পরে সে লাফাইয়া পাহাড়ের উচ্চতর অংশে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং আয় কতকগুলি ছোট বড় পাথর সংগ্রহ করিয়া একত্র সঞ্চিত করিল। তাহার পর এক একখানি পাথর দুই হাতে তুলিয়া লইয়া আ-উওর মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আ-উও অতি কষ্টে কয়েকবার মাথা বাঁচাইল বটে, কিন্তু অবশেষে একখানি পাথর সবেগে তাহার কাঁধে পড়িল। সে সেই আঘাতে আহত হইয়া পড়িতে পড়িতে অতিকষ্টে সাম্‌লাইয়া লইল বটে, কিন্তু কাঁধের যন্ত্রণায় বড় কাতর হইল, এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল; সে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া বসিয়া পড়িল; সেই মুহূর্ত্তে আর একখানি পাথর সবেগে তাহার হাঁটুতে পড়িল। সেই আঘাতে সে সেই স্থানে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল, আর উঠিয়া বসিতে পারিল না।

ওরাং যে পাথরগুলি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা সমস্তই নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সে

নিরস্ত্র হইল। যদি তাহার নিকট আর একখানিও পাথর থাকিত, এবং তাহা আ-উওর মস্তকে নিক্ষেপ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার আর জীবনের আশা থাকিত না; তাহার মৃতদেহ সেই স্থানেই পড়িয়া থাকিত। নিকটে আল্‌গা পাথর না থাকায় ওরাংটা আরও কতকগুলি পাথর সংগ্রহের জন্ম একটু দূরে চলিয়া গেল। আ-উও সেই সুযোগে অতি কষ্টে উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পূর্ব্বোক্ত ভাঙ্গা ট্যাক্সির নিকট উপস্থিত হইল, এবং মাথা বাঁচাইবার জন্ম তাহার আড়ালে লুকাইল।

কয়েক মিনিট পরে ওরাংটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিল। সে আ-উওকে দেখিতে না পাইয়া সক্রোধে চারি দিকে চাহিতে লাগিল, শেষে যখন বুঝিতে পারিল আ-উও গাড়ীর আড়ালে লুকাইয়া আছে, তখন সে সেই ভাঙ্গা গাড়ীর উপর ও তাহার আশে পাশে দমাদম্ শব্দে পাথর ফেলিতে লাগিল; কিন্তু আ-উওর সৌভাগ্যক্রমে সেগুলি তাহার দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না। অবশেষে গাড়ীর উপর হইতে বিক্ষিপ্ত একখান পাথর তাহার আহত স্কন্ধে আঘাত করিল। তাহা তেমন জোরে না লাগিলেও সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সে পুনর্ব্বার আহত হইতে পারে এই আশঙ্কায় গাড়ীর আড়াল হইতে বাহির হইয়া সেই ঝিকের শেষপ্রান্তে পলায়ন করিল।

ওরাংটা পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া সেই দিকে যাইতে উদ্যত হইল। সেই সময় তাহার মাথার উপর দিয়া বোঁ করিয়া একটা গুলী চলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে পিস্তলের গম্ভীর গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি হইল।

পিস্তলের শব্দে আ-উও আশ্বস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সাড়া দিল। মুহূর্ত্তপরে কিছু দূরে হুইস্‌ল-ধ্বনি হইল। সেই শব্দ শুনিয়া আ-উও বুঝিতে পারিল আগন্তুক তাহার চিৎকার শুনিতে পাইয়াছেন। তখন সে যথাসাধ্য গলা ছাড়িয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। (began to shout for all he was worth.)

অতঃপর আ-উও যে আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাইল তাহার দূরত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছিল। অবশেষে যে গিরিচূড়ার প্রান্তভাগে আগন্তুকের দ্রুত পদধ্বনি শুনিতে পাইল।

ক্ষণকাল পরে কাপ্তেন মিন্‌টো গিরিচূড়া হইতে নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "হাল্লো আ-উও! তুমি ঐখানে? আহত হইয়াছ কি?"

আ-উও সেই সঙ্কীর্ণ ঝিঁকের উপর দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, আঘাত পাইয়াছি, কিন্তু তেমন অধিক নহে। সেই দুর্দান্ত জানোয়ারটা আমাকে লক্ষ্য করিয়া পাথর ছুড়িতেছিল; তাহারই দুই-একটার আঘাতে অল্প আহত হইয়াছি। ঐ দেখুন সেই ট্যাক্সির অবস্থা! মাননীয় মিঃ ব্লেক কি আপনার সঙ্গে আসিয়াছেন?"

মিন্‌টো বলিলেন, "তিনি সেই জানোয়ারটাকে শিকার করিবার চেষ্টায় সেটার অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। জানোয়ারটা পিস্তলের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছে; বোধ হয় চারিশত গজ দূরে চলিয়া গিয়াছে। পিস্তলের গুলী অত দূরে পৌঁছিবে বলিয়া ত মনে হয় না।—ঐ যে তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিতেছি।"

মিন্‌টো হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ব্লেক, আমরা এইদিকে আছি। —আমিই আপনার কাছে যাইতেছি।"

মিঃ ব্লেক অবশেষে মিন্‌টোর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "নির্ব্বিঘ্নে সে সরিয়া পড়িয়াছে। ওদিকে কুয়াসা এরূপ গাঢ় যে, তাহা প্রাচীরের মত আমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়াছিল। সেই সময় আমার মনে হইল মোটর-সাইকেলের শব্দ শুনিতে পাইলাম। এখানে কোন সূত্র আবিষ্কারের আশা আছে কি? একে একে সকল কথা বল।"

মিঃ ব্লেক মিন্‌টোর কথা শুনিতে শুনিতে গিরিচূড়া-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন; তাহার পর অনেক চেষ্টায় সেই ঝিঁকের উপর নামিয়া নিগ্রোটার বিকলাঙ্গ পরীক্ষা করিলেন; পরে মিন্‌টোর সাহায্যে বিকলাঙ্গ মৃতদেহটি ভাঙ্গা ট্যাক্সি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার পকেটগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাহার পকেটে ধূমপানের পাইপ, এক কৌটা তামাক, খানিক সূতা, একখানি পুরাতন ছুরী, পাঁচ ছয় শিলিংএর রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা, এবং একখানি দলা-করা কাগজ পাইলেন। কাগজখানিতে কি কতকগুলা লেখা ছিল; কোন খুট-

আখুরের হস্তাক্ষর বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; কিন্তু তাহা পড়িতে পারা গেল। মিঃ ব্লেক পত্রখানি খুলিয়া প্রসারিত করিয়া পাঠের চেষ্টা করিলেন; যথাসাধ্য চেষ্টায় তিনি পাঠ করিলেন,—

"আমি আর এ কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমি ও বুড়াকর্ত্তা এই-ভাবে পলাইতেছি। পুলিশ একটা লোকের পাছে তাড়া করিয়া কি করিল? এজন্য তাহাদের লজ্জা হয় না? নেল ব্রাউনেরও লজ্জিত হওয়া উচিত। সে বলিয়াছিল—আমাকে বিবাহ করিবে; কিন্তু সে সেই জানোয়ারের সঙ্গে পলাইয়াছে। এজন্য জেব লিট্‌ল সকলের কাছে বিদায় লইতেছে। পুঃ—আটা নাই।"

মিন্‌টো পত্রখানির মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিলেন, "তবে ইহা কি আত্মহত্যা? সেই যুবতী উহাকে প্রত্যাখ্যান করায় ও কি মনের দুঃখে গিরিচূড়া হইতে স্বেচ্ছায় এখানে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হুম্! কিন্তু ঠিক কি ভাবে এই কালা আদমীটা মরিল? উহার মুখমণ্ডল এভাবে ছেঁচিয়া গিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় কেহ হাতুড়ির আঘাতে উহার নাক মুখ গুঁড়া করিয়া দিয়াছে! উহার মুখ হইতে প্রচুর রক্তপাত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; তুমি সেরূপ রক্ত দেখিতে পাইয়াছ কি? উহার দেহ অসাড় ও শক্ত হইয়া গিয়াছে। উহার মুখের রক্ত ধুইলে উঠিবে না। আমার ধারণা, গাড়ীখান কাল সন্ধ্যার সময় এখানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই কালা আদমী চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে মারা গিয়াছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; এইজন্য আমার অনুমান, এইভাবে গিরিচূড়া হইতে পতন উহার মৃত্যুর কারণ নহে। মৃতদেহটা কেহ এখানে আনিয়াছিল, তাহার পর তাহা গাড়ীর পরিচালন-চক্রের সঙ্গে গাঁথিয়া-রাখিয়া গিরিচূড়া হইতে গাড়ীসহ এখানে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।"

আ-উও বলিল, "আপনার অনুমান সত্য হইতে পারে; কিন্তু ট্যাক্সি চালাইয়া আনিয়াছিল কে? আমি এখানে আসিবার সময় পথের ধারে একজন পাহারা-দারের দেখা পাইয়াছিলাম; পথ মেরামত উপলক্ষে সে ভাঙ্গা পথে পাহারা

দিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি একটা কালা আদমী এই ট্যাক্সি চালাইতেছিল। সে সেই পাহারাদারকে কর্কশ ভাষায় গালি দিয়াছিল; সুতরাং এই কালা আদমীটা তখন জীবিত ছিল সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন, সেই লাল বানরটা—"

মিঃ ব্লেক আ-উওর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "সেই কালা আদমীটা এবং লাল বানরটা অভিন্ন জীব, ইহাই আমার ধারণা আ-উও! সেই কালা আদমীটার সর্ব্বাঙ্গ লাল বানরের চামড়ায় এভাবে আচ্ছাদিত ছিল যে, তাহাকে দেখিলে লাল বানর বলিয়াই ভ্রম হইত। সে সেই বানরের চামড়া অতি সহজেই তাহার দেহ হইতে অপসারিত করিতে পারিত। লোকটি অত্যন্ত চট্‌পটে, বোধ হয় ব্যায়ামে তাহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। যে এরোপ্লেনের নিম্নস্থিত দোদুল্যমান দোলনা ধরিয়া নানাভাবে কসলৎ করিতে পারে, সে যে ট্যাক্সিখান পাহাড়ের উর্দ্ধস্থিত দুর্গমপথে চালাইয়া আনিতে পারিবে, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ আছে কি? সে গাড়ীর পা-দানে দাঁড়াইয়া ট্যাক্সি চালাইয়াছিল; এবং যেখানে ট্যাক্সির টায়ারের দাগ দেখিবার উপায় নাই, এরূপ তৃণহীন কঠিন পাথরের উপর দিয়া তাহার ধার ঘেঁসিয়া অগ্রসর হইয়াছিল।"

আ-উও বলিল, "বুঝিলাম; কিন্তু তখনই সে এখান হইতে চলিয়া গেল না কেন? তাহার ত পলায়নের যথেষ্ট সুযোগ ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি স্থির করিয়াছিল তাহা অনুমান করা অসাধ্য; তবে আমার ধারণা, সে সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া সব ঠিক আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, সে তোমাকে এখানে আসিতে দেখিয়াছিল, বা তোমার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল: এইজন্য সে উর্দ্ধস্থিত ঐ ধারীর আড়ালে লুকাইয়া ছিল। তাহার পর তাহার মনে হইয়াছিল সে তোমাকে হত্যা করিবার যে উৎকৃষ্ট সুযোগ পাইয়াছে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে, তোমাকে হত্যা করিয়া একটা প্রকাণ্ড অসুবিধা দূর করিবে; তাহা হইলে তাহার ধরা পড়িবার আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না। এত বড় একটা প্রলোভন সে কি করিয়া ত্যাগ করে?"

মিঃ ব্লেক এই কথা বলিয়া আ-উওর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। আ-উও মুখ কাচু-মাচু করিয়া তাহার আহত কাঁধে হাত বুলাইতে লাগিল; কারণ তখন পর্য্যন্ত তাহার বেদনার উপসম হয় নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এখন ঈষ্টবোর্ণে গিয়া সেখানকার পুলিশের সঙ্গে দেখা করিব। আমরা তোমাকে টানিয়া গিরিচূড়ায় তুলিয়া লইব; কারণ তুমি আহত দেহ লইয়া নিজের চেষ্টায় উপরে উঠিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না, পারিলেও তোমার যন্ত্রণা-বৃদ্ধি হইবে; সুতরাং তোমার সেরূপ চেষ্টা না করাই উচিত। আমি যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসি ততক্ষণ এখানে থাকিবে।"

মিঃ ব্লেক নিগ্রোটার মৃতদেহের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পর চিন্তাকুল চিত্তে মাথা নাড়িয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ কাণ্ড

কুঞ্চিত কেশ ও ধাতব তন্ত্রী

আ-উও লোষ্ট্রাঘাতে আহত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই আঘাতে তাহার দেহের কোন অংশের অস্থি স্থানচ্যুত হয় নাই; কোন হাড়ও ভাঙ্গে নাই। আঘাতের যন্ত্রণায় সে ক্ষুধামান্দ্যও বুঝিতে পারে নাই। তাহার আহত অঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া তাহাতে বেদনানাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক মিণ্টো সহ হোটেলের ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন আ-উও সুস্থ যুবকের ন্যায় খাদ্যরাশি নিঃশেষিত করিয়াছে। আ-উও নূতন সংবাদ শুনিবার আশায় তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক আ-উওর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "জটিলতা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে! মৃতদেহের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, মৃতদেহের পরীক্ষায় তাহা যে অমূলক নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ যখন তুমি সেই পাহাড়ের নিম্নস্থিত ঝিঁকের উপর লোকটার মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিলে, তাহার প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার মুখে প্রচণ্ড আঘাত করায় তাহার নাক মুখ এভাবে চূর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইয়াছিল যে, মুখ চিনিবার উপায় ছিল না; কিন্তু সেই আঘাত তাহার মৃত্যুর কারণ নহে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার মুখমণ্ডল ঐ ভাবে বিকৃত করা হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ—কোন তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র দ্বারা তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করা হইয়াছিল। সেই আঘাতেই সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। শেষ কথা শুনিয়া তুমি বোধ হয় অত্যন্ত বিস্মিত হইবে আ-উও! সেই অদ্ভুত কথাটি এই যে, তাহাকে নিগ্রো বলিয়া ধারণা হইলেও সে নিগ্রো নহে।"

আ-উও দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া, গভীর

বিস্ময়ে বলিল, "কিন্তু চামড়ার তত কালো রঙ, পশমের মত সেই চুলগুলি যদি নিগ্রোর না হয়, তবে কি আপনার আমার হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে সময় আমি তাহাকে সর্ব্ব-প্রথম দেখিয়াছিলাম, সেই সময় মুখের কালো রঙ দেখিয়া তাহা তাহার স্বাভাবিক বর্ণ কি না এবিষয়ে সন্দেহ হইয়াছিল। আমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য এক প্রকার রাসায়নিক চূর্ণ তাহার দেহ-চর্ম্মের উপর ঘর্ষণ করিতেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম; কোন এক প্রকার ধাতব লবণ (Metallic salt.) তাহার দেহ-চর্ম্মে সজোরে মর্দ্দন করায় ত্বকের শুভ্র বর্ণ নিগ্রোর দেহ-চর্ম্মের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, সাদা চামড়া কালো হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, সেই চূর্ণটি 'নাইট্রেট অফ্ সিল্‌ভার' ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তাহার মস্তকের কেশে যথেষ্ট পরিমাণে এসিড ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহারই ফলে চুলগুলি ঐরূপ কুঞ্চিত হইয়াছিল; সেই কুঞ্চিত কেশ-রাশি পশমের ন্যায় প্রতীয়মান করাও আদৌ কঠিন নহে। বস্তুতঃ, লোকটি শ্বেতাঙ্গ এবং—"

আ-উও তাঁহার কথায় বাধা দিয়া গভীর আগ্রহে বলিল, "অধ্যাপক বিম্যান নহেন ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত সেইরূপই সন্দেহ। আমি মিঃ কারুথার্সকে মৃতদেহ সনাক্ত করিতে পাঠাইয়াছি। সে হয়ত চিনিতে পারিবে-উহা অধ্যাপকের মৃতদেহ কি না। ঘণ্টা-দুইএর মধ্যেই তাহার এখানে ফিরিবার সম্ভাবনা আছে। কোন নিগ্রোকে মোটর-সাইকেলে চলিতে দেখা গিয়াছে কি না পুলিশ তাহারও সন্ধান লইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

আ উও বলিল, "এখন কি করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেলা বারটার সময় করোনারের তদন্ত আরম্ভ হইবার কথা; সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। আমি আমাদের পুরাতন বন্ধু ইন্‌স্পেক্টর হারকারকে ইতিপূর্ব্বেই এই সকল সংবাদ জানাইয়া অনুরোধ করিয়াছি তিনি যেন সেই ট্যাক্সি-সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগ্রহ করিবার

চেষ্টা করেন ; জেব লিটল নামক কোন ব্যক্তির সহিত সেই ট্যাক্সির কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহাও অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছি। আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট মনে করিতে পার।”

আ-উও বলিল, “কিন্তু এই সকল লুকোচুরি ব্যাপারের প্রয়োজন কি? মৃত-দেহটি যদি সেই হতভাগ্য অধ্যাপকের দেহ বলিয়াই সনাক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার মৃতদেহ ওভাবে বিকৃত করিয়া কাহার কি লাভ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অধ্যাপক সম্বন্ধে আমরা কি জানিতে পারিয়াছি? আমরা এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি যে, অধ্যাপক বিম্যান সংপ্রতি যে তথ্য আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কার; সেই আবিষ্কারের ফলে বিপুল অর্থ লাভের সম্ভাবনা ছিল। আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি যে, তাঁহার এই আবিষ্কারটিকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন বুঝিয়া, অধ্যাপক বিম্যান মার্কিন কোটীপতি মিঃ লোরিংকে সকল কথা লিখিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মিঃ লোরিং বুঝিতে পারিয়াছিলেন এই নবাবিষ্কৃত দ্রব্যটির ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইলে তাঁহারও প্রচুর লাভের সম্ভাবনা ছিল। এই জন্যই তিনি অধ্যাপক বিম্যানের সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ব্যক্তি অধ্যাপক বিম্যানের আবিষ্কারের সন্ধান জানিতে পারিয়া, অধ্যাপকের সহিত ধনকুবের লোরিংএর সাক্ষাৎ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, সে অধ্যাপকের আবিষ্কারের সকল তথ্য নষ্ট করিবার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। ইহার অর্থ এই যে, সেই প্রকাণ্ড লাভের ব্যবসায়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, ব্যবসায়টি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সেজন্য চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু কেন?—সে বিষয়ের আলোচনা পরে হইবে।

“সেই আবিষ্কারটি কি, তাহা একমাত্র অধ্যাপক বিম্যান ভিন্ন সম্ভবতঃ দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি জানিত না। তাহার খুটিনাটি বিবরণ (details of the discovery) একমাত্র অধ্যাপকেরই সুবিদিত ছিল; এই জন্যই তাঁহার ঘরের ভিতর যে ব্যাগ ছিল, তাহার ভিতর হইতে কাগজ-পত্র চুরি হইয়াছিল; সেই সকল কাগজ-পত্রের

সন্ধানে তাঁহার দেরাজ খুলিয়া, তাঁহার জিনিস-পত্রাদি ঘাঁটিয়া দেখা হইয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের চেষ্টা সফল না হওয়ায় পরদিন রাত্রে পুনর্ব্বার ঐ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প ছিল। সেদিন রাত্রে আমি ও মিণ্টো অধ্যাপকের বাড়ীতে পাহারায় থাকায়, সেই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহার ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; এবং লোরিংএর সহিত অধ্যাপকের কোন সংস্রব ছিল, ইহা যাহাতে প্রকাশিত না হয় তাহার উপায় বিধানের জন্য তাহারা সচেষ্ট ছিল। তাহারা অধ্যাপকের আবিষ্কার পণ্ড করিবার জন্য যে সকল ভাড়াটে গুণ্ডা নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ অধ্যাপকের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, এবং তাহারা তাঁহার নিকটেই থাকিত। তাহারা তাঁহার অসতর্কতার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা সেই সুযোগ পাইবামাত্র তাঁহার বুকে ছুরী মারে; তাহার পর তাঁহাকে তুলিয়া সেই ট্যাক্সিতে নিক্ষেপ করিয়া ট্যাক্সি চালাইতে আরম্ভ করে। সেই সময় ট্যাক্সিচালক নিগ্রোটা ব্যস্ততা বশতঃ ওরাংএর চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিবার সুযোগ না পাওয়ায়, তাহার ওভারকোট দ্বারা মস্তকটি আবৃত করিয়া পথের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়াছিল। সেই সময় পূর্ব্বোক্ত মাতালটা তাহাকে সেই অবস্থায় ট্যাক্সি চালাইতে দেখিয়াছিল; এই জন্য তাহার ধারণা হইয়াছিল, মস্তকহীন ড্রাইভার সেই ট্যাক্সি চালাইতেছিল!

"তখন তাহাদের প্রথম সঙ্কল্প এই হইয়াছিল যে, অধ্যাপক বিম্যানের মৃতদেহ এ ভাবে লুকাইয়া ফেলিতে হইবে যে, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের রহস্য কেহ যেন বুঝিতে না পারে। এতদ্ভিন্ন, সেই হল্‌দে রঙের ট্যাক্সিখানাও যাহাতে ধরা না পড়ে—তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়াছিল। সেই ট্যাক্সির মালিক যদি বাহিরের কোন লোক হইত, তাহা হইলে ট্যাক্সিখানার সন্ধান পাওয়া তেমন কঠিন হইত না; এইজন্যই আমার ধারণা, যে নিগ্রোটা ওরাংএর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল, ট্যাক্সিখান তাহারই সম্পত্তি। উহাদের দলের কোন চতুর লোক সম্ভবতঃ উহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—ট্যাক্সি-চালকের চেহারা নিগ্রোর মত করিতে পারিলে তাহাকে সনাক্ত করা অত্যন্ত দুরূহ হইবে। এই পরামর্শানুসারে তাহার রঙ কালো করা হইয়াছিল; কেশগুলিও নিগ্রোর কেশের

অনুরূপ করিবার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু বিম্যানের দেহ নিগ্রোর দেহের মত কৃষ্ণবর্ণ করা হইলেও, তাঁহার মুখ দেখিয়া কেহ তাঁহাকে চিনিয়া সনাক্ত করিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে তাঁহার মুখ অস্ত্রাঘাতে বিকৃত করা হইয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল অধ্যাপকের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলেও উহা জেব লিট্‌লের দেহ বলিয়াই পুলিশের ধারণা হইবে। কেহই অধ্যাপকের সন্ধান পাইবে না। যদি মৃতদেহটি আবিষ্কার করিতে দুই এক দিন বিলম্ব হইত, তাহা হইলে তাহাদের এই আশা পূর্ণ হইত; কিন্তু আ-উও! তোমার অসাধারণ অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, এবং রহস্য ভেদের জন্য আন্তরিক চেষ্টা যত্নের ফলে তাহাদের এই ফিকির বিফল হইয়াছে। আমরা করোনারের নিকট সাক্ষ্য দিয়াই জেবের সন্ধানে বাহির হইব।"

কাপ্তেন মিন্‌টো বলিলেন, "আপনি যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা সমস্তই অনুমান মাত্র। মনে করুন, যদি প্রমাণ পাওয়া যায়—মৃতদেহটি অধ্যাপকের মৃতদেহ নহে, তাহা হইলে আমরা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ দুইএ দুইএ যোগ করিয়া যদি চার না হইয়া পাঁচ হয়—তাহা হইবে স্বীকার করিব—এই ব্যাপারের আগা গোড়াই পাগলামি; আমার সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুয়ো!"

কিন্তু তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল! কারুথার্স মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া অতি সহজেই তাহা অধ্যাপক বিম্যানের দেহ বলিয়া সনাক্ত করিতে সমর্থ হইল। কারণ তাঁহার মণিবন্ধে উল্কি দ্বারা তাঁহার নাম খোদিত ছিল। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার দেহের অন্য দুই একটি পরিচিত চিহ্ন দেখিয়া—উহা যে অধ্যাপকেরই মৃতদেহ, এবিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল।

করোনার রায় প্রকাশ করিলেন—অধ্যাপককে হত্যা করা হইয়াছে।—এই রায় প্রকাশের পরমুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেক তাঁহার বন্ধুদের লইয়া সরিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরা অনেক সময় উপকার করে বটে, কিন্তু এক এক সময় তাহাদিগকে জঞ্জাল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহাদের

লেখালেখির ফলে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হয়। আমরা লণ্ডনে পৌঁছিয়া দৈনিকগুলির অনুগ্রহে বিম্যানের অন্তর্দ্ধান-রহস্য সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত সংবাদ শুনিতে পাইব। অনেক নূতন রহস্য কল্পনার চাষে গজাইয়া উঠিবে! এখন চল, আমরা বাহির হইয়া পড়ি।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার মোটর-কারে উঠিয়া চালকের আসন অধিকার করিলেন। তিনি গাড়ী লইয়া যেন উড়িয়া চলিলেন! লণ্ডনের যে সকল পথে যান বাহনের অত্যন্ত ভীড়, সেই সকল পথে তিনি শকট-বেগ হ্রাস করিলেও শকটের গতি ঘণ্টায় পঁচিশ মাইলের ন্যূন হইল না। কারুথার্স তাঁহার গাড়ীতেই ছিল; সে বাড়ীর কাছে উপস্থিত হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন তদন্ত যেভাবে অগ্রসর হইবে তাহা তিনি তাহাকে জানাইবেন। কারুথার্স তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে গাড়ী পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক ডকের নিকট উপস্থিত হইয়া একখানি ক্ষুদ্র দোকানের সম্মুখে গাড়ী থামাইলেন। সেই দোকানের একটি জানালার কাচের আড়ালে তৃণপূর্ণ পিঞ্জরে কয়েকটি সাদা খরগোষ খেলা করিতেছিল, এবং দ্বারের সম্মুখে দোদুল্যমান আর একটি পিঞ্জরে একটি হীরামন পক্ষী অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।—উহা পশুপক্ষীর দোকান।

ব্লেক তাঁহার গাড়ী হইতে নামিয়া সঙ্গীদের বলিলেন, "ইহা টম বার্ণির দোকান। কাল রাত্রে আমি টেলিফোনে তাহাকেই কথা বলিয়াছিলাম। চল, দোকানের ভিতর গিয়া টমের সঙ্গে দেখা করি। লোকটার অদ্ভুত প্রকৃতি; কিন্তু টাকা দিয়া খুসী করিতে পারিলে তাহার নিকট কায পাওয়া যায়। টাকা খাইয়া সে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে না, বা মিথ্যা সংবাদ দিয়া কায নষ্ট করে না। টমের নিকট খাঁটি সংবাদ পাইবার আশা আছে।"

টম খর্ব্বকায় হইলেও স্থূলাকার। দেহের তুলনায় তাহার হাত দুইখানি বৃহৎ; তাহার গালে মুখে পক্ষীর চঞ্চুর ও পোষা জানোয়ারের নখর-চিহ্ন বর্ত্তমান,—পশু-পক্ষীকে আদর ও চুম্বন করায় তাহাদের ভালবাসার নিদর্শন! তাহার মস্তকের কেশগুলি লোহিতাভ, মুখ ঈষৎ ম্লান। মিঃ ব্লেকের আহ্বানে

সে একটা বানরের খাঁচার নিকট হইতে ব্যস্তভাবে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল।

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই টম তাঁহাকে বলিল, "আমি আপনার আদেশে সন্ধান লইয়াছিলাম কর্ত্তা! কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারি নাই। দুই চারি দিনের মধ্যে এদেশে কোন ওরাং আমদানী হয় নাই, এইরূপই জানিতে পারিয়াছি। ঐ জানোয়ার কোন কোন বড় লোকের পশুশালায় দুই একটি আছে; কোন কোন সার্কাশের দলে থাকিলেও দুই একটির অধিক নাই। কিন্তু আপনি যে জানোয়ারটার সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, কোন পশুশালায় বা সার্কাসের দলে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া ত মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও সেই রকমই মনে হয় টম! কিন্তু অভিনয় দেখায়, এরূপ কোন নকল ওরাংএর সন্ধান পাও নাই? কোন লোক ওরাংএর ছদ্মবেশে কোথাও খেলা দেখাইতেছে—এ সন্ধান তোমার জানা নাই?"

টম বার্ণি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "ওঃ, আপনার কথা এবার বুঝিতে পারিয়াছি। হাঁ, মনে হইয়াছে বটে, ডেভ্‌লিনরা ঐ রকম দুটো ওরাং লইয়া খেলা দেখায়; কিন্তু তাহারা ত এখন এ অঞ্চলে নাই। আমার বিশ্বাস, তাহারা এখন মিড্‌ল্যাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের জানোয়ার দুটোর একটার নাম নেব, অন্যটার নাম জেব। নেবটা বড়ই দুর্দ্দান্ত; সে দলের ম্যানেজারকে কাম্‌ড়াইয়া জখম করিয়াছিল। এজন্য ম্যানেজার তাহাকে খাঁচার বাহিরে আনিতে সাহস করে না। শুনিয়াছি সেটা আসল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি নাম বলিলে? জেব? জেব লিট্‌ল নয় কি? সে আসল ওরাং নয়? তবে সে কি কোন নিগার?"

টম বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, শুনিয়াছি সে একটা নিগার; কিন্তু ওরাংএর ছদ্মবেশে তাহাকে মানুষ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই! সে আসল ওরাংএর মতই অভিনয় করে; কাম্‌ড়াইতে উদ্যত হয়; কিন্তু নেবটা আসল। নেব একবার ক্ষেপিয়া গিয়া—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "এখানে তাহাদের আড্ডা কোথায় ?"

টম বলিল, "ক্লিমটন্ ষ্ট্রীটের শেষ মুড়ায়—২৭নং বাড়ী। সেই বাড়ীর পাশেই একটা পুরাতন বড় গুদাম আছে। অন্য পাশে গ্যারেজ। সেই বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে আপনার কষ্ট হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই জেব লিট্‌ল কি রকম লোক ?"

টম বলিল, "দেখুন কর্ত্তা, আমি কাহারও নিন্দা করিতে চাহি না; কিন্তু ঐ রকম লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে ইচ্ছা হয় না। টাকা দিয়া তাহাকে বশীভূত করা কঠিন বলিয়া ত মনে হয় না; আরও শুনিয়াছি গোপনে সে ফন্দীবাজদের সাহায্য করে। কিন্তু সে ছদ্মবেশী ওরাং, ইহা কাহাকেও জানিতে দেয় না; তবে আমার চোখে ধুলা দেওয়া একটু কঠিন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ধন্যবাদ। আশা করি তুমি তাহার সম্বন্ধে শীঘ্র কোন কথা শুনিতে পাইবে না; তবে যদি সে আসামীর কাঠরায় দাঁড়ায়, তখন তাহার সম্বন্ধে অনেক কথাই হয় ত শুনিতে পাইবে। যাহা হউক, আমি তোমাকে কিছু বকশিস্ দিতেছি লইয়া রাখ। যদি তাহাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলে আবার তোমাকে খুসী করিব।"—তিনি একখানি নোট তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

টম মিঃ ব্লেকের প্রদত্ত নোটখানি সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়, আপনি তাহার সন্ধান পাইবেন। আপনার চেষ্টা সফল হউক কর্ত্তা, নমস্কার।"

তাহারা টমের দোকান হইতে বাহির হইলে মিন্টো বলিলেন, "ঠিক সন্ধান পাইলেন কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, একটু সূত্র পাইলাম বটে; কিন্তু সে সেই আড্ডায় ফিরিয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়। সেই আড্ডাটা বেশী দূরে নয়, একবার সন্ধান লওয়া যাক।"

মিঃ ব্লেক নানা পথ ঘুরিয়া অবশেষে একটা গলির মোড়ে উপস্থিত হইলেন। সেই গলির অন্য প্রান্তে একটি পুরাতন গুদাম; তাহার প্রাচীর দ্বারা গলির সেই

মুখ বন্ধ দেখিলেন। পূর্ব্বে নদীর ধারে সেই অংশে মহাজনদের বড় বড় গুদাম ছিল; কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় বাণিজ্য ব্যবসায় বন্ধ থাকায় গুদামগুলিও বন্ধ হইয়াছিল; কতক মেরামতের অভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কোন কোনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল ঐরূপ কোন পরিত্যক্ত গৃহ জেব লিট্লের আড্ডা।

তাঁহারা তিনজনে গলির ভিতর সন্ধান লইয়া সেই গুদামের এক পাশে গ্যারেজের আঙ্গিনার মত একটি স্থান দেখিতে পাইলেন। একজন লোক একটি গ্যারেজ হইতে একখান মোটর-কার সেই আঙ্গিনায় বাহির করিয়া ধুইতেছিল। সে তাঁহাদিগকে দেখিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন, "আমরা জেব লিট্লকে খুঁজিতে আসিয়াছি।"

লোকটা বলিল, "সে ত ঘরে নাই। সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইবেন না। তাহার যে কিছু জিনিস-পত্র ছিল, তাহা লইয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কালই গিয়াছে, বোধ হয় আর এখানে ফিরিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহার ঘর দেখিয়া যাইব।"

তিনি তাহার সঙ্গে আর কোন কথার আলোচনা না করিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন মিন্টো তাঁহার ঠিক পাশেই ছিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক সেই গৃহের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি করিলেন, মিন্টোও তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেকের হাতে সরু সন্নার মত যে সূচ্যগ্র কঠিন পদার্থ ছিল, তাহার সাহায্যে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন; তাহার পর তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেই দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

ঘরের ভিতর তাঁহারা স্তূপাকার খড়ের সোঁদা গন্ধ পাইলেন; সেখানে প্যাকিং করিবার উপযোগী কতকগুলি সামগ্রী চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তাড়াতাড়ি পলায়নের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এগুলি কি?"

একটি সঙ্কীর্ণ বেঞ্চির নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি পাতলা কাচের কতকগুলি

সরু টুক্‌রা স্তূপীকৃত দেখিয়া ঐ কথা বলিলেন; কিন্তু সেই সকল কাচ নাড়িয়া-চাড়িয়া তাহার ভিতর বৈদ্যুতিক ল্যাম্পের কয়েকটি গোড়া দেখিতে পাওয়ায় বুঝিতে পারিলেন সেই কাচগুলি ভাঙ্গা ল্যাম্পেরই অংশ! অতঃপর তিনি কয়েকখণ্ড কাচ হাতে লইয়া পরীক্ষা করিলেন; এবং ঐরূপ ল্যাম্পের গোড়ায় রৌপ্যসূত্রবৎ কোঁকড়ান চুলের মত তার দেখিয়া বলিলেন, "জেবের খাসা বুদ্ধি আছে, তাহার পরিচয় পাইলাম। আমার বিশ্বাস, এই সূক্ষ্ম তার ট্যানু-টেলমের তন্তু। উও, তুমি এই পদার্থের নাম শুনিয়াছ?"

আ-উও বলিল, "ট্যান্‌টেলম্? উহা কি কোন ধাতু?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ধাতু ত বটেই; ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ধাতু। কলম্‌-বাইট নামক একপ্রকার খনিজ পদার্থ হইতে ইহা সংগৃহীত হয়; কিন্তু কলম্‌-বাইট যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। দুই একটি দেশ হইতে ইহা আমদানি করা হয়। ইহার খনি অত্যন্ত দুর্লভ। ষ্টিরিয়াতে ইহার একটি মাত্র খনি আছে; ইহা প্রধানতঃ সেই খনি হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ব্যবসা একটি জর্ম্মান ও অষ্ট্রীয়ান কোম্পানার একচেটে। তাহারা এই সামগ্রীর ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। এই পদার্থের সাহায্যে যে সকল বৈদ্যুতিক ল্যাম্প প্রস্তুত হয় তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এজন্য তাহাদের মূল্য অত্যন্ত অধিক। এতদ্ভিন্ন, ইহা হইতে রেডিওর অতি উৎকৃষ্ট 'বাল্‌ব' নির্ম্মিত হয়। আজ কাল পৃথিবীর সভ্যদেশ মাত্রেই রেডিওর আদর যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে রেডিওর উপাদান হিসাবে এই সামগ্রীর আদর যে শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।"

কাপ্তেন মিন্‌টো বলিলেন, "আপনার কথা বুঝিলাম বটে; কিন্তু একটা বিষয় এখনও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি নাই। এই নিগারটা কি উদ্দেশ্যে পুরাতন বৈদ্যুতিক ল্যাম্পগুলি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়াছে? সে কি ট্যান্‌টেলম্‌-তন্তুগুলি বাহির করিয়া-লইয়া ল্যাম্প-প্রস্তুতকারীদের নিকট সেগুলি বিক্রয় করিয়াছে? তাহার মতলবটা কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য; আমরা অবিলম্বে সেই

কোম্পানীর এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, জেব লিট্‌ল সম্বন্ধে সে কি জানে তাহা শুনিয়া লইব।"

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ পরীক্ষা করিতে করিতে দেওয়ালে একটি ক্ষুদ্র কাবোর্ড দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা খুলিয়া তাহার ভিতর একখানি পুরাতন করাত ও অন্যান্য অস্ত্র দেখিতে পাইলেন; কিন্তু সেগুলি সমস্তই মরিচা-ধরা।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"এখানে আর কোন জিনিস দেখিতেছি না। ভিতরটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি। কৈ আ-উওকে ত দেখিতেছি না। সে কোথায়?"

কাপ্তেন মিন্‌টো বলিলেন, "সে বোধ হয় এই অট্টালিকার অন্য দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোরিংএর খাস-মুহুরী আমাদিগকে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে পারিবে বলিয়া আপনার মনে হয় কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজই আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহার মনিবের হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে কোন কোন কথা তাহার জানা থাকিতেও পারে; তবে একথাও সত্য যে, বিপুল অর্থের যে সকল মালিক মূলধন বিনিয়োগে বিভিন্ন কারবার পরিচালিত করে, তাহাদের গুপ্তকথা অন্যে জানিবার সুযোগ পায় না। তাহারা অত্যন্ত চাপা লোক। যাহা হউক, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়া আমরা পশ্চিম দিকে যাইব এবং—ও কি?"

তাঁহারা গল্প করিতে করিতে অন্য দিকে গিয়াছিলেন; তাঁহারা সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া পাকশালার দ্বারে দাঁড়াইতেই সিঁড়ির দিক হইতে ভীষণ যন্ত্রণাসূচক গোঙানী তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। তাঁহাদের মনে হইল কেহ কাহারও কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়া শ্বাস রুদ্ধ করায় অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার রুদ্ধকণ্ঠ হইতে ঐরূপ শব্দ নিঃসারিত হইতেছিল!

আ-উও সেই কক্ষে লিট্‌ল্‌ জেবের পরিত্যক্ত নিদর্শনে সন্তুষ্ট হইতে না পারায়, বিশেষতঃ, মিঃ ব্লেকের আবিষ্কৃত ট্যান্‌টেলম্‌ তুচ্ছ সামগ্রী ভাবিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল, এবং দোতালার কোন কক্ষে আবিষ্কারযোগ্য কোন সামগ্রী ছিল কি না তাহাই দেখিতে গিয়াছিল। সে সিঁড়িতে উঠিয়া দুই পায়ের পাতায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

দোতালার কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত থাকায় আ-উও ঐভাবে সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া দেখিল, ঘর খালি। চারিটি কক্ষের দুইটি কক্ষে কোনও প্রকার আসবাব-পত্র ছিল না; মেঝের উপর পুরু ধূলা। আ-উও সেখানে কিছু না দেখিয়া সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া দোতালার ঊর্দ্ধস্থিত চিলেকোঠার দরজার নিকট উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেওয়ালের পাশে কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত একটি শয্যা দেখিতে পাইল। সেই শয্যার পার্শ্বে মেঝের উপর দুইটি গাম্‌লা, পাকা কলার খোসা, আধখানা নারিকেল, এবং খানিক পাউরুটিও তাহার দৃষ্টিগোচর হইল; কিন্তু সেই দিকে একবার মাত্র চাহিয়া সে দ্বিতীয়বার আর সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সুযোগ পাইল না। হঠাৎ সে তাহার ঘাড়ে একখানি কঠিন হস্তের স্পর্শ অনুভব করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একগাছা শক্ত দড়ির ফাঁস তাহার গলায় আঁটিয়া বসিল! সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিবামাত্র তাহার মস্তকের পশ্চাতে এরূপ প্রচণ্ডবেগে দণ্ডাঘাত হইল যে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তখন তাহাকে সেই রজ্জুদ্বারা একটি কড়িকাঠে ঝুলাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইল। সেই সময় একটা বলবান বেঁটে নিগ্রো তাহার সম্মুখে আসিয়া কট্‌মট্‌ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার চক্ষুদুটি হইতে যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল। আনন্দে ও উৎসাহে তাহার ভীষণ মুখ বিকটাকার ধারণ করিল। তাহার পর নিগ্রোটা বিড়ালের মত একটা লাফ দিয়া সেই কক্ষের খোলা জানালার ধারীর উপর উঠিল, এবং একটা দড়ি ধরিয়া তাহাতে ভর দিয়া বানরের মত নীচের আঙ্গিনার দিকে চাহিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক ও মিন্‌টো পাকশালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নিগ্রোটা তখনও পূর্ব্বোক্ত ধারীর উপর বসিয়া ছিল। আ-উও শ্বাসরোধের উপক্রম দেখিয়া দুই হাতে গলার ফাঁসটা আলগা করিবার চেষ্টা করিতে করিতে সাহায্য লাভের আশায় গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে তৎপূর্ব্বেই তাহার চেতনা-সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া নিগ্রোটা ধারীর উপর হইতে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। মিঃ ব্লেক আ-উএর আর্ত্তনাদ শুনিয়া সিঁড়ি দিয়া দ্রুতবেগে সেই দিকে আসিতে লাগিলেন।

অদূরে পদশব্দ শুনিয়া নিগ্রোটা বিস্ফারিত নেত্রে সিঁড়ির দিকে চাহিল; তাহার পর সেই রজ্জু অবলম্বন করিয়া এরূপ প্রচণ্ডবেগে এক লাফ দিল যে, সেই এক লাফে সে আঙ্গিনা-সন্নিহিত অন্য একটি অট্টালিকার ছাদের আলিসার উপর আশ্রয় লইল! সেই দড়িটা গুদামের মাথায় বাঁধা ছিল, এবং তাহার সাহায্যেই সে লাফাইয়া সেই সুপ্রশস্ত ব্যবধান অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ছাদ হইতে অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক চিলেকোঠায় প্রবেশ করিয়া আ-উওর অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু তখন আর চিন্তা করিবার অবসর ছিল না; তিনি তাড়াতাড়ি তাহার দোদুল্যমান দেহ কড়ি-কাঠ হইতে নামাইয়া গলার ফাঁস কাটিয়া দিলেন। আ-উওর অচেতন দেহ মেঝের উপর অসাড় ভাবে পড়িয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক পশ্চাতে চাহিয়া দ্বারপ্রান্তে কাপ্তেন মিনটোকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহাকে বলিলেন, "ব্যাপার কি, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। আমি কৃত্রিম উপায়ে উহার শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। তুমি জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখ।"

মিঃ ব্লেক [illegible] শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মিনটো জানালার দিকে চাহিয়া নিগ্রো-পরিত্যক্ত রজ্জুটি দেখিতে পাইলেন; তাহা তখনও সেখানে দুলিতেছিল।

মিনটো বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন; তিনি বলিলেন, "যে শয়তান আ-উওর এই অবস্থা করিয়াছে—সে এই সুদীর্ঘ দড়ি ধরিয়া এখান হইতে ঐ বাড়ীর ছাদে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দড়িটা হাতে পাইবে?"

আ-উও মিঃ ব্লেকের শুশ্রূষায় তখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিল। সে পড়িয়া থাকিয়া অল্প অল্প হাঁপাইতে লাগিল।

মিনটো ব্লেকের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "দড়ির মুড়াটা অনেক দূরে ঝুলিতেছে, নাগাল পাইব না; বিশেষতঃ, সেই শয়তান ঐ ছাদে লাফাইয়া-পড়িয়া চম্পট দিয়াছে। আমি নীচে নামিয়া গিয়া তাহার অনুসরণের চেষ্টা করিব।"

তিনি মিঃ ব্লেকের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিলেন,

এবং সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া সেই সঙ্কীর্ণ গলির প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। সেই গলির সমান্তরাল আর একটি পথ দেখিতে পাওয়ায়, সেই পথের ধারে যে সকল অট্টালিকা ছিল, তিনি তাহাদের ছাদের দিকে চাহিতে চাহিতে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু পলাতকের সন্ধান না পাওয়ায় গলির মাথায় আসিয়া শেষ বাড়ীখানির ছাদ হইতে তাহার বনিয়াদ পর্য্যন্ত আগাগোড়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

সেখানি অনতিবৃহৎ দোকান-ঘর। তাহার বাতায়ন সুরঞ্জিত, এবং তাহাতে সোনালী অক্ষরে কি একটা নাম লেখা ছিল। মিন্‌টো সেই লেখাগুলির দিকে দুই এক মিনিট চাহিয়া-থাকিয়া পাঠ করিলেন, 'হোয়াইট লাইট ট্যান্‌টেলম্-ল্যাম্প-কোং লিঃ।"

মিন্‌টো মনে মনে বলিলেন, "এই ত দেখিতেছি ট্যান্‌টেলম্ কোম্পানী। তবে কি জেব লিট্‌ল তাহার সংগৃহীত ধাতুনির্ম্মিত স্তম্ভগুলি এখানে আনিয়া দিত? যে শয়তান আ-উওকে ঐ ভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—ইহা যদি তাহারই কায হয়, তাহা হইলে—"

মিন্‌টো তাড়াতাড়ি সেই অট্টালিকার দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলেন দ্বার খোলা ছিল। তিনি উন্মুক্ত দ্বার-পথে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন; কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি সম্মুখবর্ত্তী একটি কক্ষে প্রবেশ করিতেই একটি কাঠরার অন্তরালে একজন বিদেশীকে উপবিষ্ট দেখিলেন। সে রঙিন চশমা চোখে আঁটিয়া একটি ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি লিখিতে-ছিল।

কাপ্তেন মিন্‌টোর পদশব্দে লোকটি মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিল, "কি দরকার?"

মিন্‌টো বলিলেন, "জেব লিট্‌ল নামক একজন নিগ্রোকে আপনি চেনেন কি? সে ঐ পাশের গলির ২৭নং বাড়ীতে বাস করে।"

লোকটি বলিল, "কোন্ রাস্তায়?"

মিন্‌টো বলিলেন, "ক্লিম্‌টন ষ্ট্রীটে।"

লোকটি বলিল, "কাহার কথা বলিলেন ? একটা নিগ্রো ?—হাঁ, তাহাকে চিনি।"

লোকটার চেহারা দেখিয়া ও তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মিন্টোর ধারণা হইল—লোকটি উত্তর-জর্ম্মানীর অধিবাসী।

তিনি বলিলেন, "তাহাকে কোথায় দেখিয়াছেন ?"

দোকানদার বলিল, "আমাদের এই দোকানে। আমরা ল্যাম্পে যে তন্তু ব্যবহার করি, সে মধ্যে মধ্যে সেই তন্তু লইয়া আসে, এই জন্যই তাহাকে চিনি; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না। হাঁ, তাহাকে চোখের দেখা দেখিয়াছি মাত্র।"

মিন্টো বলিলেন, "সে কি এখানে আসিয়াছিল ? আমি জানিতে চাই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কেহ নীচে নামিয়া আসিয়াছিল কি না। জেবকে আমরা দেখিতে চাই। আমার বিশ্বাস, সে একগাছা রজ্জুর সাহায্যে তাহার বাস-গৃহের ছাদ হইতে আপনাদের এই দোকানের ছাদে অল্পকাল পূর্ব্বে লাফাইয়া পড়িয়াছিল।"

মিন্টোর কথা শুনিয়া লোকটা হাতের কলম ফেলিয়া-রাখিয়া গভীর বিস্ময়ে তাহার চশমার ভিতর দিয়া কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি বলিলেন ? সেই নিগ্রোটা তাহার ঘরের ছাদ হইতে আমাদের ছাদে লাফাইয়া পড়িয়াছিল ?—সেই নিগ্রো ঐ রকম লাফ দিয়াছিল ?—আমাদের ছাদে ঐ ভাবে আসিলে কি অনধিকারপ্রবেশ হয় না ?—তা আপনার অনুমান মিথ্যাই বা বলি কি করিয়া ? একজন একটু আগে আমাদের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু আমি একমনে লিখিতেছিলাম, এজন্য কে গেল তাহা চাহিয়া দেখি নাই। মুখ তুলিয়া চাহি নাই, তবে কিরূপে তাহাকে দেখিব ? আমার কপালে আর এক জোড়া চোখ থাকিলে বোধ হয় তাহার উপর নজর পড়িত। দোতালায় আর একটা আফিস আছে; সেই আফিস হইতে কেহ নামিয়া গিয়াছে কি না তাহাই বা কি করিয়া বলি ? তা আপনি সেই নিগ্রোটার সন্ধান করিতেছেন কেন ?"

মিন্টো গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে মানুষ খুন করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

ব্যাপার বড় সহজ নহে! ফৌজদারীর ব্যাপার! তাহার সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, তাহা গোপন না করিয়া খুলিয়া বলুন। অপরাধীর কথা জানিয়া শুনিয়া গোপন করা আইনতঃ অপরাধ—ইহা আপনার জানা থাকিতে পারে, এবং জানা না থাকিলে 'জানি না' বলিয়া অপরাধ এড়াইতে পারা যায় না।"

দোকানদার নিস্তব্ধ ভাবে তাঁহার সকল কথা শুনিয়া বলিল, "না মহাশয়, আমি নির্ব্বিরোধ দোকানদার মানুষ, আইন অমান্য করিয়া ফ্যাসাদে পড়িবার জন্য আমার আগ্রহ নাই। আমাকে ভয় দেখাইয়াও আপনার কোন লাভ নাই; কারণ আমি সেই নিগ্রোটা সম্বন্ধে এরকম কোন কথা জানি না, যাহা আপনাকে বলিয়া আইনের মান রক্ষা করিতে পারি। সে কখন কখন ধাতুনির্ম্মিত তম্ব বিক্রয় করিতে আসিত, আমরা তাহা কিনিয়া লইতাম; তাহার সম্বন্ধে ইহার অধিক কোন সংবাদ আমার জানা নাই। আমাদের কোম্পানী ট্যান্টেলমের ব্যবসাটা নিজেদের হাতে রাখিতে চাহেন; এজন্য আমরা পুরাতন ল্যাম্পের ট্যান্-টেলম্ পাইলে তাহা হাত-ছাড়া না করিয়া, যাহার নিকট পাই তাহারই নিকট হইতে কিনিয়া লই। তবে আপনার নিকট তাহার গুণের কথা শুনিলাম, এবার সেই রাস্কেলকে দেখিতে পাইলে ধরিয়া রাখিব; তাহাকে ছাড়িয়া দিব না।"

মিন্‌টো বলিলেন, "সে পরের কথা পরে হইবে। আপনি বলিলেন যে লোকটা নামিয়া গিয়াছে, তাহাকে আপনি চক্ষু তুলিয়া দেখেন নাই; সুতরাং সে চলিয়া গিয়াছে কি না এবিষয়ে যখন আপনি নিঃসন্দেহ নহেন, তখন আপনাকে একবার উপরে গিয়া তাহার সন্ধান লইতে হইবে। হয়ত সে এখনও সেখানে লুকাইয়া থাকিয়া পলায়নের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। আপনি উঠুন, আমি দরজায় পাহারায় থাকিলাম।"—লোকটা উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে আসিল।

মিঃ ব্লেক সেই সময় আ-উওকে সঙ্গে লইয়া সেই দোকানের দ্বারে আসিয়াছিলেন। আ-উও তাঁহার পরিচর্য্যায় উঠিয়া চলিবার শক্তি লাভ করিলেও তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই; তখনও তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। মিঃ ব্লেক বুঝিয়াছিলেন, তাহার চলিতে কষ্ট হইবে; এই জন্য তিনি তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি সেই দোকানের ভিতর অগ্রসর হইয়া মিন্‌টোকে বলিলেন, "আ-উও অনেকটা সুস্থ হইয়াছে; আশা করি শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইবে। আমরা তাহাকে ঐ সময় দেখিতে না পাইলে তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইত। সে বলিতেছিল, সে একখান কালো হাত মাত্র দেখিতে পাইয়াছিল। মুহূর্ত্ত পরেই তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ায় তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে লোকটার চেহারা দেখিতে পায় নাই, কিন্তু—" তিনি হঠাৎ নীরব হইলেন। দোকানের নামটা সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি বিদেশীটার দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ট্যান্‌টেলম্‌ এখানে ?"

মিন্‌টো বলিলেন, "যে বদ্‌মায়েস আ-উওকে ফাঁসে ঝুলাইয়া হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল সে না কি এই দোকানের দোতালা হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়াছে। জেব লিট্‌ল এই দোকানে আসিয়া তাহার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত—সেই সংবাদও শুনিতে পাইয়াছি। এ অবস্থায় এই বাড়ীটার সকল অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখা কি আপনি উচিত মনে করেন না ?"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ নিগ্রোটা এক মাইল তফাতে সরিয়া পড়িয়াছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। সে কিরূপ দ্রুতগামী তাহা তোমার জানা থাকিলে তুমি তাহাকে এখানে দেখিতে পাইবার আশা করিতে না। আমার সন্দেহ—"—তিনি হঠাৎ নীরব হইয়া নির্নিমেষনেত্রে সেই অট্টালিকার জানালার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে যে জর্ম্মান কোম্পানীর কথা বলিয়াছি, এই দোকান তাহাদেরই শাখা-কার্য্যালয় বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা হউক, আর এখানে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠ।"

মিঃ ব্লেক মিন্‌টোকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া অদূরবর্ত্তী থানার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি একাকী গাড়ী হইতে নামিয়া থানার বারান্দায় উঠিলেন। মিন্‌টো গাড়ীতে বসিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহাকে দেখিয়া সসম্মান অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহাকে কি বলিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার সহিত দুই এক মিনিট আলাপ করিয়া গাড়ীতে

ফিরিয়া আসিলেন এবং পশ্চিম দিকে গাড়ী চালাইতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা একজন ডাক্তারের ডাক্তারখানার সম্মুখে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। মিঃ ব্লেক আ-উওকে ডাক্তারের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার ভার লইবার জন্ম মিন্‌টোকে সেখানে থাকিতে বলিলেন; তাহার পর তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণের সময় বলিলেন, "তুমি আ-উওর ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব মিলান হোটেলে আসিবে। সেখানে আমি মিস্ গর্ডনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব; তাহার পর—"

মিন্‌টো বলিলেন, "কোথায় সেই রাস্কেলকে খুঁজিতে হইবে, তাহা আপনি জানেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? আমার বিশ্বাস, একরূপ কোন সূত্রের সন্ধান পাইব—যাহার উপর নির্ভর করিয়া তদন্তে অগ্রসর হইতে পারিব। যখন যেখানে যাইতেছি সেইখানেই এক-একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতেছে! হয়ত একটা সংবাদেই সকল রহস্যের মূলোদ্ঘাটন হইবে।"

মিন্‌টো বলিলেন, "সেই সংবাদটি কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আবিষ্কৃত জিনিসটার নাম। বিম্যান যে খনিজ পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার নামটি আবিষ্কার করাই এখন প্রধান কায। তুমি আ-উওকে সান্ত্বনা দিবে। বেচারা বড় দমিয়া গিয়াছে, উহাকে আশা ভরসা দিও।—উও, তুমি স্বেচ্ছায় আর ফাঁসে গলা বাড়াইও না; ঔষধ লইয়া মিণ্টোর সঙ্গে আসিও।"

সপ্তম কাণ্ড

অধ্যাপক বিম্যানের গুপ্ত রহস্য

অল্পকাল পরে মিঃ ব্লেক মিস্ গর্ডনের নিকট তাঁহার নামের যে কার্ড পাঠাইলেন, তাহাতে তাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য কি তাহাও সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইলেন। মিলান হোটেলের ম্যানেজার মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মিস্ গর্ডন আপনার সহিত দেখা করিবেন কি না সন্দেহ; কারণ সংবাদ-পত্রের রিপোর্টাররা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিয়া গিয়াছেন—কাহাকেও যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে দেওয়া না হয়; তবে আপনি ইন্স্পেক্টর হার্কারের বন্ধু বলিয়া আপনার সম্বন্ধে হয়ত ভিন্ন ব্যবস্থা হইতেও পারে। তথাপি আমার সন্দেহ হইতেছে—"

কিন্তু ম্যানেজারের সন্দেহ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। মিঃ ব্লেকের কাড পাইয়া মিস্ গর্ডন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইল। মিঃ ব্লেক তাহার অভিপ্রায় অনুসারে তাহার বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সে একটি জানালার কাছে বসিয়া নদীর বাঁধের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিল।

মিস্ গর্ডন দৃষ্টি ফিরাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি আসিয়াছেন; ইন্স্পেক্টর হার্কার আমাকে বলিয়াছিলেন আপনি আমাকে দেখিতে আসিবেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি আপনি কয়েকবার নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সে সকল কথা আমাকে খুলিয়া বলেন নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তিনি যে আপনার নিকট আমার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন, এ সংবাদে আমি আনন্দিত হইলাম। আমি আপনার নিকট কোন কোন কথা জানিতে আসিয়াছি; কিন্তু আপনাকে কতকগুলা বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করি, এরূপ ইচ্ছা নাই। যে প্রশ্নটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়,

তাহাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব। আপনার মনিব মিঃ লোরিং অধ্যাপক বিম্যানের সহিত কোনও বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য আটলাণ্টিক পার হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন ; তাঁহাদের সেই পরামর্শের বিষয়টি কি ? অর্থাৎ আমি জানিতে চাই—অধ্যাপক বিম্যান যে গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং যে আবিষ্কারটিকে ব্যবসায়ের উপযোগী করিবার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন বুঝিয়া তিনি মিঃ লোরিংকে অর্থ-বিনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন —তাহার নাম কি ?"

মিস্ গর্ডন বলিল, "মিঃ লোরিং এই বিষয়টি অত্যন্ত গোপন রাখিয়াছিলেন ; কারণ অধ্যাপক তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার ধারণা কেহ কেহ তাঁহার গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেছিল ; এবং তিনি বহু পরিশ্রমে যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা বিফল করিবার জন্য তাঁহার কার্য্যে বাধা দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই নিহত হওয়ায় তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, আমি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানি, তাহা আপনার নিকট গোপন করিতে এখন আর আমার আগ্রহ নাই ; উহা গোপন রাখায় যাঁহাদের স্বার্থ ছিল তাঁহারা উভয়েই মৃত। এ অবস্থায় সে কথা গোপন রাখিয়াই বা ফল কি ? অধ্যাপক বিম্যান দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের নানা স্থানের ভূস্তর পরীক্ষা করিয়া অবশেষে কর্ণওয়াল জেলায় একটি ভূস্তর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক সময় সেখানে টিনের খনি ছিল। সেই খনিতে তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত ভূস্তরে একটি খনিজ পদার্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন ; তাহার নাম—"

মিঃ ব্লেক মিস্ গর্ডনকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "কলম্বাইট ?"

মিস্ গর্ডন সবিস্ময়ে তাঁহা মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন ; কিন্তু এই নাম আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন ? যাহা হউক, এই খনিজ পদার্থ টি যে অত্যন্ত মূল্যবান, এ বিষয়ে মিঃ লোরিং নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। অধ্যাপক তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, তিনি সেই পুরাতন খনি এবং

তাহার সন্নিহিত সমস্ত ভূখণ্ড ইচ্ছানুযায়ী খোঁড়াখুঁড়ি করিবার ও ভূস্তর পরীক্ষা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আর কয়েক দিন পরে তাঁহার সেই অধিকারের সময় উত্তীর্ণ হইত। এইজন্যই মিঃ লোরিং সেই সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এখানে আসিতেছিলেন।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ, আপনার নিকট যে উত্তর পাইলাম তাহাতে কয়েকটি বিষয় পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। এখন আমার আশা হইতেছে আমি মিঃ লোরিং এবং অধ্যাপক বিম্যানের হত্যাকারী দুর্বৃত্তদের ধরিতে পারিব ; কিন্তু আমাদিগকে অবিলম্বে তদন্তে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, নতুবা যাহারা এই অপরাধের জন্য তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তাহাদের সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে। বিদায় মিস্ গর্ডন !"

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া টেলিফোনের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং হার্কারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোরিংএর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করিয়া কিছু জানিতে পারিয়াছ কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, "কিছু না। সেই এরোপ্লেনের নম্বরটা ঝুটা নম্বর ! উহা কোথা হইতে আসিয়াছিল জানিতে পারি নাই ; তবে ঈষ্টবোর্ণের ব্যাপার সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিব, ইহা দুরাশা বলিয়া মনে হয় না। লিট্‌ল জেবের আড্ডাটিও আবিষ্কার করা অসম্ভব হইবে না। আমি আজ রাত্রেই—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "সে সব আমি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। সেই প্রকাণ্ড ওরাংটা যে সূত্র রাখিয়া গিয়াছিল, আমি তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম। জেব ওরাংএর অনুকরণে ঐ সকল দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। গত রাত্রে অধ্যাপক বিম্যানের ইলিংএর বাড়ীতে আসল ওরাংটাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। জেব তাহার বাসস্থান ২৭নং ক্লিম্পটন ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে ; কিন্তু সে পলায়নের পূর্ব্বে আ-উওকে দড়ির ফাঁসে ঝুলাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল সে বেচারাকে অনেক চেষ্টায় বাঁচাইতে পারিয়াছি। তুমি একখান তল্লাসী-পরোয়ানা লইয়া ২৪নং বার্ডেন ষ্ট্রীটের বাড়ী

খানাতল্লাস করিবে। সেই বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? বার্ডেন ষ্ট্রীট ক্লিম্পটন ষ্ট্রীটের পাশে তাহার সমান্তরাল গলিতে অবস্থিত; সুতরাং ২৭নং বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে তোমার কষ্ট হইবে না। সেই বাড়ীতে ওয়াং-এর আবির্ভাবের কোন নিদর্শন আবিষ্কার করিতে পারিবে কি না জানি না; কিন্তু সেই অট্টালিকায় হোয়াইট লাইট ট্যান্টেলম্ কোম্পানীর আফিসে যে লোককে দেখিতে পাইবে তাহাকেই গ্রেপ্তার করিবে। সেই লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান। তাহার মাথার চুলগুলি কালো, নাক খুব লম্বা; তাহার বাঁ গালে শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন আছে; বোধ হয় কাহারও সহিত হাতাহাতি করিবার সময় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছুরিকাঘাত করায় তাহার গালে ঐরূপ ক্ষত হইয়াছিল; সেই ক্ষতচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন,তাহার বাঁ হাতের কিঁচার উপর আগুনে-পোড়া ফোস্কা দেখিতে পাইবে। লোকটার চোখে রঙিন চশমা আছে; তাহা সম্ভবতঃ ছদ্মবেশের উপকরণ। আমি স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টরকে বলিয়া একজন কনষ্টেবলকে সেখানে মোতায়েন রাখিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমার বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে। তুমি আর বিলম্ব করিও না, এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাও; এখন আর কোন কথার প্রয়োজন নাই।"

মিঃ ব্লেক রিসিভার নামাইয়া-রাখিয়া হোটেলের বাহিরে আসিলেন। হোটেলের বাহিরে তাঁহার গাড়ী ছিল। কাপ্তেন মিণ্টো চালকের আসনে বসিয়া ছিলেন। আ-উও অন্য আসনে অবসন্নভাবে পড়িয়া ছিল। সে মিঃ ব্লেককে দেখিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার গলার বেদনায় কথা কহিতে কষ্ট হইল। তাহার গলা তখনও অত্যন্ত ফুলিয়া ছিল। সে কথা কহিতে না পারায় পকেট হইতে অতি কষ্টে নোট-বহি ও পেন্সিল বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের অবগতির জন্য লিখিল, "আমার ধারণা, একজন লোক সাইকেলে আমাদের অনুসরণ করিতেছিল। তাহাকে তিনবার দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি স্থিরভাবে বসিয়া থাক, তোমাকে শীঘ্রই শোয়াইবার ব্যবস্থা করিব। যদি সত্যই কেহ আমাদের অনুসরণ

করে, তাহা হইলে তাহাতে সুফলেরই আশা করিতে পারি; আমাদের কায ইহাতে অনেকটা অগ্রসর হইবে।"

কাপ্তেন মিন্‌টো বলিলেন, "কিন্তু আমি কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পথের দুই দিকে নজর রাখিয়া চল।"—তাঁহারা বেকার ষ্ট্রীটের দিকে চলিলেন, কিন্তু সে পথে কাহাকেও সাইকেলে চলিতে দেখিলেন না। তবে তাঁহাদের দুই ধারে ব'স লরি প্রভৃতির সংখ্যাধিক্যবশতঃ সতর্কভাবে সেই পথ পরীক্ষা করিবার সুযোগ হইল না। আ-উও শয্যায় পড়িয়া থাকিতে আপত্তি করিলেও মিঃ ব্লেক তাহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে শয়ন করাইলেন; অতঃপর মিঃ ব্লেক মিন্‌টোর সহিত আহারে বসিয়া মিস্ গর্ডনের সহিত তাঁহার আলাপের মর্ম্ম মিন্‌টোর গোচর করিলেন।

কাপ্তেন মিন্‌টো বলিলেন, "ট্যান্‌টেলম্ ল্যাম্প কোম্পানীর লোকগুলির সহিত হত্যাকাণ্ডের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া কি আপনার সন্দেহ হয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঐ বিদেশী কোম্পানী ব্যবসায়টি একচেটে করিয়া লইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে—এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার উপর প্রতিনিয়ত ট্যান্‌টেলমের চাহিদা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায় অদূর ভবিষ্যতে উহারা আরও অনেক অধিক লাভবান হইবে; কিন্তু কলম্‌বাইটের যে নূতন খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা যদি অন্য কোন কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে এত কাল যাহারা ঐ সামগ্রীর একচেটে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে; সুতরাং তাহাদের লাভের পরিমাণও হ্রাস হইবে। আমরা জানিতে পারিয়াছি অধ্যাপক বিম্যান সেই ভূস্তর পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা শীঘ্রই শেষ হইবে; তখন তিনি সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না—ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা ব্যবসায়ের জন্য কলম্‌বাইটের জমিটা কিনিয়া লইবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপককে ও তাঁহার মুরুব্বি লোরিংকে তাহাদের স্বার্থের পথ হইতে ঐভাবে অপসারিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল—এইরূপ অনুমান কি অসঙ্গত?"

কাপ্তেন মিন্‌টো বলিলেন, "না, অসঙ্গত নহে ; কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন সম্ভ্রান্ত কোম্পানী স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরূপ গর্হিত কার্য্য করিবে—ইহাই বা কি করিয়া বিশ্বাস করি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তাহা বিশ্বাস করা যায় না ; এবং এই গর্হিত কার্য্যে তাহাদের কোন হাত ছিল—ইহা সপ্রমাণ করাও অসাধ্য বলিয়াই মনে হয় বটে। কিন্তু কোন উচ্চাভিলাষী এবং ধর্ম্মজ্ঞান-বিরহিত লুব্ধ কার্য্যকারক যদি প্রচুর লাভের বা ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা বুঝিতে পারে—তাহা হইলে ঐ প্রকার অপকর্ম্মের জন্য প্রলুব্ধ হওয়া তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। সে স্বেচ্ছায় বহু দূর অগ্রসর হইতে পারে। কোম্পানী এই কারবারে এদেশে বিস্তর টাকা ঢালিয়াছে ; এ অবস্থায় সেই রঙিন চশমাওয়ালা এজেণ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় যদি একদল গুণ্ডাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ আছে কি ?"

কাপ্তেন মিন্‌টো বলিলেন, "আপনি সেই চশমাওয়ালা জোয়ানটাকে দেখিয়াছেন ত ? আমি তাহার হাত লক্ষ্য করি নাই ! তাহার হাতে ফোস্কার দাগ আছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছিলাম। তুমি তাহাকে সেই পলাতক নিগ্রোটার সন্ধান লইতে বলিলে সে উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিয়াছিল ; সেই সময় তাহার পোড়া হাতও দেখিতে পাইয়াছিলাম। মিস্ গর্ডনের নিকট যখন শুনিতে পাইলাম লোরিং কলম্বাইটের একটা খনি-পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করিবার সঙ্কল্পেই এদেশে আসিয়াছিলেন,তখন সকল ব্যাপার পরিস্ফুট রূপেই বুঝিতে পারিলাম। কালরাত্রে বিম্যানের গৃহ-কক্ষে যে সহজদাহ্য রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ চোঙা রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে আগুন লাগাইতে গিয়া সেই আগুনে ঐ এজেণ্টটার হাতে ফোস্কা হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ, যে ওরাংটা আমাকে আক্রমণ করিলে গত রাত্রে তুমি গুলী করিয়া মারিয়াছিলে সেটা ট্যান্‌টেলম্ ল্যাম্প কোম্পানীর আফিসের অদূরে বাস করিত ইহাও জানিতে পারিয়াছি। এতদ্ভিন্ন, জেব লিট্‌ল তাহাদের আফিসের এরূপ নিকটে বাস করিত

যে, সে সেই আফিসের ছাদে আশ্রয় লইয়া সেই পথে পলায়ন করিয়াছিল, এবং তাহাদেরই সঙ্গে তাহার কারবার চলিতেছিল—এই সকল ব্যাপার কি যথেষ্ট সন্দেহজনক নহে ?"

কাপ্তেন মিন্‌টো বলিলেন, "হাঁ, আপনার কথাগুলি সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। আমার বিশ্বাস, সেই পুরাতন হল্‌দে ট্যাক্সিখানাও সেই আঙ্গিনায় রাখা হইয়াছিল ; আপনি সেই ট্যাক্সির কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধুরা—অর্থাৎ খবরের কাগজের অত্যুৎসাহী রিপোর্টার মহাশয়েরা এই হল্‌দে ট্যাক্সিখানার প্রতি পূর্ব্বেই সকলের সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিসেস্ বার্ডেল ব্যস্তভাবে তাঁহার সম্মুখে আসিতেই তিনি বিরক্তিভরে বলিলেন, "ব্যাপার কি মিসেস্ বার্ডেল ?"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। সে বলিল সে আপনার অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু পথে আপনাকে ধরিতে পারে নাই ; এজন্য—"

মিঃ ব্লেক তাহাকে মুখের কথা শেষ না করিতে দিয়া বলিলেন, "বেশ, তাহাকে এখানে লইয়া এসো।"

জেব লিট্‌লের বাসগৃহের সন্নিহিত আঙ্গিনায় যে গ্যারেজ ছিল, লোকটাকে সেই গ্যারেজের রক্ষী বলিয়া তিনি চিনিতে না পারিলেও তাহার মুখে ঝুল কালীর দাগ দেখিয়া তাহার পেশা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

আগন্তুক মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনাকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল আপনাকে আমি চিনি ; কিন্তু আমি তখন নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। তাহার পর সেই চীনাম্যানটিকে আপনার গাড়ীতে দেখিয়া আমি বুঝিলাম আপনিই মিঃ রবার্ট ব্লেক। আজ কাগজে বীচি হেডের সেই ট্যাক্সির সংবাদ পড়িয়া জানিতে পারিলাম আপনিই তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। আমার নাম হাল্ সার্প।"

মিঃ ব্লেক তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, "বেশ, তোমার কি বলিবার আছে বল।"

আগন্তুক বলিল, "দেখুন কর্ত্তা, সেই হল্‌দে ট্যাক্সিখানার মালিক জেব লিট্‌ল। সেই ট্যাক্সি চালাইবার জন্য তাহার 'লাইসেন্স' ছিল না। হাঁ, বহুদিন সে লাইসেন্স লয় নাই; কিন্তু প্রায় তিন দিন পূর্ব্বে সে সেই ট্যাক্সির নম্বরের প্লেটখানা বদল করিয়া অন্য নম্বর আঁটিয়া গাড়ী বাহির করিয়াছিল। বাহিরে একজন লোক তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু আমি লোকটির মুখ দেখিতে পাই নাই; তবে লোকটা ভারী জোয়ান, এবং তাহার চোখে চশমা ছিল। আমার ধারণা হইয়াছিল—এই খবর পাইলে আপনি খুসী হইবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিল, "হাঁ, আমি খুসী হইয়াছি। তোমার আর কোন কথা বলিবার আছে? তুমি জেবের সেই প্রকাণ্ড বানরটাকে কোন দিন দেখিয়াছিলে কি?"

হাল্‌ সার্প বলিল, "সেই রাত্রে দেখি নাই কর্ত্তা! কিন্তু তাহার পূর্ব্বরাত্রে দেখিয়াছিলাম; সে একগাছ লম্বা দড়ির সাহায্যে এক ঝুলেই সেই আঙ্গিনা হইতে বর্ডেন লেনের একটা বাড়ীর ছাদে উঠিল! তাহাকে ঐভাবে যাইতে পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলাম—এজন্য আমি ঐ দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হই নাই। ইহার অধিক আমার কিছুই বলিবার নাই কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিয়া ভালই করিয়াছ। তুমি যে আমাকে এ সকল কথা বলিলে, ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। তুমি সময় নষ্ট করিয়া আমাকে এ কথা বলিতে আসিয়াছ, এজন্য তোমার সময়ের মূল্য বাবদ কিছু দিতেছি লইয়া যাও।"

তিনি তাহার হাতে একখানি নোট দিলেন; সে নোটখানি দেখিয়া প্রফুল্ল হইল, এবং মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

মিঃ ব্লেক মিন্‌টোকে বলিলেন, "ঠিক সময়েই সংবাদটা পাওয়া গেল। ট্যান্‌টেলম্‌ ল্যাম্প আফিসের সেই জোয়ানটা সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছিল, উহার কথায় সেই ধারণাটা দৃঢ় হইল। হার্কারের আসিবার আর অধিক বিলম্ব নাই।"—তিনি ঘড়ির দিকে চাহিলেন।

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর হার্কার নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেখানে আসিতে পারিলেন না; অবশেষে সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বলিলেন, "পাখী খাঁচা হইতে উড়িয়া গিয়াছে?"

হারকার বলিলেন, "আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম—তুমি তাহার আফিস হইতে বাহির হইবার ক্ষণকাল পরেই সে চম্পট দিয়াছে! স্থানীয় কন্‌ষ্টেবলকে সেই বাড়ীর সম্মুখে পাহারা দিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম তাহার সম্মুখ দিয়া কোনও লোক বাড়ীর বাহিরে যায় নাই। আমরা সেই বাড়ীর দোতালার ছাদে উঠিয়া চিলেকোঠার ভিতর একটা ওরাং-ওটাংএর আবির্ভাবের কোন কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। একখান কম্বলে এই লাল লোমগুলি লাগিয়াছিল; খাদ্যদ্রব্যেরও কিছু অংশ পড়িয়া ছিল। আরও একটা জিনিস আনিয়াছি; ইহার সাহায্যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাইতে পারা যায়। ইহাকে 'ক্যাপ্‌ স্লিজ'—বলে কি না আমার ঠিক জানা নাই। সেই জোয়ানটার নাম বোধ হয় গগেনহীম্। এক মাস পূর্ব্বে সে এখানকার আফিসের কাযের ভার পাইয়াছিল। আর একজন কেরানী তাহাকে সাহায্য করিত; শুনিলাম সে এখন ছুটীতে আছে। তবে সে ছোকরাকে নির্দ্দোষ বলিয়াই মনে হয়। উহাদের ফন্দী ফিকিরের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই—এইরূপই আমার ধারণা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই জোয়ানটার—গগেনহীমের কোন সন্ধান পাইলে না? স্থানীয় কন্‌ষ্টেবল তাহার সন্ধানে আফিসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সে চম্পট দান করিয়াছিল? তুমি আর কি জানিতে পারিয়াছ তাহাই আমাকে বল।"

হার্কার বলিলেন, "গগেনহীমকে পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহার মুখ হইতে এরূপ কোনও সংবাদ বাহির করিতে পারিব না—যাহার সাহায্যে এই কোম্পানীকে হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী করা যাইতে পারে। আমি

তাহার এবং সেই নিগ্রোটার সন্ধানে যাইতেছি। উহাদের দলে অন্য লোক আছে; কিন্তু উহাদের দুইজনকে ধরিতে পারিলেই জোড়া নরহত্যার তদন্ত আরম্ভ করিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোথায় তাহাদের সন্ধান করিবে ?"

হ্যার্কার বলিলেন, "পূর্ব্বাঞ্চল ভিন্ন আর কোথাও তাহাদের পাইবার আশা আছে কি ? ঐ অঞ্চলই উহাদের লুকাইবার উপযুক্ত স্থান।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য ; কিন্তু আমি পশ্চিম দিকেই যাইব ; তুমিও আমার সঙ্গে চল; তাহাতে আপত্তি কি ?"

হার্কার বলিলেন, "দুই জনের এক দিকে যাওয়া অপেক্ষা দুই দিকে যাওয়াই ভাল। আমার বিশ্বাস, আজ রাত্রেই কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিব। যদি তুমি নির্ভরযোগ্য কোন সংবাদ জানিতে পার তাহা অবিলম্বে আমাকে জানাইবে ; আমি চলিলাম। আশা করি আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে না।"

হার্কার প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হার্কার বেশ চতুর ও চটপটে ছোকরা, কিন্তু উহার দোষ নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়া অন্যের নিকট হইতে যাহা শুনিতে পায় তাহাই সে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করে। নিজের বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলে উহার গোয়েন্দাগিরির প্রশংসা শুনিতে পাইতাম। আশা করি গুপ্তচরগণের কাহারও সাহায্যে হার্কার নির্ভরযোগ্য কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবে। এখন আমরাও বাহির হইয়া পড়ি ; গল্প করিয়া কোন ফল নাই।"

তাঁহারা তদন্তে বাহির হইবেন শুনিয়া আ-উও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য শয্যায় পড়িয়া ছট্-ফট করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন, "তোমার উপর যে ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহা তুমি দক্ষতার সঙ্গেই বহন করিয়াছ আ-উও ! তোমার শরীর এখন অপটু, এ অবস্থায় তুমি আমাদের সঙ্গে গিয়া কোন কায করিতে পারিবে না ; আমাদেরই কাযের

বিঘ্ন হইবে। তুমি স্থিরভাবে শুইয়া থাক, তাহা হইলে শীঘ্র সুস্থ হইতে পারিবে। মিসেস্ বার্ডেল তোমার দেখা-শুনা করিবে।”

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন মিন্টোর সহিত গৃহত্যাগ করিবার সময় এক ঝুড়ি খাদ্য সামগ্রী এবং তাঁহাদের অটোমেটিক পিস্তলের জন্য কতকগুলি কার্তুজ পকেটে পুরিয়া লইলেন।

অষ্টম কাণ্ড

গোপনে প্রতীক্ষা

ক্যাপ্তেন মিন্‌টো কম্বল মুড়ি দিয়া গাড়ীর ভিতর ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ তিনি কম্বল ঠেলিয়া-ফেলিয়া ধুড়মুড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন ; তাহার পর গাড়ীর জানালা দিয়া এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন গাড়ী চলিতে চলিতে থামিয়াছে, কিন্তু আকাশে কি কোথায় তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; কারণ কোন দিকেই পথ, মাঠ বা জলাশয় তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। চতুর্দ্দিকে গাঢ় কুজ্ঝটিকারাশি ; সেই কুজ্ঝটিকাবরণ ভেদ করিয়া গাড়ীর ল্যাম্পের আলোক তাঁহার চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল। মিঃ ব্লেক শকট পরিচালিত করিতেছিলেন। তিনি মিন্‌টোর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বেশ আরামে খানিক ঘুমাইয়া উঠিলে। কুয়াসাটা খুব গাঢ় মনে হইতেছে, কেমন ?"

মিন্‌টো বলিলেন, "সে কথা সত্য। সেই জন্যই গাড়ী থামাইলেন কি ? যদি বলেন ত এবার আমিই খানিক চালাইয়া যাই। আমরা এ কোথায় আসিয়াছি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডার্টমুরে। টাভিষ্টক হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে আছি। যদি কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়—এই আশায় গাড়ী থামাইয়াছি।"

মিন্‌টো বলিলেন, "আমি কিন্তু কোন দিক হইতেই কোন শব্দ শুনিতে পাইতেছি না।"—তিনি টুপি খুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও যে কিছু শুনিতে পাইয়াছি একথা বলিতে পারি না। প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে আমাদের অগ্রগামী কোন প্রকাণ্ড গাড়ীর ঘস্-ঘস্ শব্দে আমার কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে ; অগত্যা আমাকে গাড়ী থামাইয়া এখানে অপেক্ষা করিতে হইল। বিশেষতঃ, এই কুয়াসার মধ্যে অধিক-

তর বেগে গাড়ী চালাইয়া তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া আগে যাইব—ইহাও সঙ্গত মনে হইল না। আমাদের এই গাড়ী নিঃশব্দে চলিতেছে বলিয়াই অগ্রগামী গাড়ীর শব্দ সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইয়াছি, এবং তাহার পশ্চাতের আলো কুজ্ঝটিকা-রাশিতে প্রতিফলিত হওয়ায় আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; প্রায় এক মিনিট পূর্ব্ব হইতে তাহার শব্দ আর শুনিতে পাই নাই, তাহার পশ্চাতের আলোকও অদৃশ্য হইয়াছে; এই জন্যই এখানে গাড়ী থামাইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।"

কাপ্তেন মিন্‌টো বলিলেন, "তবে কি সেই গাড়ীর চালক হঠাৎ বেগ বৃদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি দূরে চলিয়া গেল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহার বেগ-বৃদ্ধি আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যখন তাহার বেগ বর্দ্ধিত হয় তখন একটা প্রচণ্ড শব্দ হইয়াছিল; কিন্তু কথা এই যে, গাড়ীর শব্দ যে মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আলোও অদৃশ্য হইল! মনে হইতে পারিত তাহা পাশের কোন পথে প্রবেশ করায় দৃষ্টির আড়ালে পড়িয়াছে; কিন্তু আমি জানি এই পথের আস-পাশে পথ নাই। এই জন্যই আমার ধারণা, গাড়ীখানি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া থামিয়াছে। সে সম্মুখে কোথাও দাঁড়াইয়া আছে।"

মিন্‌টো বলিলেন, "আমরা ত তাহাকে ছাড়াইয়া অনায়াসে আগে চলিয়া যাইতে পারি; এখানে অপেক্ষা করিয়া লাভ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই প্রান্তরে কয়েক শত গজ দূরে একটা জলা আছে; গাড়ী চালাইলে এক মিনিটের মধ্যে ইহা তাহার ভিতর পড়িয়া তলাইয়া যাইবে। আমার মনে হয় অন্যের অলক্ষ্যে লুকাইয়া থাকিবার পক্ষে এই স্থানটি অত্যন্ত উপযোগী। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য আমরা কিছুদূর পিছাইয়া যাইব।"

মিঃ ব্লেক অতঃপর গাড়ী পশ্চাতে হঠাইতে লাগিলেন; তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে নিঃশব্দে প্রায় কুড়ি গজ পশ্চাতে পিছাইয়া গেল। সেই সময় তিনি গাড়ীর পশ্চাতে কাহারও কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন,—যেন কোন লোক

গাড়ীর ধাক্কায় আঘাত পাইয়া পড়িতে পড়িতে পথের এক পাশে সরিয়া গেল!

মিঃ ব্লেক গাড়ী থামাইয়া মিন্‌টোকে বলিলেন, "শীঘ্র নাম।"

'দুড়ুম' করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল। এক সঙ্গে দুইটি লাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া যেন উল্কার ন্যায় তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল; সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ব্লেকের গাড়ীর সম্মুখস্থ কাচের পর্দ্দা চূর্ণ হইল। পর-মুহূর্ত্তে একটা গুলী মিঃ ব্লেক ও মিন্‌টোর পাশ দিয়া সোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর পুনর্ব্বার দুম্-দাম্ শব্দ! এবার গাড়ীর পশ্চাৎ হইতে গুলী বর্ষিত হইল। মিঃ ব্লেক আহত হইবার ভয়ে গাড়ীর অন্য পাশে বসিয়া উভয় জানুর ভিতর মাথা গুঁজিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে মিঃ ব্লেক সরীসৃপের ন্যায় বুকে ভর দিয়া মিন্‌টোর পাশে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা একত্র থাকি। লক্ষ্য স্থির না করিয়া গুলী করিও না। উহারা আমাদের পিস্তলের নল-নিঃসৃত আলোর প্রতীক্ষা করিতেছে; সেই আলো দেখিয়া লক্ষ্য স্থির করিবে। উহারা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দিকেই লুকাইয়া আছে।"

তাঁহারা মাথা গুঁজিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মোটরের শব্দ ও অদূরবর্ত্তী জলাশয়স্থিত জলের ছল-ছল শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল না; কিন্তু কয়েক জন লোক যে তাঁহাদিগকে গুলী করিবার সুযোগের প্রতীক্ষায় কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল—তাহা তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে তাঁহাদের গাড়ীর অদূরে কি একটা জিনিস ধপ্ করিয়া পড়িল; সেই শব্দ তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তুবড়ির আগুনের মত অগ্নি-জিহ্বা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল; কিন্তু তাহা স্থায়ী না হইয়া তৎক্ষণাৎ নিবিয়া গেল। এক মিনিট পরে আর একটা চোঙ্ সেই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইল; কিন্তু তাহার সহজদাহ্য উপাদানের কোন ত্রুটি থাকায় তাহা পড়িয়াও জ্বলিয়া উঠিল না। অতঃপর তাঁহাদের গাড়ীর দিকে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। দুই

তিনটা সশব্দে গাড়ীর উপর পড়িল। একটি প্রস্তরে মিন্টো অল্প আহত হইলেন। শত্রুরা আশা করিয়াছিল তাঁহারা লোষ্ট্রাহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিবেন। তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেই তাহারা লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলী করিবে; কিন্তু তাঁহারা তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন, সুতরাং তাহাদের চালাকি খাটিল না।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। এইবার মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি গাড়ীর নিকট আসিয়া তাহার আলো নিবাইয়া দিলেন, শব্দও বন্ধ করিলেন। তাহার পর মিন্টোর নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই অন্ধকারে পথের এক পাশে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন সেই সময় গাড়ীর পশ্চাতে খট্ করিয়া একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন। পর মুহূর্ত্তেই পেট্রলের গন্ধ তাহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এক টিন পেট্রল পথে ঢালিয়া দেওয়াতে তাহা পথের ঢালু জমির উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া গিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে সেই পেট্রল ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পথের অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্নিরাশির লোল জিহ্বা প্রসারিত হইল। শত্রুরা সেই স্থানে এক ক্যানেস্তা পেট্রল ঢালিয়া ম্যাচ জ্বালিয়া তাহা ধরাইয়া দিয়াছিল। তাঁহাদের গাড়ীখানি ধ্বংস করাই তাহাদের উদ্দেশ্য,ইহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। এতদ্ভিন্ন, তাহারা তাঁহাদিগকে সেই আলোকে দেখিতে পাইবে ও গুলী করিয়া মারিবে, ইহাও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

যে দিকে অগ্নিজিহ্বা নৃত্য করিতেছিল,মিঃ ব্লেক সেই দিক লক্ষ্য করিয়া গুলী-বর্ষণ করিয়াই সরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা সরিয়া যাওয়ায় গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। মিঃ ব্লেক ও মিন্টো সেই গুলী-বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ীদের পিস্তলের শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক সঙ্গে গুলী ছুড়িলেন। একজন আততায়ী আহত হইয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গুলী ব্যর্থ হয় নাই; বসিয়া পড়।"

কিন্তু মিন্টো ব্লেকের হাত ধরিয়া পথিপ্রান্তবর্ত্তী নয়ঞ্জুলির ভিতর নামিলেন।

অতঃপর কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া পুনঃ পুনঃ গুলী চলিতে লাগিল। মুহুর্মুহু গম্ভীর নির্ঘোষ! তাহার পর সহসা একটা হুইশ্ল-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে গুলীবর্ষণ থামিয়া গেল, এবং গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সময় একখানি মোটর-কার সশব্দে সম্মুখে ধাবিত হওয়ায় মিঃ ব্লেক সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া গুলী-বর্ষণ করিলেন। সেই গুলীতে মোটর-গাড়ীর কাচ ভাঙ্গিবার শব্দও তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা অতঃপর আর কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া নিজের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

মিন্টো বলিলেন, "এখন আমরা সবেগে গাড়ী চালাইলে উহাদিগকে ধরিতে পারিব। শীঘ্র চলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শীঘ্র নামিয়া পড়; এই মুহূর্ত্তে। হাঁটিয়া যাও, পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিও। আমি গাড়ী লইয়া তোমার অনুসরণ করিতেছি।"

মিন্টো মিঃ ব্লেকের মনের ভাব বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। মিন্টো ব্লেকের শকটের মাথার আলোকে আলোকিত পথ দেখিয়া সতর্কভাবে পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। মিঃ ব্লেক গাড়ী লইয়া অতি সতর্কভাবে মিন্টোর অনুসরণ করিলেন।

এই ভাবে তিনি দশ, কুড়ি, ত্রিশ গজ অগ্রসর হইলেন। মিন্টো গাড়ীর ঠিক আগে আগে চলিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "গাড়ী রাখুন, আর আসিবেন না। আপনার অনুমান সত্য। সম্মুখে তারের বেড়া! হতভাগারা বোধ হয় পথের বেড়া ভাঙ্গিয়া সেই তার দিয়া পথ বন্ধ করিয়াছে।"

মিন্টো সেই বেড়ার মুড়া ধরিয়া তাহা পথ হইতে সরাইয়া পথের পার্শ্বস্থিত নয়ঞ্জুলির ভিতর নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর পথের আর কোথাও তার না দেখিয়া গাড়ীতে উঠিলেন; তখন ব্লেক দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহাদের চালাকি ধরা পড়িয়াছিল,—ভাগ্যে উহাদের গাড়ীর ইঞ্জিন হইতে শব্দ হইতেছিল। যদি আমরা উহাদের ইঞ্জিনের শব্দ বন্ধ হইতে না শুনিতাম, তাহা হইলে তারের বেড়ায় বাধা পাইয়া অত্যন্ত বিপন্ন

হইতাম। উহারা আশা করিয়াছিল, আমরা তারের বেড়ায় বাধা পাইয়া গাড়ী থামাইতে বাধ্য হইব; সেই সুযোগে আমাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করিবে। এই আশায় উহারা এই বেড়ার ধারে প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমাদের গুলীতে উহাদের একজন আহত হইয়াছে, তাহাকে লইয়া উহারা আমাদের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিতে পারিবে কি না সন্দেহের বিষয়।"

মিন্‌টো বলিলেন, "উহারা কিরূপে কোথায় পলাইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কর্ণিস্ উপকূলে; বিশেষতঃ ভিভনের সমুদ্রতটে অনেকগুলি বন্দর আছে। উহারা কোন বন্দরে যাওয়া ঠিক করিয়া সেখান হইতে পলায়নের বন্দোবস্ত করিয়া থাকিবে। কিন্তু উহাদের গাড়ীতে গুলীর চিহ্ন দেখিতে পাইলে, বিশেষতঃ যদি উহাদের সঙ্গে কোন আহত লোক থাকে, তাহা হইলে বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ উহাদিগকে আটক করিতে পারেন; পলাতক দস্যু সন্দেহে হয়ত উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন। এইজন্য উহারা প্রভাতের পূর্ব্বেই গাড়ীখান কোথাও ফেলিয়া-রাখিয়া বাকি পথটা হাঁটিয়া পাড়ি দিবে। কিন্তু উহাদের আহত সঙ্গী সঙ্গে থাকিলে ধরা পড়িতে পারে এই সন্দেহে সে আরোগ্য না হইলে বা না মরিলে উহারা কোন বন্দরে উপস্থিত হইতে সাহস করিবে না; সুতরাং আমরা যথেষ্ট সময় পাইব এরূপ আশা করিতেছি।"

মিন্‌টো বলিলেন, "আমরা উহাদের ধরিতে পারিব না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; কিন্তু উহাদের ইঞ্জিন যতই শব্দ করুক, তাহা যে অত্যন্ত দ্রুতগামী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।"

যাহা হউক, মিঃ ব্লেকের অনুমান মিথ্যা হইল না। তাঁহারা তাহাদের গাড়ীর সন্ধান পাইলেন না। প্রভাতের পূর্ব্বেই কুয়াশার পর প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেই বর্ষণে অগ্রগামী ট্যাক্সির পথস্থিত চক্র-চিহ্ন ধুইয়া গেল। পথে তাঁহারা কাহারও নিকট সেই ট্যাক্সির সন্ধান জানিতে পারিলেন না। প্রত্যূষে তাঁহারা ভিজিতে ভিজিতে হেলষ্টনের বন্দরে উপস্থিত হইলেন। তখন দোকানগুলি খুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

তাঁহারা একটা ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া ক্ষুধাশান্তি করিলেন। সারা-রাত্রি জাগিয়া তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। আহারের পর তাঁহাদের ক্লান্তি দূর হইল।

আহারান্তে কফি পান করিতে করিতে মিন্‌টো মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ লোকগুলা কি উদ্দেশ্যে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল? তাহারা আমাদিগকে ঐভাবে বাধা দানের চেষ্টা না করিয়া অনেক পূর্ব্বেই ত নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িতে পারিত। আপনি কি উহাদের মতলব বুঝিতে পারিয়াছিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না; তবে উহাদের গাড়ী যখন এক্সিটারের একটা ডিপো হইতে পেট্রল লইয়া চলিয়া যায়, সেই সময় আমি উহাদের গাড়ী দেখিতে পাইয়াছিলাম। উহাদের গাড়ী কি না তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই, বা সে কথা চিন্তাও করি নাই; কিন্তু উহারা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল বা আমার গাড়ী চিনিতে পারিয়াছিল। কারণ তখন উহারা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। উহাদের মনে ভয় ছিল; এইজন্য আমাদিগকে ঐভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল।"

মিন্‌টো বলিলেন, "ঐ গাড়ীতে পলাইতেছিল কাহারা?—গগেনহীম ও জেব লিট্‌ল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেইরূপই আমার অনুমান; তবে অন্যান্য লোকও সেই গাড়ীতে থাকিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক সেই সময় ভোজনাগারের আরদালীকে ডাকিয়া বলিলেন, "গত দুই এক সপ্তাহের মধ্যে অধ্যাপক বিম্যান নামক কোন ভদ্রলোক এখানে আহার করিতে আসিয়াছিলেন?"

আরদালী বলিল, "যে ভদ্রলোকটি খুন হইয়াছেন শুনিতেছি, তাঁহারই কথা বলিতেছেন? হাঁ মহাশয়, তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি সারাদিন মোটর-সাইকেলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, আহারের সময় এখানে আসিতেন। আমি খবরের কাগজে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পড়িয়াছি। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন!"

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এই খবরের কাগজওলাদের জ্বালায় কোন

খবর গোপন রাখিবার উপায় নাই। দেখ আরদালী,আমরা তাঁহার হত্যাকারীদের খোঁজ করিতেছি। অধ্যাপক বিম্যান কোথায় কোথায় ঘুরিতেছিলেন তাহা কি কোন দিন কোন উপায়ে জানিতে পারিয়াছিলে? নিকটে কোন পরিত্যক্ত খনিতে তিনি কোন দিন গিয়াছিলেন কি না সংবাদ রাখ?"

আরদালী বলিল, "না মহাশয়, আমি ত সে সংবাদ জানি না; তবে বুঁটী এক দিন তাঁহার জুতা ভয়ানক কাদামাখা দেখিয়া তাহা সাফ করিয়াছিল। সে কথায় কথায় এক দিন আমাকে কি যে বলিয়াছিল তাহা আমার স্মরণ নাই; কিন্তু মিঃ পেড্‌লার হয় ত আপনাকে তাঁহার সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানাইতে পারিবেন। তিনি ব্যারিষ্টার, টাউনহল-চেম্বারে তাঁহার আফিস। অধ্যাপক বিম্যান তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। অধ্যাপক আমাকে একজন ভাল উকিলের কথা জিজ্ঞাসা করায় আমি মিঃ পেড্‌লারের নাম বলিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। টাউনহলের পাশেই তাঁহার আফিস। দুই দিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে তাঁহার আফিসে চোর আসিয়াছিল; কিন্তু এখানে কোন উকিলের আফিসে পূর্ব্বে কখনও চুরির কথা শুনি নাই।"

মিঃ ব্লেক আরদালীর কথা শুনিয়া মিণ্টোর মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "উকিলের আফিসে চোরের উৎপাৎ! অদ্ভুত বটে! আশা করি তাহারা কোন মূল্যবান দ্রব্য চুরি করিতে পারে নাই!"

আরদালী বলিল, "আমারও সেই রকমই মনে হয়; কিন্তু শুনিয়াছি তাহারা তাঁহার আফিসের ডেস্ক বাক্স প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা মিঃ পেড্‌লারের সঙ্গে দেখা করিব। অধ্যাপক বিম্যানের সঙ্গে আর কোন লোকের ঘনিষ্ঠতার কথা তোমার জানা আছে?"

আরদালী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, আমার তাহা জানা নাই; তবে অধ্যাপক অনেক সময় এখানে আসিতেন, হয়ত অন্য লোকের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল।"

মিঃ ব্লেক ও মিন্‌টো মিঃ পেড্‌লারের আফিসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহারা পেড্‌লারকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার মেজাজ

তখন ভাল ছিল না। যাহা হউক, তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "গত পরশু রাত্রে আমার আফিসে চোর ঢুকিয়াছিল। তাহারা কিছুই চুরি না করিলেও কয়েকখানি মূল্যবান কাগজ-পত্র নষ্ট করিয়াছে। আমার আফিসের সকল জিনিস ওলট-পালট্ করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল। যাহা হউক, আপনারা কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার আফিসের চুরির সহিত আমাদের আগমনের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মনে হইতেছে। পরলোকগত অধ্যাপক বিম্যান আপনাকে যে সকল কাগজ-পত্র দিয়াছিলেন, চোরেরা কি সেইগুলিই নষ্ট করিয়া গিয়াছে?"

মিঃ পেড্লার সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি এ কথা কিরূপে জানিতে পারিলেন? আমি ত ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা আমার অনুমান মাত্র; কিন্তু এই অনুমান অসঙ্গত নহে। আমরা অধ্যাপকের হত্যাকারীদের সন্ধানে বাহির হইয়াছি। চোরেরা কিরূপ কাগজ-পত্র নষ্ট করিয়াছে—তাহা জানিতে পারিলে আমাদের তদন্তের সুবিধা হওয়া অসম্ভব নহে; হয়ত তাহাতে হত্যা-রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইতেও পারে।"

মিঃ পেড্লার বলিলেন, "আপনাদিগকে বিশেষ কিছু বলিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে অধ্যাপক বিম্যান আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে একখানি চুক্তি-পত্রের খসড়া প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, এই জেলায় তিনি কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু পাঁচ সাতজন লোক সেই সম্পত্তির মালিক। সেই সম্পত্তির ভূগর্ভস্থিত খনিজ পদার্থের যাবদীয় স্বত্ব ভোগ দখলের অধিকার লাভই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। আমি তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী খসড়া লিখিয়া দিলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য আইন-অনুযায়ী যে সকল কায কর্ম্ম করিতে হইবে—তাহার ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আমার আশা ছিল যথাযোগ্য পরিশ্রমে আমি তাঁহার

সকল কায শেষ করিতে পারিব, এবং তাহাতে আমারও কিঞ্চিৎ সংস্থান হইবে; কিন্তু তাঁহার আকস্মিক অপমৃত্যুতে সকল কাযই পণ্ড হইল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়াই মনে হইতেছে; কারণ যেখানকার সম্পত্তি সেইখানেই আছে। তিনি তাঁহার একটি প্রিয় বন্ধুকে তাঁহার সকল স্বত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই বন্ধুটি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া সকল কায শেষ করিবেন। কিন্তু সেই সম্পত্তি কোথায়—তাহা কি আপনি জানিতে পারেন নাই?"

মিঃ পেড্লার বলিলেন, "না, তিনি তাহা আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই। আমি তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যখন কায়েমী লেখাপড়া হইবে—তখন তিনি সেই সম্পত্তি-সংক্রান্ত সকল কথা আমাকে জানাইবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চোরেরা সেই সকল কাগজ-পত্র চুরি করায় আপনার লিখিত খসড়ায় যে সকল জ্ঞাতব্য বিবরণ ছিল তাহা নষ্ট হইয়াছে?"

মিঃ পেড্লার বলিলেন, "না, আমি দুই প্রস্ত খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম; যাহাদের সহিত তিনি চুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট আর এক-প্রস্ত খসড়া আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে সেই সম্পত্তিতে যাহাদের মালেকান স্বত্ব আছে, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে অধ্যাপক বিম্যানের উত্তরাধিকারী এই কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে পারিবে। অধ্যাপক যে টাকা বায়না দিয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় সেই টাকার চেক দিয়াছিলেন।"

মিঃ পেড্লার বলিলেন, "সেইরূপই ত আমার মনে হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে অধ্যাপক যাহাদিগকে চেক দিয়াছিলেন তাহাদের নাম, এবং কোন্ কোন্ ব্যাঙ্ক সেই সকল চেকের টাকা দিয়াছিল, সেই সকল ব্যাঙ্কের নাম জানিতে পারিলে আমরা সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিব। কাযটা কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয় না; তবে দুই একদিন বিলম্ব হইতে পারে। আমার বিশ্বাস, কোন পরিত্যক্ত টিনের খনির সহিত এই

সম্পত্তির সম্বন্ধ আছে। এক দিন এখানে সাইকেলে চাপিয়া, সেই সম্পত্তি দেখিয়া সেই দিনই ঘুরিয়া আসা যাইতে পারে—এই অনুমানে নির্ভর করিয়া—সেই সম্পত্তি কোথায় তাহা বলিতে পারিবেন না ?"

মিঃ পেড্‌লার হাসিয়া বলিলেন, "কিরূপে বলিব ? আপনাকে ঐরূপ দশ বারোটা স্থানের নাম বলিতে পারি ; কিন্তু তাঁহার গন্তব্য স্থান কোথায় ছিল কিরূপে স্থির করিব ? তাহাতে কোন ফল হইবে না। আপনি দেওয়ালের ঐ মানচিত্রখানি দেখুন। উহাতে কতকগুলি স্থান চিহ্নিত করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে লাল ঢেরার চিহ্নও দেখিতে পাইবেন। উহা একটি খনির অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিতেছে। সেই খনি-খননে খরচা পোষায় না বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার অনুমতি পাইলে আমি উহাদের কোন কোন স্থানের পরিচয় লিখিয়া লই।"

তিনি পকেট হইতে সেই জেলার একখানি ক্ষুদ্রায়তন মানচিত্র বাহির করিয়া কতকগুলি স্থান চিহ্নিত করিলেন ; তাহার পর একটি স্থানকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি স্থানের সীমার উপর দিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিলেন।

মিন্‌টো তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "আমি দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াছি। প্রথম, অধ্যাপক সাইকেলে বহুদূরবর্ত্তী কোন জেলায় গমন করেন নাই ; এবং দ্বিতীয়, যখন যেখানে গিয়াছিলেন সেই স্থানের কাদা তাঁহার জুতায় লাগিয়া ছিল ; তাহা বিশ্লেষণ করিলে ও বৃত্তের পরিধিস্থিত চিহ্নিত স্থানগুলি পরীক্ষা করিলে জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান মিলিতে পারে। তিনি যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি স্থানের মাটীতে চীনামাটীর প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছি। সে কোন্ স্থান, তাহা কি আপনি জানেন মিঃ পেড্‌লার ?"

মিঃ পেড্‌লার সেই জেলার অধিবাসী, এজন্য জেলার অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হয় ট্রিভেনার মৃত্তিকায় ঐরূপ বিশেষত্ব বর্ত্তমান।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই স্থানটির দূরত্ব একুশ বাইশ মাইলের অধিক নহে। আমরা সেখানে যাইব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে বিম্যানের ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কারুথার্সকে টেলিফোনে অনুরোধ করিব। আমরা ট্রিভেনা হইতে ফিরিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিব মিঃ পেড্‌লার! আশা করি তখন আপনাকে কোন নূতন সংবাদ জানাইতে পারিব। ইতিমধ্যে কর্ণওয়ালের বা ডিভনের অদূরবর্ত্তী বন্দরগুলিতে যে সকল জাহাজ নঙ্গর করিয়া আছে—তাঁহাদের নামগুলি আপনি দয়া করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিলে উপকৃত হইব। যে সকল জাহাজ দূরদেশে যাইবে, সেই সকল জাহাজের নাম জানিতে চাই। জর্ম্মান জাহাজগুলিই আপনার প্রধান লক্ষ্য হইবে। সেজন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহা আমার নিকট পাইবেন।"

মিন্‌টো বলিলেন, "এই ভার পুলিশের হাতে দিলে ভাল হইত না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হারকার সকল বন্দরেই সংবাদ পাঠাইয়াছেন; বিভিন্ন বন্দরের কর্ত্তারাও সতর্ক আছেন। আমাদের কাযের সুবিধার জন্যই মিঃ পেড্‌লারকে এই অনুরোধ করিলাম। জেব ও গগেনহীম জানে, প্রত্যেক বন্দরের জাহাজগুলির উপর পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে; বন্দরের অধ্যক্ষেরাও সতর্ক আছেন। এজন্য তাহারা কোন বন্ধুর জাহাজে আশ্রয় গ্রহণেরই চেষ্টা করিবে; সুতরাং জর্ম্মান জাহাজগুলির উপর দৃষ্টি রাখিবারই প্রয়োজন হইবে। "আমি হার্কারকে টেলিফোনে দুই একটা কাযের কথা বলিবার চেষ্টা করি; তুমি গাড়ী লইয়া এসো।"

মিন্‌টো গাড়ী আনিলে মিঃ ব্লেক পূর্ব্বোক্ত ভোজনাগারের দ্বারে আসিয়া আরদালীকে বলিলেন, "তুমি ত শুনিয়াছ আমরা একদল নরহন্তার সন্ধানে বাহির হইয়াছি। গত রাত্রে তাহাদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষণ হইয়াছিল। আমরা এখন হুইল ট্রেভেনা নামক স্থানের একটি পরিত্যক্ত খনি পরীক্ষা করিতে যাইতেছি। আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হইতে পারে। সেখানে সেই বদমায়েস্‌-গুলা পুনর্ব্বার আমাদিগকে আক্রমণ করিতেও পারে। যদি আমাদের ফিরিয়া আসিতে খুব বেশী বিলম্ব হয়, অর্থাৎ যদি রাত্রি দশটার মধ্যে আমাদিগকে

ফিরিতে না দেখ, তাহা হইলে থানায় গিয়া পুলিশে সংবাদ দিবে। এ সকল কথা গোপন রাখিবে—বুঝিয়াছ ?”

আরদালী বলিল, “ঠিক বুঝিয়াছি ; ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় এই প্রকার সতর্কতা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন ত ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তাই বটে ; কিন্তু রাত্রি দশটার পূর্ব্বে পুলিশে সংবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। হয়ত আমরা নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে পারিব, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ত বলা যায় না, এজন্য সতর্ক থাকা উচিত।”

নবম কাণ্ড

ভূগর্ভে

বাইশ মাইল পথ মোটরে যাইতে অধিক সময় লাগিল না। মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে এই পথ অতিক্রম করিলেন। কাপ্তেন মিন্টোও কোন কথা বলিলেন না। অবশেষে মিঃ ব্লেক সেণ্ট কেন্‌স নামক একখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রবেশ করিয়া একখানি দোকানের নিকট গাড়ী থামাইলে মিন্টো কথা বলিলেন।

মিন্টো বলিলেন, "সেই পুরাতন খনির দূরত্ব এখান হইতে আধ মাইলের অধিক নহে। সেখানে বড় গাড়ী চলিবার পথ নাই, এজন্য খানিক দূর হাঁটিয়া যাইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না; দোকানীর স্ত্রীর সহিত সেই পল্লীর একটি স্ত্রীলোকের যে কথা হইতেছিল তাহাই তিনি শুনিতেছিলেন। তাহাদের কথা শেষ হইলে তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "তোমাদের কথা শুনিয়া মনে হইল এই গ্রামে নূতন রকম কোন জানোয়ার আসিয়া উৎপাৎ করিয়াছিল।—ব্যাপার কি শুনিতে পাই না?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "সে দুঃখের কথা আর বলেন কেন মহাশয়! জানোয়ারটা কি রকম তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে কাল রাত্রে আমি এক জোড়া চাদর আড়ায় মেলিয়া রাখিয়াছিলাম; আজ সকালে দেখি একখান চাদর নাই! সেই স্থানের মাটীতে নখের দাগ ছিল; তাহা দেখিয়া আমার স্বামী বলিলেন— তিনি প্রথম যৌবনে যখন কানাডায় ছিলেন, সেই সময় সে দেশে যে সকল ভল্লুক দেখিয়াছিলেন, তাহাদের নখের দাগ ঠিক ঐ রকম! চাদরখান নূতন, বাজে চাদর নয়।"

মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া দোকানদারনী বলিল, “আমার স্বামী জানোয়ারটাকে দেখিয়াছিলেন, অন্ধকারে ঠিক চিনিতে পারে নাই; কিন্তু ভালুক বলিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল, তবে এদেশী ভালুকের মত চেহারা নহে; যেন বিদেশী আমদানী। বিদেশী হইলে ত কাহারও পোষা জানোয়ার হইবে; কিন্তু তাহার মালিক কোথায়? কেনই বা সেটাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল?”

মিঃ ব্লেক ক্ষতিগ্রস্তা স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, “তাহার নখের চিহ্ন দেখাইতে পারিবে? মিন্‌টো, চল উহার সঙ্গে যাই; তাহা দেখা উচিত বটে।”

নিকটেই স্ত্রীলোকটির কুটীর। সেই কুটীরের পর নির্জ্জন ও অসমান প্রান্তর পূর্ব্বোক্ত খনির প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। স্ত্রীলোকটির বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি ছোট বাগান; তাহার ভিতর কাপড় শুকাইবার আড়া। মিঃ ব্লেক ও মিন্‌টো সেই স্থানের নরম মাটী পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি নখর-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন।

মিন্‌টো বলিলেন, “হাঁ ভালুকেরই থাবার চিহ্ন বটে; প্রকাণ্ড ভালুক! এ রকম ভল্লুক আমি ইণ্ডিয়ার পার্ব্বত্য অরণ্যে শিকার করিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, “এই ভালুক তোমার চাদর চুরি করিয়া, তাহা মুখে লইয়া বা পিঠে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে?—আর কোন জিনিস চুরি গিয়াছে কি?”

স্ত্রীলোকটি বলিল, “না মহাশয়!”

মিঃ ব্লেক সেই বাগানটি পরীক্ষা করিয়া কয়েকটি ফলের গাছে পাকা ফল দেখিতে পাইলেন। দুইটি গাছের ডালে দুইখানি মৌচাকও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিলেন না।

স্ত্রীলোকটি বলিল, “ছেলে দুটোর জন্যই আমার ভাবনা। যদি তাহাদের আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহারা বাঁচিবে কি? ভালুক বাড়ীতে ঢুকিয়া গৃহস্থের কাপড় চুরি করে, এ যে বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার ছেলেরা পথে বাহির হইলে ভয়ের কারণ নাই; তবে তাহাদিগকে ঐ দিকে যাইতে দিও না।”—তিনি পরিত্যক্ত খনি-সন্নিহিত প্রান্তরের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন—তাহার পর বলিলেন, “আমরা ঐ

দিকেই যাইতেছি; আমাদের শিকারের সখ আছে কি না, ভালুকটাকে দেখিতে পাইলে গুলী করিয়া মারিব। এসো মিন্‌টো, আমরা যাই।”

মিঃ ব্লেক সেই স্থান হইতে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া চলিতে লাগিলেন; কিন্তু কঠিন মৃত্তিকায় নখর-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত খনির অদূরে উপস্থিত হইলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক ভাবে চল মিন্‌টো! তাহাদের কেহ এখানে পাহারায় আছে বলিয়া মনে হয় না বটে, কিন্তু কেহ পাহারায় থাকিতেও পারে।”

মিন্‌টো বিস্মিত ভাবে বলিলেন, “ভালুকে কাহাকেও পাহারায় রাখে, ইণ্ডিয়ার এত যায়গায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভালুক শিকার করিয়া তাহা ত—”

মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া তাঁহার কথায় বাধা দিয়া পথের ধারে একটি মৃত্তিকা-স্তূপের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই স্থানের মাটী খুঁড়িয়া তাহা স্তূপাকারে রাখা হইয়াছিল। তিনি সেই স্থানে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া সেই আল্‌গা মাটীর স্তূপের ভিতর হাত পুরিয়া দিলেন। তাহার পর হাত টানিয়া লইয়া সেই স্তূপে হাতের ধাক্কা দিলেন।

মিন্‌টো তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, “কি ও?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার ভালুকের পথ! (there's your bear track) ইহার সাদৃশ্য কি তুমি আর কোথাও দেখিতে পাও নাই? বাগানে দুইখানি মৌচাক আছে তাহাও কি তোমার নজরে পড়ে নাই? চাকে প্রচুর মধু সঞ্চিত আছে দেখিয়াছি। যদি তুমি বল ইণ্ডিয়ার ভালুকগুলা মৌচাক দেখিলে সেই চাকের মধু ভিন্ন আর কোন জিনিসের লোভ না করিলেও এ অঞ্চলে যে ভালুকটা আসিয়াছে সে চাক ভাঙ্গিয়া মধুপানের চেষ্টা না করিয়া, লোকের চাদর চর্ব্বণ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করে; তাহা হইলে আমি তোমার এই মতের সমর্থন করিতে পারিব না মিন্‌টো!”

মিন্‌টো বলিলেন, “সত্য কথা বলিতে কি, ভালুকে আড়া হইতে কাপড় তুলিয়া লইয়া গিয়াছে এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই; বড়ই গোলমেলে ব্যাপার বটে!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল রাত্রে পিস্তলের গুলী আহার করিয়া একটা ভালুক আর্ত্তনাদ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল! স্মরণ হয় কি?—তাহার আহত অঙ্গে পটি বাঁধিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। চাদর ছিঁড়িয়া চমৎকার ব্যাণ্ডেজ হইতে পারে। এই জন্য মধুর লোভ ছাড়িয়া চাদরখানি সংগ্রহ করিতেই তাহার অধিক আগ্রহ হইয়াছিল।"—মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, কিন্তু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে পূর্ণ।

মিন্টো বলিলেন, "আপনার কথা বুঝিয়াছি; কিন্তু এত যায়গা থাকিতে তাহারা এ পথে কেন আসিল তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া দুই হাঁটু পাতিয়া তাহাতে ভর দিয়া বসিয়া পড়িলেন; তাহার পর দুই হাতে সেই আল্‌গা মাটীর স্তূপ সরাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ একটি গভীর গর্ত্ত বাহির হইল। সেই গর্ত্তটি কতকগুলি প্রস্তরবৎ কঠিন ডেলা দ্বারা বুঁজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; সেইগুলি তিনি তুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে মিন্টোকে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, বিম্যান যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শত্রুরা তাঁহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিল। তিনি কলম্বাইট আবিষ্কার করাতেই তাঁহাকে ও লোরিংকে হঠাৎ নিহত হইতে হইয়াছিল। হত্যাকারীদের দলের কতক লোক এখানে লুকাইয়া ছিল। এখানে প্রচুর কলম্বাইট চারি দিকে ছড়াইয়া আছে। গত রাত্রে যে লোকগুলা আমাদের গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা অন্যান্য কায শেষ করিয়া তাহাদের দলের অবশিষ্ট লোকের সঙ্গে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে এই স্থানে আসিয়াছিল। আমার বিশ্বাস, তাহারা খনির গহ্বরে লুকাইয়া আছে। যে লোকটা আহত হইয়াছিল, তাহার শুশ্রূষার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল; ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার জন্য কাপড়েরও দরকার হইয়াছিল। তাহারা আজ প্রভাতের পূর্ব্বেই সেই স্ত্রীলোকটির কাপড়ের আড়া হইতে চাদরখানি চুরি করিয়াছিল, এবং তাহার মনে আতঙ্ক-সঞ্চারের জন্য ও ভুল ধারণা উৎপাদনের জন্য ভালুকের নখের অনুকরণে মাটীতে কতকগুলা চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। কিরূপে ঐরূপ করিয়াছিল, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই; যাহা হউক, সতর্ক ভাবে চল।"

তাঁহারা খনির মুখে উপস্থিত হইয়া তিন খানি চালা ঘর দেখিতে পাইলেন।

একখান কাঠের সিঁড়ির অগ্রভাগ গহ্বর দ্বারের কয়েক ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল; এতদ্ভিন্ন একটি কাঠের ফ্রেম হইতে একটা নূতন দড়ি গহ্বরের ভিতর ঝুলিতেছিল; এক সময় তাহাতে খাঁচা বাঁধিয়া খনি হইতে তাহা উপরে তুলিয়া দেওয়া হইত।

মিণ্টো গুহামুখে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "নীচে লুকাইয়া আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেইরূপই মনে হয়। প্রথমে ঐ চালাগুলি পরীক্ষা করা যাক। তুমি পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়া আমার কাছে থাক।"

মিঃ ব্লেক পিস্তল হাতে লইয়া অগ্রসর হইলেন। মিন্‌টোও পিস্তল লইয়া চারি দিকে চাহিতে চাহিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা কোনও দিকে কাহাকেও দেখিতে, বা কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তাঁহারা তিনখানি কুটীর একে একে পরীক্ষা করিয়া জনপ্রাণীও দেখিতে পাইলেন না। তখন মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখানে কেহ আছে বলিয়া ত মনে হয় না। বোধ হয় বিম্যান খনির ভিতরের স্তর পরীক্ষার জন্য ঐ দড়ি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি খনির ভিতর কিছু দূর নামিয়া দেখি, তুমি উপরে পাহারায় থাক।"

তিনি খনির মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন। খনি-গর্ভ কয়লা বা লৌহ-খনির ন্যায় গভীর নহে; তাঁহার ধারণা হইল উহার গভীরতা চল্লিশ ফিটের অধিক নহে। তিনি দুই পাশে সুড়ঙ্গের প্রবেশ-দ্বারও দেখিতে পাইলেন। প্রথম সুড়ঙ্গটি যেখানে, অন্যটি তাহার অনেক নীচে। খনির নীচে তিনি জল দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন টিনের খনিতে খনি-স্তর ভূগর্ভের অধিক নীচে থাকে না।

তিনি কান পাতিয়া খনির ভিতর কোন শব্দও শুনিতে পাইলেন না। তিনি কাঠের সিঁড়িখানি পরীক্ষা করিলেন; তাহা পুরাতন হইলেও সুদৃঢ় ছিল। তিনি তাহার সোপানগুলিতে জুতার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; কিন্তু সেই সকল চিহ্ন বহু পুরাতন বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

মিঃ ব্লেক মিন্‌টোকে তাঁহার পাশে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার আশা ছিল,

এখানে তাহাদের সন্ধান পাইব। ইহার অন্য দিকেও পথ থাকিতে পারে। যাহা হউক, খনির ভিতরটা আমাকে একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক দড়ি ধরিয়া খনি-গর্ভে নামিতে লাগিলেন। তিনি নীচে নামিয়া একটি সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলে মিন্‌টো আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মিন্‌টো একটি সিগারেট বাহির করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ধূমপান করিতে লাগিলেন। তিনি অতঃপর খনির ভিতর না চাহিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার আশঙ্কা ছিল সেই নির্জ্জন প্রান্তরের কোনও দিক হইতে কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে।

সহসা খনির ভিতর হইতে একটা যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ, এবং পিস্তলের চাপা আওয়াজ মিণ্টোর কর্ণগোচর হইল। মিন্‌টো মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া এবং বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দড়ি ধরিয়া খনির ভিতর নামিয়া পড়িলেন; এরূপ বেগে নামিলেন যে সিঁড়ির সোপানগুলিতে তাঁহার পদস্পর্শ হইল কি না সন্দেহের বিষয়। তাহার পর তিনি মিঃ ব্লেককে যে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন।

সেই সুড়ঙ্গের ভিতর তিনি অন্ধকারে পদশব্দ ও অস্ফুট হুঙ্কার শুনিতে পাইলেন। তিনি চিৎকার শব্দে সাড়া দিতেই পিস্তলের একটি গুলী উল্কার ন্যায় আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত করিয়া তাঁহার কোটের একটি হাতা ফুটা করিয়া চলিয়া গেল। সেই গুলীর উত্তাপে তাঁহার হাতের ত্বক ঝল্‌সাইলেও তিনি আহত হইলেন না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি শুনিলেন, "বসিয়া পড়! সুড়ঙ্গ-মুখের আলোকে উহারা তোমাকে দেখিতে পাইলেই আবার গুলী করিবে।"

উহা মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বর, কিন্তু বিকৃত স্বর; যেন তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়া ছিল। তিনি টলিতে টলিতে সরিয়া গিয়া সেই সুড়ঙ্গের দেওয়ালে হাত দিলেন, তাহার পর মিন্‌টোর পাশে বসিয়া পড়িলেন।

মিন্‌টো চাপা আওয়াজে বলিলেন, "বসিয়াছেন? কিন্তু ব্যাপার কি? এ

গন্ধ কিসের? এমোনিয়ার?"—তিনি খক্-খক্ করিয়া কাশিতে লাগিলেন; ঝাঁঝে নাকে চোখে জল ঝরিতে লাগিল। গলা বসিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এমোনিয়া; আমার চোখে এমন ঝাঁঝ লাগিয়াছে যে, আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছি! তাহারা সুড়ঙ্গে লুকাইয়া আছে। চল, তাড়াতাড়ি উপরে যাই। আমার পিস্তলটা কাছে রাখ, সুযোগ পাইলেই গুলী ঝাড়িবে।"

মিন্‌টো সুড়ঙ্গের ভিতর গুলী বর্ষণ করিয়া ব্লেককে টানিয়া লইয়া চলিলেন। শত্রুরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিল; কিন্তু তাঁহারা হেটমুণ্ডে অগ্রসর হওয়ায় গুলী তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল।

মিন্‌টো মিঃ ব্লেককে সিঁড়িতে চড়াইয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই মুহূর্ত্তে মিন্‌টোর কণ্ঠ ভেদ করিয়া যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তস্বর নির্গত হইল—যেন কেহ পিচ্‌কিরি করিয়া তাঁহার দেহে তরল অগ্নি ছড়াইয়া দিল! যাহা তাঁহার মুখে ও কাঁধে পড়িল, তাহা তরল এমোনিয়া; নিশ্বাস রোধকারী ও দৃষ্টিশক্তিনাশক। সত্যই যেন অগ্নিবৃষ্টি! মিন্‌টোর দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইল; তিনি অজ্ঞানপ্রায় হইলেন। তথাপি তিনি রুদ্ধ-নিশ্বাসে প্রাণপণে ব্লেকের অনুসরণ করিলেন; কিন্তু কিছুদূর উঠিতেই খনির মুখ হইতে একখণ্ড স্থূল প্রস্তর তাঁহার কাঁধের পাশ দিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িল।

সেই স্থান হইতে প্রথম সুড়ঙ্গটি বাহির হইয়া অন্য দিকে গিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি মিন্‌টোর হাত ধরিয়া সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় আরও কয়েকখানি প্রস্তর খনি-মুখ হইতে বর্ষিত হইল; কিন্তু তাঁহারা তখন সুড়ঙ্গের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক মিন্‌টোর হাত ধরিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেন; তাঁহারা সেখানে বিশ্রাম করিতে বসিয়া অদূরবর্ত্তী কাঠের সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন। মিঃ ব্লেক মিন্‌টোকে অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও বিমর্ষ দেখিলেন; তখন তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িলেও তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দুই হাতে চক্ষু ডলিয়া মিন্‌টোকে বলিলেন, "তুমি দুঃখিত হইও না। দোষ আমারই। ঐ সুড়ঙ্গে প্রবেশের অন্য পথ আছে, তাহা প্রথমে আমার খুঁজিয়া বাহির করা উচিত ছিল।

যাহা হউক, আমরা যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ না হই এখানে নিরাপদে থাকিতে পারিব। ভাগ্যে উহারা ভিট্রল ব্যবহার করে নাই। আমার পিস্তলটা আমার হাতে দিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাক। আমাদের কাছে এখনও অনেকগুলি টোটা আছে, তাহাতেই খনির ভিতর ও তাহার অন্য মুখ অগ্নিময় করিতে পারিব; হতাশ হইবার কারণ নাই।"

তাঁহারা পিস্তলে টোটা পুরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা অন্য সুড়ঙ্গ হইতে কাহারও কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন; অবশেষে সিঁড়ির নীচে কাহারও পদশব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।

মিঃ ব্লেক মিন্‌টোকে বলিলেন, "আমিই গুলী করিব; যদি উহারা একত্র সদলে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তুমি তখন তাহাদের আক্রমণে বাধা দিবে।"

মুহূর্ত্তপরে তিনি পিস্তল তুলিলেন এবং গুলী বর্ষণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ খনিগর্ভে কোলাহল ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল। কেহ যেন সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল। কেহ কেহ দৌড়াইতে লাগিল।

একজন লোক বিকৃত স্বরে আদেশ করিল, "উহারা অন্য সুড়ঙ্গে লুকাইয়াছে; সেইখানে গুলী কর। সকলে একসঙ্গে।"

গগেনহীম এই আদেশ দিল। মিঃ ব্লেক মিন্‌টোর হাত ধরিয়া একটা কাঠের স্তূপের আড়ালে লুকাইলেন। সেই মুহূর্ত্তে কয়েকটি গুলী সেই স্তূপে বিদ্ধ হইল। তাঁহাদের মাথার উপর দিয়াও কয়েকটা গুলী চলিয়া গেল। সেগুলি সুড়ঙ্গের মাথায় বিদ্ধ হওয়ায় কতকগুলী মাটী ও কাকর খসিয়া পড়িল। অর্দ্ধ মিনিট গুলী চলিয়া অবশেষে সব নিস্তব্ধ হইল।

সেই সময় মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার মৃদু পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি পুনর্ব্বার গুলী বর্ষণ করিলে আততায়ীরা তাড়াতাড়ি নামিয়া নীচে পলায়ন করিল। তাহার পর তাহাদের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হইল।

মিন্‌টো বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে লোকটা উঠিয়া আসিতেছিল, সে নীচে পলায়ন

করিয়া তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। আমার বিশ্বাস, তাহারা সকলেই নীচে একত্র মিলিয়াছে। তাহাদের দলের দুইজন বোধ হয় আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে হয় সুড়ঙ্গের অন্য মুখ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে, না হয় নীচে সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। তাহারা এরূপ নির্ব্বোধ নহে যে. গুলী খাইবার লোভে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিবে। যদি তাহারা আহত সঙ্গীদের লইয়া পলায়ন করিতে না পারে তাহা হইলে আমরাও বাহিরে যাইতে পারিব না।" (Neither of us can get out.)

কয়েক মিনিট পরে প্রচ্ছন্ন আততায়ীদের পরামর্শ থামিয়া গেল। তাহারা নিস্তব্ধভাবে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মিন্‌টো ব্লেককে বলিলেন, "উহারা এ রকম ভয়ানক জিনিস কোথায় সংগ্রহ করিল? আমার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোথায় পাইয়াছে জানি না। হয়ত বিম্যানের নির্য্যাতনের জন্য উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার দেহে প্রয়োগের সুযোগ পায় নাই। যাহারা বন্য পশু পোষ মানায়, তাহাদিগকে ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, কখন কখন দরকার হয় কি না। ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত বুনো সিংহও ইহার প্রভাবে নিরীহ হইয়া যায়।".

মিন্‌টো বলিলেন, "সম্ভব বটে! কিন্তু ও কি?"

সেই মুহূর্ত্তে খনির উর্দ্ধে কিছু দূরে দুইবার বন্দুকের গম্ভীর গর্জ্জন চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দু'নলা শিকারের বন্দুকের শব্দ! আমার চক্ষুর জ্বালা একটু কমিয়াছে, এখন কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছি। বোধ হয় নিকটে কেহ নাই, এই সুযোগে পলায়ন করিলে—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার বন্দুকের গর্জ্জন ধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে অদূরে মোটরকারের ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দ এবং কাহারও চিৎকার তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।

দশম কাণ্ড

রহস্যভেদ

আ-উও ধনাঢ্য পিতা মাতার সন্তান হইলেও অভ্যাসগুণে অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু ছিল। তাহার দেহও সুদৃঢ় ছিল; অল্প আঘাতে সে ভাঙ্গিয়া পড়িত না। সে উপর্য্যুপরি নানা বিপদে পড়িয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছিল। দীর্ঘকাল তাহাকে মোটর-সাইকেল চালাইয়া বীচিহেডে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল, সারারাত্রি তাহাকে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছিল, পরদিন ওরাং নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের আঘাতে সে আহত হইয়াছিল; তাহার পর সেইদিন অপরাহ্নে জেব লিট্‌লের গুদামে গলায় ফাঁস লাগিয়া তাহার প্রাণ বিয়োগের উপক্রম হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করিলেও তাহার আহত দেহ বেদনা-জর্জ্জরিত ও কণ্ঠ স্ফীত ছিল, কথা কহিবারও শক্তি ছিল না; সেই অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। কোন ইংরাজ যুবক সেই অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকিলে সে সম্পূর্ণ সুস্থ না হইয়া শয্যাত্যাগ করিতে সাহস করিত না; তাহার সেরূপ ইচ্ছাও হইত না। কিন্তু আ-উও তাহার জাতীয় স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই; এজন্য সে কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করে নাই। সে হ্রদে ট্যাক্সি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হওয়ায় মিঃ ব্লেক তাহার প্রশংসা করিলে তাহার মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়াছিল, এবং সকল কষ্ট ও পরিশ্রম সে সফল মনে করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ও মিণ্টো তাহাকে দীর্ঘকাল শয্যায় বিশ্রাম করিতে বলিয়া প্রস্থান করিলে সে শয্যা ত্যাগ করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল। সে যে তদন্তকার্য্যে মিঃ ব্লেক ও মিন্‌টোর সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে বিশ্রাম করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহযোগিতা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। শরীরের দিকে তাহার দৃষ্টি রহিল না।

তাহার নিকট যথেষ্ট টাকা ছিল, কিন্তু পিস্তল ছিল না। তাহার নিকট যে

ছোরা ছিল তাহা লইয়া পিস্তলধারী শত্রুদের সম্মুখীন হওয়া অসঙ্গত, ইহা সে জানিত। সে মিঃ ব্লেকের ঘরে পিস্তল সংগ্রহ করিতে পারিল না। ব্লেকের নিকট একটি পিস্তল ছিল, আর দুইটির একটি স্মিথ লইয়া গিয়াছিল, অবশিষ্টটি মিঃ ব্লেক মিনটোকে দিয়াছিলেন। সে মিঃ ব্লেকের দোনালা শিকারের বন্দুকটি দেখিয়া তাহা এবং এক হালা টোটা সংগ্রহ করিয়া লইল; তাহার পর একটি ওভার-কোটের পকেটে সেগুলি ভরিয়া লইয়া মিঃ ব্লেকের গৃহ ত্যাগ করিল। সে পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিল এবং প্যাডিংটন ষ্টেশনে চলিল।

কিছুকাল পরে ট্রেণ ছাড়িলে সেই ট্রেণে সে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিল। সে হেলষ্টনে উপস্থিত হইয়া ট্রেণ পরিত্যাগ করিল, এবং এঞ্জেলের পূর্ব্বোক্ত ভোজনাগারে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল মিঃ ব্লেক ও মিনটো আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছেন।

ভোজনাগারের পূর্ব্বোক্ত আরদালী আ-উওকে জেরা করিয়া জানিতে পারিল সে ব্লেকের সহকারী; তখন উইলিয়ম মিঃ ব্লেকের নিষেধ সত্ত্বেও সকল কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিল। সে মিঃ ব্লেকের গাড়ীতে গুলীর চিহ্ন দেখিয়াছিল তাহাও বলিল, এবং তাহাকে জানাইল—তিনি ও তাঁহার সঙ্গী হুইল-ট্রেভেনা নামক পল্লীতে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা সেখানে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এ সংবাদও সে উওর নিকট প্রকাশ করিল।

উইলিয়ম আ-উওকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিল, "আপনি কি তাহাদের সন্ধান লইতে যাইবেন ?"

আ-উও বলিল, "হাঁ, যায়গাটি দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। তুমি কি সেই স্থান চেন ?"

আরদালী বলিল, "চিনি বৈ কি ! দেখুন মহাশয়, এখন আমার ছুটী, আর এ সময় আমাদের পান্থনিবাসে খদ্দেরেরও আমদানী থাকে না; এইজন্য আমার ইচ্ছা আমি আপনার সঙ্গে গিয়া যায়গাটা আপনাকে দেখাইয়া দিই। আপনি ট্যাক্সি চাহিলে তাহাও সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। আমি একটি বন্দুকও সংগ্রহ

করিয়া লইব ; আমি এক সময় সার্জ্জেণ্টের কায করিয়াছিলাম, বন্দুক ব্যবহার করিতে জানি। হাতিয়ার সঙ্গে লওয়া ভাল।”

আ-উও তাহার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া বলিল, “বেশ, চল আমার সঙ্গে। যদি সেখানে গুলী চালাইবার প্রয়োজন হয় আমরা উভয়েই সে কায করিব।”

উইলিয়ম তাহার কথায় খুসী হইয়া তাহার একটি বন্ধুর নিকট হইতে এক-খানি মরিস গাড়ী চাহিয়া আনিল, এবং আ-উওকে সঙ্গে লইয়া সেই গাড়ীতে সেণ্ট কেন্সে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা মিঃ ব্লেকের গাড়ী দেখিতে পাইল। কয়েকটি গ্রাম্য স্ত্রীলোক সেই গাড়ীর নিকট সমবেত হইয়া গাড়ীখানি দেখিতেছিল।

আ উও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “দেখ মা সকল, আমার দুইজন বন্ধু এই গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা গাড়ীখান এখানে রাখিয়া কোন্ দিকে গিয়াছেন বলিতে পার ? তাহারা উভয়ে বোধ হয় হাঁটিয়াই গিয়াছেন।”

একটি স্ত্রীলোক—যাহার চাদর চুরি গিয়াছিল—বলিল, “তাঁহারা ঐ খনির দিকে গিয়াছেন। একটা ভালুক ঐ দিকে গিয়াছে শুনিয়া তাহারা ভালুকটাকে শিকারের চেষ্টায় গিয়াছেন। ভালুকটা কাল রাত্রে আমার একখান চাদর—”

কিন্তু আ-উও তাহার কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া উইলিয়ম সহ সেই খনির দিকে গাড়ী চালাইল।

খনির নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই একটা লোক কিছুদূর হইতে আচম্বিতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল ; পিস্তলের গুলী আ-উওর কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

উইলিয়ম তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া আ-উওকে বলিল, “গাড়ীর ভিতর গ্যাট হইয়া বসিয়া থাক, যাহাকেই দেখিতে পাইবে—সে যদি তোমার বন্ধু না হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলী করিবে।”

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িল, এবং যে লোকটা গুলী করিয়া পলাইতেছিল দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিল।

কয়েক মিনিট পরে আ-উও প্রায় একশত গজ দূরে একজন জোয়ানকে

দেখিতে পাইল ; উওর স্মরণ হইল এই লোকটিকে সে হোয়াইট লাইট ল্যাম্প কোম্পানীর আফিসে দেখিয়াছিল ; তখন তাহার চক্ষুতে রঙিন চশমা ছিল। আ-উও লোকটাকে শত্রু মনে করিয়া তাহার বন্দুক তুলিল, এবং উভয় নলেরই ঘোড়া এক সঙ্গে টিপিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছাড়িল। (fired both barrels.)

মুহূর্ত্ত পরে গগেনহীম মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অদৃশ্য হইল। আ-উও বুঝিতে পারিল লোকটা অল্প আহত হইয়াছে।

কয়েক মিনিট পরে আ-উও কিছু দূরে উইলিয়মের বন্দুকের গর্জ্জন-ধ্বনি শুনিতে পাইল, তাহা দুইবার গর্জ্জিয়া উঠিল ; সেই সঙ্গে আর্ত্তনাদ এবং কয়েকবার পিস্তলের আওয়াজ তাহার কর্ণগোচর হইল। আ-উও উহা শত্রুর আক্রমণ সন্দেহে শব্দ লক্ষ্য করিয়া গাড়ী চালাইল। সে অবশেষে সেই খনির প্রায় মুখের কাছে গিয়া গাড়ী থামাইল। সে কিছু দূরে চারিজন লোককে দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে দেখিল ; আর একজন লোক দ্রুতবেগে তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল। আ-উও তাহাকে দেখিয়াই চিনিল—সে উইলিয়ম। উইলিয়ম দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহার বন্দুকে টোটা পুরিতেছিল। সে মুহূর্ত্তমধ্যে বন্দুক তুলিয়া পুনর্ব্বার গুলী-বর্ষণ করিতেই পলাতকগণের একজন আহত হইয়া ধরাশায়ী হইল ; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পুনর্ব্বার দৌড়াইতে লাগিল। কিছু দূরে রেলিংঘেরা একটি আঙ্গিনার পাশে একটা ভাঙ্গা চিমনীর গোড়াটা দাঁড়াইয়া ছিল। সেই পলাতক চতুষ্টয় তাহার আড়ালে গিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল, আ-উও তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইল না।

উইলিয়ম তখনও পুনঃ পুনঃ গুলী বর্ষণ করিতেছিল, আ-উও দেখিল রেলিং-ঘেরা কোন দ্রব্য তাহার লক্ষ্য। ক্ষণকাল পরে উইলিয়ম থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হাতের বন্দুক নামাইল না। আ-উও উৎসাহপূর্ণ একটা হুঙ্কার শুনিতে পাইল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এত ভারী মজার ব্যাপার ! কিন্তু মাননীয় মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সাহসী কাপ্তেন বন্ধু কোথায় ? ডাকিয়া দেখি যদি তাঁহাদের সাড়া পাই।"

সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মিষ্টার ব্লেক! কোথায় আপনি, আমি আ-উও, আপনাদের সন্ধানে আসিয়াছি। আপনারা কোথায় আছেন সাড়া দিন।"

"এই যে এখানে!"—মিঃ ব্লেক ভগ্নস্বরে উত্তর দিলেন।

ক্ষণকাল পরে মিঃ ব্লেক খনি হইতে উঠিয়া তাহার সম্মুখে আসিলেন। তাঁহার মুখ ও কপাল ফোস্কায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, মুখ দেখিয়া হঠাৎ তাঁহাকে চিনিবার উপায় ছিল না। তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া আ-উও বন্দুক তুলিতেই তিনি ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "গুলী করিও না আ-উও, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া আ-উওর ভ্রম দূর হইল। সে কাপ্তেন মিন্‌টোকে তাঁহার অনুসরণ করিতে দেখিল; তাঁহার মুখের অবস্থা আরও অধিক শোচনীয়! তাঁহারা উভয়েই খনির সিঁড়ি বহিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় উইলিয়ম পূর্ব্বোক্ত রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নীচের দিকে পুনর্ব্বার গুলাবর্ষণ করিল।

আ-উও বলিল, "ঐ ব্যক্তি সেই পান্থনিবাসের আরদালী উইলিয়ম, ও পূর্ব্বে পুলিশে সার্জেন্টের কায করিত। শত্রুরা কি মাটীর নীচে উপুড় হইয়া সাঁতার দিতেছে কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, পড়িয়া-পড়িয়া খাবি খাইতেছিল; কিন্তু উহাদের সৌভাগ্য সুড়ঙ্গের ওধারে বায়ুপ্রবেশের পথ আছে। উহারা সুড়ঙ্গের ভিতর লুকাইয়া ছিল। আমরা উহাদের সন্ধান পাইয়াছিলাম; কিন্তু উহাদিগকে কায়দা করিতে পারি নাই। ভাগ্যে তুমি উইলিয়ম্‌কে সঙ্গে লইয়া ঠিক সময়ে আসিয়া পড়িয়াছিলে। উহারা অন্য পথ দিয়া উঠিয়া পলাইলেও উহাদিগকে পুনর্ব্বার খাঁচায় পুরিতে পারিয়াছি; তোমাদের কৌশলেই এই চেষ্টা সফল হইয়াছে।"

* * * *

সেই দিনই সায়ংকালে মিঃ ব্লেক পূর্ব্বোক্ত পান্থনিবাসে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। তাঁহার ও কাপ্তেন মিণ্টোর আহত অঙ্গ ব্যাণ্ডেজ দ্বারা আবৃত ছিল। আ-উও তাহাদের পাশে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, এবং ইন্‌স্পেক্টর হার্কার তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া গল্প শুনিতেছিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিতে লাগিলেন, "ব্যাপারটা যে এত সহজে শেষ হইবে—ইহা পূর্ব্বে আশা করিতে পারি নাই। আমি উওকে পুলিশে সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছিলাম। সেই দুরবৃত্তেরা সংখ্যায় ছয়জন ছিল। তাহারা সকলেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গগেনহীম পিস্তলের গুলীতে খোঁড়া হইয়াছিল; তাহার পায়ের কোন স্থানে গুলী বিঁধিয়াছিল। তাহার সঙ্গীরাও অল্পাধিক আহত হইয়াছিল। লোরিংএর আত্মীয়েরা হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উইলিয়মেরও প্রাপ্য; কারণ শেষ মুহূর্ত্তে সে আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। বস্তুতঃ, তাহার ও আ-উওর সাহায্যেই আমরা মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের ধারণা গগেনহীমই পালের গোদা, সকল অনিষ্টের মূল। জেব লিট্‌ল এই অপকর্ম্মে তাহার প্রধান সহায়। জেব প্রাণরক্ষার আশায় উহাদের দলের গুপ্ত কথার অধিকাংশই প্রকাশ করিয়াছে; এই জন্যই সহজে রহস্যভেদ করিতে পারিয়াছি। যাহারা মহা উৎসাহে নরহত্যার ষড়যন্ত্রে যোগদান করে, তাহারা ধরা পড়িয়া প্রাণভয়ে এরূপ ব্যাকুল হয় যে, প্রাণরক্ষার আশায় সঙ্গীদের অপকর্ম্মের সকল কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মনুষ্যসমাজে এ রকম নির্লজ্জ অপদার্থের অভাব নাই বলিয়াই নরহত্যার ষড়যন্ত্রের বহু অজ্ঞাত বিবরণ সহজে জানিতে পারা যায়, এবং বিচারকের কর্ত্তব্য পালন করা সহজ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সকল নরপিশাচ মার্জ্জনার অযোগ্য; কেবল সুবিচারের সাহায্য-কল্পে তাহাদের দণ্ড দেওয়া হয় না।"

ইন্‌স্পেক্টর হারকার বলিলেন, "সকল কথা খুলিয়া বল ভাই! এখনও আমি এই রহস্যের অন্ধকারে আলো দেখিতে পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কয়েক মাস পূর্ব্বে অধ্যাপক বিম্যান এখানে কয়েকদিন অবসর যাপন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ভূ-স্তরের উপাদান বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতা-ফলে আবিষ্কার করেন—হুইল ট্রেভেনার খনি লাভজনক সম্পত্তি নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেও সেই খনির ভূ-স্তরে কলম্‌বাইট নামক মূল্যবান খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। উহা কিরূপ মূল্যবান

পদার্থ তাহা তিনি জানিতেন বটে, কিন্তু উহার আবিষ্কার লাভজনক হইবে কি না ইহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। এজন্য তিনি বাজারে ট্যান্‌টেলমের কিরূপ চাহিদা আছে—তাহা জানিবার চেষ্টা করেন,কারণ কলম্বাইট এই ট্যান্‌টেলমেরই উপাদান। উক্ত জর্ম্মান কোম্পানী এদেশের বাজারে ঐ জিনিসটি একচেটে করিয়া রাখিয়াছে ; অধ্যাপকের আবিষ্কার সফল হইলে তাহাদের ব্যবসায় নষ্ট হইবে বুঝিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ তাহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে গগেনহীমকে লণ্ডনে প্রেরণ করে। সে তাহাদের দোকানের ভার গ্রহণ করিয়া অধ্যাপকের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জেব লিট্‌ল তাহার মুরুব্বি হইয়াছিল ; সে তাহাকে সাহায্য করিত। জেব স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের দলের লোক অধ্যাপকের প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিত ; তিনি কখন কোথায় কি করিতেন, তাহার সন্ধান লইত।"

হার্কার নিস্তব্ধভাবে ঐ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "অধ্যাপক মার্কিন ধনকুবের লোরিংকে মুরুব্বি ধরিয়াছিলেন, ইহা তাহারা কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাও জানিতে পারিয়াছি। অধ্যাপক দ্বিতীয় বার এখানে তথ্যানুসন্ধানে আসিলে উহারাই কৌশলে তাহার ডায়েরীখানি অপহরণ করিয়াছিল। সে প্রায় এক মাস পূর্ব্বের ঘটনা। ষড়যন্ত্রকারীদের দলের দুইজন এখানে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিল। অধ্যাপক ঐ জমী ইজারা-বন্দোবস্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাও তাহারা জানিতে পারিয়াছিল, এবং লোরিংএর নিকট ভিন্ন অন্য সকলের নিকট তিনি সকল কথা গোপন রাখিয়াছিলেন, এ সন্ধানও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না।

"যদি লণ্ডনে অধ্যাপকের সহিত লোরিংএর সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা শেষ হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ লোরিংএর অভিরুচি অনুসারে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ট্যান্‌টেলম্ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইত ; এইজন্য নরপশু গগেনহীম এই সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য অধ্যাপক বিম্যান ও তাঁহার গৌরীসেন লোরিংকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করে। বিম্যানকে হত্যা করা কঠিন হয় নাই। তিনি যখন

এক্সিটারে আহার করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার কাগজপত্রগুলি অপহৃত হইয়াছিল। তিনি বাড়ী ফিরিয়া কোন ব্যক্তিকে টেলিফোনে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে তাঁহার গৃহসংলগ্ন টেলিফোনের তার বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা সেই রাত্রে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগকে ততখানি অসুবিধা সহ্য করিতে হইল না। টেলিফোনে সংবাদ দিতে না পারিয়া তিনি একখানি পত্র লিখিয়া ডাক-বাক্সে ফেলিতে গিয়াছিলেন, সেই সুযোগে তাহারা সেই নির্জ্জন পথে গুলীর আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করে, এবং তাঁহার মৃতদেহ হলদে ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইয়া বহু দূরে পলায়ন করে; কিন্তু স্থানান্তরে গমনের পূর্ব্বে জেব অধ্যাপকের মৃতদেহ সহ ট্যাক্সিখান গগেনহামের একটি ভাড়াটে বাড়ীতে লইয়া গিয়া মৃতদেহটি কাফ্রির দেহের মত কালো করিয়া, চুলগুলিও সেই রকম কোকড়া পশমবৎ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেই অবস্থায় ট্যাক্সি ইষ্টবোর্ণে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

"ইতিমধ্যে লোরিং লণ্ডনগামী চলন্ত ট্রেণে নিহত হইলেন। হত্যাকাণ্ডটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। একটি এয়ার পিস্তলের সাহায্যে তাঁহাকে গুলী করা হইয়াছিল। সেই ট্রেণের সকল আরোহী তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে উড়ন্ত এরোপ্লেনে ওরাংবেশী জেবের অদ্ভুত ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল। লোরিংএর দিকে কাহারও লক্ষ্য না থাকায় সেই গর্হিত কার্য্যটি কোন্ মুহূর্ত্তে শেষ হয়—তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। ট্রেণ ওয়াটারলু ষ্টেশনে প্রবেশ করিলে তুমি তদন্ত করিয়া রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়াছিলে, কারণ হত্যাকাণ্ডের কোন সূত্র তুমি আবিষ্কার করিতে পার নাই হাকার! হত্যাকারীদের আশা ছিল—বিম্যানের সহিত লোরিংএর সম্বন্ধ কেহই আবিষ্কার করিতে পারিবে না, বিম্যানের মৃতদেহও সনাক্ত হইবে না। অধ্যাপকের ডেস্কে কোন প্রমাণ থাকিতেও পারে ভাবিয়া তাহারা তাঁহার ডেস্কের দেরাজের কাগজপত্র ওলট্-পালট্ করিয়াছিল। তাঁহার সুট-কেসের জিনিস-পত্রও ঘাঁটিয়াছিল; কিন্তু আমি ও মিন্‌টো তাহাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছিলাম। তাহার পর আ-উগুর চেষ্টা কি ভাবে সফল হইয়াছিল তাহা তোমরা জান। বস্তুতঃ, উহার কাকা যদি উহাকে

কতকগুলি পাথরের গুণ পরীক্ষার জন্য সেগুলি উহার নিকট না পাঠাইতেন এবং অধ্যাপক বিম্যানের সন্ধান লইবার জন্য আ-উও তাঁহার বাড়ী না যাইত, তাহা হইলে সকল ব্যাপারই চাপা পড়িত, অপরাধীরাও ধরা পড়িত না; কিন্তু পরমেশ্বরের বিচার অতি সূক্ষ্ম, তাঁহাকে কেহ ফাঁকি দিতে পারে না। আমরা উপলক্ষ্য মাত্র; তথাপি আমার বিশ্বাস পুরস্কারের অধিকাংশ অর্থ আ-উওর প্রাপ্য।”

ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর হার্কার মিঃ ব্লেকের এই অভিমতের সমর্থন করিলেন।

সমাপ্ত